The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত আবির্ভাব

"দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজের শ্রীতিরুপতি মন্দিরে এই কলিযুগে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল, যে জিনিস আপনারা আজ পর্যন্ত চোখে দেখেননি। বর্তমানে মন্দিরে একটি সর্প বাহির হয়। ঐ মন্দিরের পূজারী ইহা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যান। তখন ঐ সর্প ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বলেন 'ওহে পূজারী ঘাবড়াইও না। আমি যাহা বলিতেছি, ভাল করিয়া শোন। আমি কিছুদিন পর পৃথিবীতে আবির্ভূত হইব এবং যে ধর্মকে বিনাশ করিতেছে তাহাকে ধ্বংস করিব। যে কেউ কৃষ্ণের নামে এই সংবাদ ১০০০ ছাপাইয়া বিতরণ করিবে—তাহার ১৪ দিনের মধ্যে মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আর যে পত্রটি পাইয়া ১৪ দিনের মধ্যে না বিলি করিবে তাহার প্রভূত ক্ষতি হইবে।' এই বলিয়া সর্পরূপী ব্রাহ্মণ তিন পা পিছনে হাঁটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।"

পুলিন পাতলা হলুদ কাগজের হ্যাণ্ডবিলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর, ডাকটিকিট মারা খামটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল। একটু আগে লেটারবক্স খুলে পেয়েছে। সাদা খামে পরিষ্কার বাংলায় লেখা তারই নাম, শ্রীপুলিনবিহারী পাল। প্রোঃ ইউনিক ফার্নিচার অ্যাণ্ড কেবিনেট মেকার। স্টেশন রোড, বাগুইপাড়া। রথতলা, জেলা ২৪ পরগণা।

তাকে চেনে এমন কেউ কাজটা করেছে। হয়তো কাছাকাছিই থাকে। আমাকেই শুধু নয়, নিশ্চয় আশপাশের অনেকেই পেয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

পুলিন খামটা পকেটে রেখে বাকি অংশটা পড়ল।

"এই সংবাদ শুনিয়া বোম্বাই-এর একব্যক্তি ২০০০ পত্র ছাপাইয়া বিলি করেন এবং ৩-৪ দিনের পর তিনি ১২ লক্ষ টাকা লটারীতে পাইয়াছিলেন। অন্য একব্যক্তি ৪০০ পত্র ছাপাইয়া বিলি করেন এবং তাহার ১৪ দিনের পর ১০ হাজার টাকা লাভ করেন। ধানবাদের এক রিক্সাচালক ১৪০টি পত্র বিলি করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের ঘরে এক ঘড়া মোহর পান। অপর একব্যক্তি এই পত্রটিকে মিথ্যা বলিয়া ছিঁড়িয়া নষ্ট করেন। ইহার পরই তাহার বড় ছেলে ১৪ দিনের মধ্যে মারা যায়।

"এই কথা সত্য মানিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রচার করিবেন। যিনি এই পত্রটি পাইবেন তাঁহাকে নিবেদন করা হইতেছে যে এই পত্রটি ছাপাইয়া ক্ষমতা অনুযায়ী বিলি করিবেন অথবা হাতে হাতে দিয়া দিবেন। পত্রটি যেন অবহেলা করিয়া নষ্ট করিবেন না।"

বিনীত—
জনৈক ভক্ত

একচিলতে হাসি পুলিনের ঠোঁটে ভেসে উঠল। খামের মধ্যে কাগজটা ভরে রাখার আগে উল্টেপাল্টে দেখল, কোথাও ছাপাখানার নাম নেই। থাকবে যে এমন আশা অবশ্য করেনি।

একধরনের ভীরুলোক এখনো প্রচুর আছে, যারা এমন কাগজ পেলে তখুনি গাঁটের পয়সা দিয়ে ছাপিয়ে খামে ভরে লোকের কাছে পাঠাবে। যেমন, একজন তাকে পাঠিয়েছে। এই আশায়, সেও বারো লাখ টাকা লটারিতে পাবার লোভে দু হাজার ছাপিয়ে আর পোস্ট অফিস থেকে দু হাজার খাম কিনে তাতে ভরে, দু হাজার লোকের কাছে পাঠাবে। অবশ্য হাতে হাতেও বিলি করে খরচ বাঁচান যেতে পারে।

হাসিটা তার সারা মুখে ছড়িয়ে গেল। শুধুই কি লোভ? ভয়ও দেখান হয়েছে—বড়ছেলে মারা যাবে।

পুলিনের ছেলেমেয়ে নেই, সে মোটেই শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রচারে আগ্রহী নয়। লটারির টিকিট জীবনে দু বার কিনেছে, যখন বয়স তেইশ, কলেজের এক দরিদ্র সহপাঠীকে সাহায্য করার জন্য। তার নাম ছিল শোভনেশ। বছর সাতেক পর

www.BanglaBook.org

একদিন বৌবাজারের মোড়ে শোভনেশ স্কুটারে বসেছিল ট্র্যাফিক সিগন্যালের অপেক্ষায়। পুলিনকে দেখেই চিনতে পেরে হেসেছিল।

"করছ কি?" পুলিনই জিজ্ঞাসা করেছিল।

"ইন্টিরিয়ার ডেকরেটিংয়ের ব্যবসা।"

"ভাল আছো?"

"এই একরকম, তোমার খবর কি?"

বিয়ের পর পুলিন আর শিবানী তখন শ্যামপুকুরে ঘরভাড়া করে চার মাস বসবাস করছে।

"চলে যাচ্ছে।"

"করছ কি, চাকরি?"

"হ্যাঁ।"

পুলিনের মনে হয়েছিল, চাকরি শব্দটা শোভনেশের গালের পেশীতে সুড়সুড়ি দেওয়ায় মুখটা কুঁচকে ওঠে।

"আমি চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নেমেছি।"

"আমার বৌও বলছে একটা সাইড বিজনেস ধরতে। দুজনের রোজগারেও দেখছি চালান যাচ্ছে না।"

"বৌও চাকরি করে? নেমে পড়, নেমে পড়,...আমি তো লোহার স্ক্র্যাপের ব্যবসাও ধরেছি।"

"ভাগ্য চাই ভাই। লটারির টিকিট তো কত বেচলে, একজনও কি প্রাইজ পেয়েছে?"

ট্র্যাফিক চলার সঙ্কেত পেয়ে শোভনেশ তখন স্কুটারে গীয়ার দিয়েছে। পুলিনের কথার সঙ্গে সঙ্গে একমুখ হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সফল হয়ে কাজ হাঁসিলের পর এমন হাসিই ফোটে! হাতটা তুলে বিদায় জানিয়ে শোভনেশ চলে যায়।

সাত বছর পর দেখা রাস্তার ওপর। কতক্ষণের জন্য? বড়জোর দু' মিনিট। আর তারমধ্যেই পুলিনের মনে হয়েছিল, শোভনেশ কত সহজ, স্বচ্ছন্দ, হাল্কা। জীবনটাকে উপভোগ করার পদ্ধতিগুলো ওর হাতের মুঠোয়।

ওইটুকু সময়ের মধ্যেই সে ঈর্ষা বোধ করে নিজেকেও স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছল দেখাবার জন্য বলেছিল স্বামী-স্ত্রী চাকরি করি। কথাটা ঠিকই কিন্তু বলার কি কোন দরকার ছিল?

লটারির কথাটা তখন বলার কি কোন কারণ ঘটেছিল? এটাও ঈর্ষা থেকে। ওকে মনে করিয়ে দেওয়া, তুমি এক সময় গরীব ছিলে। তোমাকে লটারির

টিকিট বেচার জন্য অন্যের অনুগ্রহ চাইতে হতো আর সেই অন্যদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু খোঁচা দিয়ে কি লাভ হল ? শোভনেশ হেসে চলে গেল। অতীতকে ও আর গ্রাহ্য করে না।

পুলিন হলুদ কাগজটা খাম থেকে আবার বার করল। 'লটারি' শব্দটা শোভনেশের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। বারো লাখ টাকা ! সারাজীবনে সে অত টাকা রোজগার করতে পারবে না। অবশ্য আফসোসও তার নেই। তার কাঠের ব্যবসা, এই দোকান নিয়েই সে যথেষ্ট ভাল রয়েছে।

উদ্যম, পরিশ্রম আর ধূর্ততা ছিল শোভনেশের মূলধন। মিশুকে, লোকের মন আর সময় বুঝে কথা বলত। কলেজের বেয়ারা থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের অনেকেই ছিল তার লটারি টিকিটের খদ্দের। ওর গছাবার ভঙ্গিটাই ছিল চমৎকার।

"বাড়িতে এগারোটা মুখ। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে বাবার ঘোরতর অনাস্থা, ট্রাম কোম্পানির কেরানী, সংসারের একমাত্র রোজগারী। বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থাটা। আধপেটা খেয়ে সবাই থাকি। কিন্তু আমরা তথাকথিত ভদ্রলোক, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে সম্মানে বাধে। আমি বাবার বড়ছেলে, আমার উচিত তাঁকে সাহায্য করা। তাই করতেই এই টিকিট বিক্রি করছি। মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট বোঝেনই তো, ভিক্ষে তো সোজাসুজি চাইতে পারব না তাই সেটাকে কাজের একটা ছদ্মবেশ পরিয়ে নিয়েছি। তাতে এটুকু সান্ত্বনা পাই—আমি, ভিখিরি নই, আপনারাও স্বস্তি পান এই ভেবে, ভিক্ষে দিয়ে অপমান করছি না। শুধু একটা কথা, টিকিট কিনলেই যে ফার্স্ট প্রাইজটা পাবেন সে সম্ভাবনা খুব কম। তবে ভাগ্য বলে একটা ব্যাপার আছে। ভাগ্যটা কেমন সেটা জানার কৌতূহল থেকেই কিনবেন, বড়লোক হবার ইচ্ছেয় নয়।"

ডজন ডজন টিকিট শোভনেশের এইসব কথাতেই বিক্রি হত। উদ্যমী, একটার থেকে আর একটা ব্যবসায় চলে যাবার সাহস আছে। এরাই সফল হয়। হয়তো স্কুটার ছেড়ে এতদিনে মোটর গাড়ি চড়ছে।

পুলিন দোকানের ভিতরে চোখ বুলিয়ে প্রসন্ন মনটা প্রকাশ করল আলতো হেসে। সেই হাসি দেখার জন্য তখন সামনের দুটো চেয়ারে কোন লোক ছিল না।

অন্তত পঁচিশ হাজার টাকার মাল এখন তার চোখের সামনে। স্কুটার কেনার ইচ্ছা কয়েকবার মনে উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু দরকারই বা কিসের জন্য, সে তো বেশিরভাগ সময় দোকানেই থাকে, খুব দূরেও তাকে কোথাও যেতে হয় না।

পাশের দোকান 'রত্না স্টুডিও'-র মালিক সুকুমার বিশ্বাসের স্কুটার আছে,

www.BanglaBook.org

তাতে বার দুয়েক সে চড়েছে। সুকুমার বলেছিল, 'দাদা, একটা কিনে ফেল, হাজার ছয় সাতে পুরনো পেয়ে যাবে। খোঁজ করব ?'

পুলিন গলাটা কঠিন করে বলেছিল, 'কিনলে নতুনই কিনব।'

সুকুমারের দোকান, স্কুটার শ্বশুরের টাকায়। পুলিন তার "ইউনিক ফার্নিচার অ্যাণ্ড কেবিনেট মেকার" গড়ে তুলেছে পরিশ্রম আর সততায়। এখন শুধু "ইউনিক" বললেই রথতলার এবং তার কাছেই নতুন গড়ে ওঠা দুটি উপনগরী ত্রিদিবনগর আর কমলাপুরী-র লোকেরা চিনে নিতে পারে। মিনিট সাতেক দূরে বাগুইপাড়া স্টেশনের রিক্সাওয়ালাদের ইউনিক বললে পৌঁছে দেয় দোকানে।

ইউনিকের মত রাস্তার উপর পঁচিশ ফুট চওড়া কাঠের আসবাবের দোকান সারা বাগুইপাড়ায় আর দুটি মাত্র আছে, রেল লাইনের ওপারে স্টেশনের পশ্চিমে। ওই দিকেই প্রধান বাজার আর পুরনো অঞ্চল। রথতলা রেললাইনের পুবে, নতুন বসতির অঞ্চল।

ত্রিদিবনগর আর কমলাপুরীই পুলিন এবং ইউনিকের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। এই দুই উপনগরীর অন্তত চল্লিশটি বাড়ির দরজা-জানলা এবং যাবতীয় কাঠের কাজের বরাদ্দ ইউনিক সংগ্রহ করে। দোকানের পিছনে চালাঘরের একটা কারখানা, এক সময় সারাদিন এবং রাতেও কাজ করেছে কাঠ মিস্ত্রিরা। আজও করে, তবে দরজা-জানলার থেকে বেশি তৈরি হয় খাট, আলমারি, চেয়ার, টেবল, ড্রেসিং টেবল।

বিক্ষুব্ধ সাগরে তরণীকে সামাল দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটা সময়ে প্রচণ্ড বাষ্পের চাপ দরকার হয়েছিল। ইউনিককে দাঁড় করাতে কয়েকটা বছর পুলিনকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। এখন আর তার দরকার হয় না। ইউনিক এখন স্থির সাগরে তরতরিয়ে চলেছে। খদ্দেররা এখন খোঁজ করে পুলিনেরই কাছে আসে। ইউনিক যে টাকায় যে কাজ যত ভালভাবে করে আর কেউ তা পারে না।

সাড়ে আট বছর আগে ইউনিকের নাম ছিল সারদামাতা টিম্বার। মালিক ছিল নিরঞ্জন পোদ্দার। স্থানীয় লোকেরা বলত নিরঞ্জনের কাঠগোলা। তক্তপোষ, বেঞ্চ, পিঁড়ি, আলনা তৈরী হত। নিরঞ্জন মারা যাবার পর তার একমাত্র ছেলে সুখরঞ্জন কিছুদিন দোকানে বসে। কিন্তু নামমাত্র কেনাবেচার এই ব্যবসাটা তাকে হতাশ ও বিরক্ত করে তোলে। তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার জন্য সে বাংলাদেশে চোরাচালান দেওয়া এবং সে দেশ থেকে আনার কাজে নামে। অতঃপর কলকাতায় আস্তানা করে জুয়ার চক্রে জড়িয়ে অবশেষে এমন একটা অবস্থায় আসে যে জেল খাটা রোধ করতে বাগুইপাড়ার সম্পত্তি বিক্রি না করে উপায় ছিল না।

পুলিন তখন উকিলের বাড়ি যাতায়াত করছিল নিজের মামলার ব্যাপারে। সেখানেই সুখরঞ্জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। একজনের তক্ষুনি টাকা দরকার, আর একজন তখন ভাবছিল চেনা পরিচিতদের দৃষ্টির বাইরে কোথাও গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে।

কলকাতা থেকে ট্রেনে চল্লিশ মিনিট দূরে মুখ থুবড়ে পড়া একটা ছোটি কাঠের আসবাবের দোকানের মালিক হওয়ার সুযোগ পুলিন হাতছাড়া করেনি। মৃত শিবানীর গহনা, ব্যাঙ্কে জমান টাকা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ঘরের আসবাব বিক্রি করে সে সারদামাতা টিম্বারের ঘর ও সাড়ে চারকাঠা জমি কিনে নেয়। ঘরের মধ্যে তখন হাজার টাকারও মাল ছিল না।

টালির চালের একটা লম্বা ঘর, মাটির মেঝে, তিন ফুট পাকা গাঁথুনির উপর ছিটে বাঁশের দেয়াল। ঘরের পিছনে আড়াই কাঠার মত জমি। পুরো সাড়ে চার কাঠাই ঘেরা নিচু পাঁচিলে। এই ছিল সারদামাতা টিম্বার। পিছন দিকে একটা গৃহস্থ পাড়া। বাঁ দিকে একটা ফাঁকা জমি তারপর মাটির দেয়াল আর টালির চালের টিমটিমে একটা মুদির দোকান। তারপাশে মিষ্টির আর চায়ের দোকান।

ওইখানেই রথতলার মোড়। তিনদিক থেকে তিনটে রাস্তা এসেছে। প্রধান রাস্তাটা বাগুইপাড়া স্টেশন থেকে, হেঁটে মিনিট সাতেক লাগে রথতলায় পৌঁছতে। পুলিন যখন প্রথম এল স্টেশনের পূবদিকের এই অঞ্চলে হাজার খানেকের বেশি অধিবাসী ছিল না। ইলেকট্রিক খুঁটি রথতলার মোড় পর্যন্ত পৌঁছেছে, অনেকের বাড়িতে বিজলীর সংযোগ হয়নি। পুরনো কিছু দোতলা বাড়ি ছাড়া, একতলা বাড়িই ছিল বেশি, তারও বেশির ভাগ টিনের চালের। রথতলা থেকে একটু ভিতরে গেলেই, ধানক্ষেত, পুকুর, ফলের বাগান, ঝোপ জঙ্গল, পোড়ো জমি দেখা যেত। রেল লাইন পেরিয়ে যেতে হত মাধ্যমিক স্কুলে।

শেয়ালদা থেকে বাগুইপাড়া তেইশ কিলোমিটার কিন্তু রথতলাকে তখন মনে হত দুশো তিরিশ কিলোমিটার দূরে পড়ে আছে। কলকাতায় যা পাওয়া যায় বাগুইপাড়ায় তা অলভ্য নয়।

তখনই পাঁচটি ব্যাঙ্কের শাখা পুলিন দেখেছে। এখন সাতটি ব্যাঙ্ক। দুটি ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়, সিনেমা হল সিকি মাইলের ব্যবধানে দুটি, একটি নার্সিংহোম, কলকাতা থেকে বাগুইপাড়া স্টেশনে যাত্রীবাস আসে। সাইকেল রাখার তিনটি গ্যারেজে অন্তত বারোশ সাইকেল জমা পড়ে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের জন্য বহু দোকান রাত এগারোটা পর্যন্তও খোলা থাকে।

পুলিন একটা জিনিস প্রথমেই বুঝে গেছল, বাগুইপাড়া থেকে কেউ খাট বা

www.BanglaBook.org

আলমারি কিনতে ইউনিক-এ আসবে না। চারটি বড় ফার্নিচারের দোকান সেখানে আছে। তাকেই অডার ধরতে বেরোতে হবে। সে নজর দিয়েছিল তৈরী হচ্ছে বা হবে এমন বাড়িগুলোর দিকে। দরজা জানলার ফ্রেম, পাল্লা, দেয়াল আলমারি, পর্দার পেলমেট এমনকি লেটার বক্স তৈরির কাজ ধরার জন্য সকাল থেকে রাত, সে দিনের পর দিন হেঁটেছে, খোশামোদ করেছে, যৎসামান্য লাভে কাজ নিয়েছে, টাকা মার গেছে, অপমানিত হয়েছে কিন্তু হাল ছাড়েনি। তখন সে নিজে রান্না করে খেত।

তার ভাগ্যটা ফিরতে শুরু করে অপ্রত্যাশিত দুটি উপনগরীর যখন পত্তন হল রথতলারই কাছে। বাড়ি করার জন্য জমি কেনার যে ঝোঁক সত্তরের দশকের শুরুতেই দেখা দেয় তারই পরিণতিতে জমির দাম ঘনবসত অঞ্চলে যতই বেড়ে উঠতে লাগল, জমি যতই ফুরিয়ে আসতে লাগল, অবহেলিত, অনুন্নত জায়গার দিকে তখন জমির সন্ধান শুরু হয়।

বাড়ি করার এই ঢেউয়ের একটা ধাক্কা রথতলাকে হঠাৎই গুরুত্ববান করে ফাঁপিয়ে দিয়ে গেল। বহুলোক তখন জমি কেনাবেচার দালালিতে নেমে পড়ে। অনেকেই মুনাফার গন্ধ পেয়ে জমি কিনে রাখতে শুরু করে, পরে চড়াদামে বিক্রির জন্য।

স্টেশনের পূবে বাস চলাচল, রাস্তার দুধারে গত তিরিশ বছরের মধ্যে তৈরী হওয়া সারিবদ্ধ পাকাবাড়ি। জমির দাম সেখানে বরাবরই বেশি। যতই দিন গেছে বাগুইপাড়ার ভিতরের অঞ্চলের ফাঁকা জমির সংখ্যা দ্রুত কমেছে। এই বাসরাস্তারই সমান্তরাল, ভিতরে রথতলার ইঁট বিছান কাঁচা রাস্তা, যেখান দিয়ে সাইকেল রিক্সা ছাড়া আর কোন যান চলত না, সেখানে একদিন অপরিচিত মুখের যাতায়াত শুরু হল। জমির খরিদ্দার আর দালাল।

সেই সময় এক রবিবার সকালে ইউনিকে হাজির হয়েছিল দুটি লোক। মাঝবয়সী, ধুতি পাঞ্জাবী পরা, চেহারায় মধ্যবিত্ত। গরমের দিন, ওরা দরদর ঘামছিলেন।

সারদামাতা টিম্বারের বোর্ডটি খুলে রাখা ছাড়া দোকানের সামনের দিকে কোন রূপান্তর তখনো ঘটেনি। টেবলে খবরের কাগজ পেতে পুলিন মাথানিচু করে পড়ছিল।

'এখানে অবিনাশ মুখুজ্জের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

পুলিন তখন চার পাঁচজন গেরস্ত ছাড়া এলাকার লোকেদের নাম জানে না, যদিও অনেকের মুখচেনে। বিব্রত মুখে সে কাগজটা ভাঁজ করতে করতে স্বগোতক্তির মত 'অবিনাশ···অবিনাশ' বলতে থাকে।

'রথতলায় নাম বললেই নাকি বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

'আমি এখানে নতুন। আচ্ছা আপনারা একটু বসুন আমি দেখছি।'

ভিতরে এসে বেঞ্চে দুজনে বসলেন। পুলিন পাশের মিষ্টির দোকানের কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করতে গেল।

'অবিনাশ তো দুজন আছে এখানে। ভেতর দিকে থাকে একটা রোগা মতন, ফর্সা অল্পবয়সী ছেলে যার বাবা ক'দিন আগে আপনার কাছে এসেছিল দেয়াল আলমারির কাঠ কিনতে। ওদের পদবী মুখুজ্জে। আর একজন, এই পূবদিকে গিয়ে টিউকল, তার পাশ দিয়ে, একতলা পুরনো বাড়ি, ওখানে আছে এক অবিনাশ। বুড়ো লোক। ওরাও মুখুজ্জে।'

পুলিন মজা পেল, দুই মুখুজ্জে অবিনাশের খোঁজ পেয়ে। মুদির দোকানের বসন্ত একই কথা বলল।

'মুশকিল হয়েছে।এখানে দুজন অবিনাশ মুখুজ্জে আছে। একজন অল্পবয়সী আর একজন বয়স্ক।'

লোকদুটি হতাশ হয়ে পুলিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আপনাদের দরকারটা, মানে, এদের মধ্যে কাকে মনে হয় আপনাদের দরকার?"

আমরা এসেছি জমি দেখতে। আমাদের অফিসের একজনের কাছে খবর পেলাম এদিকে বাড়ি করার জমি আছে। তা আজ সোজা চলেই এলাম। স্টেশনে একটা সিগারেটের দোকানে জিজ্ঞাসা করতে বলল, রথতলার দিকে জমি আছে বিক্রির জন্য, অবিনাশ মুখুজ্জে থাকে ওখানে তার কাছে খোঁজ করুন, নাম বললেই দেখিয়ে দেবে বাড়ি।'

'এদিকে জমিটমি বিক্রি হচ্ছে বলে তো শুনিনি!'

'কিন্তু আমরা তো শুনেছি এদিকটা খুব ডেভেলাপ করবে, নতুন দু-তিনটে কলোনী তৈরী হবে, রাস্তা বাঁধানো হবে, ইলেকট্রিকও এসে যাবে আর সেজন্য নাকি বহু লোক এদিকে জমি কিনছে। এইসব শুনেই তো আমরা এলাম।'

পুলিন অবাক হয়ে যায়। বাইরের লোক এত জানে অথচ সে জানেনা তার চারপাশে কি হতে চলেছে। সত্যিই যদি এই রকম উন্নতি ঘটে তাহলে রথতলার চেহারাই তো পাল্টে যাবে। উত্তেজনা বোধ করলেও, সে শান্ত থাকার চেষ্টা করল।

'আমি অবশ্য এখনো কিছু শুনিনি, তবে আপনারা পূব দিকে গিয়ে রাস্তার ধারে একটা টিউবওয়েল দেখতে পাবেন, সেখানে একজন অবিনাশ মুখুজ্জে

www.BanglaBook.org

থাকেন, একতলা পুরনো বাড়ি। আমার মনে হয় ওঁকেই হয়তো আপনারা খুঁজছেন।"

'দেখি একবার।'

লোক দুটি পূব দিকে এগিয়ে গেল। পুলিন তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তখন তার মনে হয়েছিল জীবনটা আবার ভাল করে আরম্ভের জন্য প্রস্তাব নিয়েই যেন লোক দুটি এসেছে।

লটারিতে বারো লক্ষ টাকা পাওয়ার মতই একটা শিহরণ সেদিন সে পেয়েছিল। তছনছ হয়ে যাওয়া, তার মন, শরীর এবং সামাজিক উপযোগিতাকে গুছিয়ে নেবার একটা সুযোগ সে দেখতে পায়। আবার তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, লোকজনের সামনে মাথা তুলে বেরোতে হবে আর সেজন্য পৃথিবীর সঙ্গে সব সংযোগ ছিঁড়ে এক বন্ধা হয়ে শুধু ইউনিককে নিয়েই সে থাকবে। লোহার মত কঠিন এই সঙ্কল্পটা সেদিন তার চেতনায় ঢুকে গিয়েছিল।

পুলিন তাই-ই থেকেছে প্রথম পাঁচটা বছর। দোকানের পিছনদিকে নিরঞ্জন পোদ্দারের করে রাখা ছোট টালির ঘরটায় একটা তক্তপোষ, কেরোসিন স্টোভ, হ্যারিকেন, রান্নার দুতিনটি বাসন আর সারদামণি টিম্বারের একটা কাঠের আলমারিতে কিছু খাতা, ব্যাঙ্কের পাসবই নিয়ে সে নতুন জীবন এবং প্রতিষ্ঠা পাবার কাজ শুরু করেছিল। তখন বয়স তার মাত্র পঁয়ত্রিশ এবং এই পঁয়ত্রিশটা অতিক্রান্ত বছরকে সে চেষ্টা করে করে খসিয়ে দিয়েছে তার জীবনের কাণ্ড থেকে। এই বছরগুলোকে আর তার দরকার নেই, সে ওগুলোর অন্তর্গত থাকতে চায় না। নতুন একটা অধ্যায় শুরু করার জন্য সে বদ্ধপরিকর হয়ে পরিশ্রম করেছে, এবং তার ধারণা, সে পেরেছে।

"কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ!"

পুলিন কথাটা বলেই হলুদ কাগজটা মুঠোর মধ্যে দলা পাকাতে পাকাতে দেখল রাস্তার ওপারে দর্জির দোকানে সে ঢুকল।

॥ দুই ॥

সোম থেকে শনি, দিনে দু'বার তার দোকানের সামনে দিয়ে ও যায়। সকাল আটটা-ছত্রিশের ট্রেন ধরতে। ফেরে ছ'টা দশ বা ছ'টা আটত্রিশের ট্রেনে, কদাচিত এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সপ্তাহে বারোবার পুলিন ওকে দেখতে পায়। কখনো কখনো ছুটির দিনেও দেখা যায়, তবে সেটা অনিশ্চিত।

আজ ব্যাঙ্কের হাফ ইয়ার্লি ক্লোজিং। গত পরশু রথ ছিল। পুলিন দোকানের

সামনে দাঁড়িয়ে তালপাতার ভেঁপু বাজিয়ে বাচ্চাদের রথ টানা দেখছিল। তখনই ও ফিরছিল। প্রতিদিন যেমন ভাবে হাঁটে, হালকা পায়ে মাথা তুলে সামনে তাকিয়ে।

একটা কমদামী একহাত উঁচু রথ, তাতে গাছের পাতা কিছু ফুল, মাটির একটা পুতুল সম্ভবত জগন্নাথের আর জ্বলন্ত মোমবাতি সহ গর্তে পড়ে উল্টে গেল। বাচ্চা দুটি রথটাকে সোজা করে তুলল। তোলা দেখে মনে হল আগেও কয়েকবার এমন ব্যাপার ঘটে গেছে।

ছুটে গিয়ে ও মুখটা নামিয়ে ঝুঁকে বাচ্চা দুজনকে কি বলল। তারপর উবু হয়ে বসে পাতাগুলো ঠিকঠাক করে সাজিয়ে দেবার সময় একটা গোলাপ ফুল বসিয়ে দিল রথের চূড়োয়। পুলিন প্রথমে লক্ষ্য করেনি গোলাপটিকে। আরো তিন চারটি দেখতে পেয়ে তার মনে হল ফুলগুলি টাটকা সম্ভবত বাড়ির গাছের। জগন্নাথকে যথাস্থানে বসিয়ে, নেভা মোমবাতিটা হাতে নিয়ে ও এধার ওধার তাকাচ্ছে।

পাঞ্জাবির পকেটে আপনা থেকেই চলে গেল পুলিনের হাত। দেশলাই বার করে সে দ্রুত এগিয়ে গেল।

'আমি জ্বালিয়ে দিচ্ছি।'

'দিন তাহলে।'

পুলিন এই প্রথম ওর কণ্ঠস্বর শুনল। তার কাছে মিষ্টিই মনে হল। তার থেকেও বেশি মনে হল বলার ভঙ্গিটা স্বচ্ছন্দ, আর কেমন একটা ছেলেমানুষী ধরন রয়েছে।

বাতিটার সলতে নীচু করে ধরে দাঁড়িয়ে পুলিন কাঠি জ্বালিয়ে সলতেয় ছোঁয়াবার আগেই বাতাসে নিভে গেল।

'এভাবে হবে না। আপনি কাঠিটা জ্বালিয়ে দু হাতের মধ্যে রাখুন আমি ধরিয়ে নিচ্ছি।'

পুলিন তাই করল। যখন ও তার দুই তালুর মধ্যে মোমবাতিটা ধরাচ্ছে তখন সে তিন চার সেকেণ্ড সময় পেয়েছিল মুখের দিকে তাকাবার। ছ-সাত গজ দূর থেকে দেখা চলমান নৈর্ব্যক্তিক মুখ আর মনোযোগে কাজে ব্যস্ত এই স্থির মুখের মধ্যে অনেক তফাৎ। একটা মানুষের ভিতরের চেহারাটা আয়নার মত বিম্বিত হয় যখন একাগ্র হয়ে কিছু করে।

দেশলাইয়ের আলোয় মুখের রঙ মোমের মতই দেখাল। টিকোল নাক, পুরু ঘন ভুরু, চোখ একটু ভিতরে ঢোকান এবং ভ্রমরের মত কালো মণি। পাতলা দুটি ঠোঁট টিপে ধরে থাকায় গালে টোল পড়েছে। কানের লতিতে দুটি মুক্তো, বোধহয় আসলই। তেল না দেওয়া চুলে সীসে রঙ, চিবুকের নীচে একটা নরম ভাঁজ।

সারা মুখে কৌতূহল মাখানো এমন একটা সারল্য যেটা শিশুদের মুখেই পাওয়া যায়। কিন্তু বিভ্রান্তি হয় ওই মুখটিকে বহনকারী দেহটির দিকে তাকালে। ছাপা শাড়িতে সতর্ক যত্নে, গোড়ালি থেকে ঘাড় পর্যন্ত মোড়া তবু প্রবল স্বাস্থ্য, তারুণ্যের প্রাচুর্য ছিটকে ওঠে প্রতি পদক্ষেপে। আত্মপ্রত্যয়ের একটা ঘূর্ণী সঙ্গে সঙ্গে চলে ওকে ঘিরে। পুলিন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন ব্যক্তিত্ব আর সবলতা যদি শিবানী পেত! দেহের প্রতিটি অংশের মধ্যে এমন সামঞ্জস্য! যেন মাপজোক করে গড়া।

বহুবার মনের গভীরে তার ইচ্ছা হয়েছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন সমন্বয়টাকে স্পর্শ করে বুঝে নিতে। অবাস্তব ইচ্ছা, তবু ভাবতে গিয়ে একটা অস্বস্তিকর মাদকতা সারা শরীরে ছড়াতে ছড়াতে মাথার ভিতরে স্থান করে নেয়।

এত কাছের থেকে পুলিন আগে কখনো ওকে দেখেনি। দূর থেকে দেখলে যে সরলতা আপনা থেকেই সমীহের মত একটা ব্যবধান গড়ে দেয়, কাছের থেকে ওকে কিন্তু তার খুব সাধারণই মনে হয়েছিল। মোমবাতিটা কাত করে কয়েকটা ফোঁটা মোম রথের কিনারের কাঠে ঝরিয়ে বাতিটা তাতে বসিয়ে দিল।

'কতক্ষণ যে থাকবে!...এবার আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে চলো।'

'আপনার বাড়ির রথ?' পুলিন অযথা প্রশ্ন করেছিল।

'হ্যাঁ।...দাঁড়াও বুলু দাঁড়াও। তোমরা রথটাকে সামলে ধর আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি।'

এগিয়ে গিয়ে রথের দড়িটা ধরে ও ধীর গতিতে টেনে নিয়ে চলল। বাচ্চা দুটো রথটাকে দু' পাশ থেকে ধরে আছে। রথের চূড়োয় গুঁজে রাখা গোলাপটার পাপড়িতে অদ্ভুত এক সজীবতা পুলিনের চোখে লাগল। এত উজ্জ্বল ফুল সে কখনো দেখেনি।

মোমবাতিটা বাতাসে আবার নিভে গেল। পুলিন শুনতে পেল ওর গলা, 'থাক্‌গে আর জ্বালাতে হবে না।'

দলাপাকান হলুদ কাগজটা পুলিনের হাতেই রয়ে গেছে। সে ওপারের শ্রীময়ী টেলার্সের দিকে তাকিয়ে রইল।

"দাদা সত্তরটা টাকা দিন, অজিত কলকাতা যাচ্ছে।"

পুলিন বিস্মিত চোখে দেবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। দেবুকে সে ম্যানেজার বলে পরিচয় দেয়। বাইরের কাজের তদারকি ছাড়া দোকানেও বসে পুলিন উপস্থিত না থাকলে। চতুর, অল্পবয়সী, খাটিয়ে ছেলে। বাগুইপাড়া

www.BanglaBook.org

স্টেশনের পশ্চিমে থাকে।

"কাল বললাম না আলমারি আর টেবিলের জন্য লক্ কিনে আনতে হবে, তাছাড়া আধ ইঞ্চি রডও..."

"কেন, রড তো এই সেদিন কিনে আনল। দ্যাখ তো পেছনের আলমারির মাথায় রয়েছে কিনা।"

"দেখেছি, হয় হাত দুয়েক মত একটা পড়ে আছে। চৌধুরীদের পাঁচটা পেলমেটে অন্তত আট মিটার লাগবে। সেই সঙ্গে চার ডজন পর্দার রিংও নিয়ে আসুক।"

শ্রীময়ী টেলর্সের দিকে একবার তাকিয়ে পুলিন দোকানের কোণে ঘেরা জায়গাটায় গেল। সারা ঘরটাই আসলে শো-রুম। ঘরজুড়ে তৈরি জিনিস সাজিয়ে রাখা। পালিস করা কাঠে, আয়নায় নানা রঙের সানমাইকায় চারটে নিয়ন টিউবের আলো যখন পড়ে দোকান ঝলমল করে। কোণের ঘেরা জায়গায় তার অফিস। দুদিকে পাকা দেয়াল, একদিকে ছ' ফুট উঁচু কাঠের পার্টিশান চতুর্থ দিকটা খোলা। একটা চার ফুট বাই দু ফুট স্টিলের টেবল তাতে তিনটি ড্রয়ার। পুলিন বসে ফোম রাবারে মোড়া স্টিলের চেয়ারে। সামনে দুটি হাতলওলা কাঠের চেয়ার। খাতা, বিল বা চালানের কাগজপত্র সবই থাকে ড্রয়ারে। টেবলটা তাই পরিষ্কার। দেয়ালে ইংরাজি ও বাংলা ক্যালেণ্ডার একটিতে বিবেকানন্দর ও অন্যটিতে ডালিয়া ফুলের ছবি। ব্রাকেটে ধুলো মাখা একজোড়া মণিপুরী পুতুল, তার উপরের ব্রাকেটে গণেশ।

চেয়ারে বসে চাবি দিয়ে ড্রয়ার খোলার সময় পুলিন পলকের জন্য সামনে তাকাল। আলমারির পাল্লায় লাগান আয়নায় এই সাত ফুট বাই দশ ফুট অফিস কামরার প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। ওই জায়গাটায় সব সময় সে আয়না দেওয়া আলমারি রাখে। বিক্রি হয়ে গেলেই আবার একটা রেখে দেয়। নিজেকে দেখতে তার ভাল লাগে।

দেবু টাকা নিয়ে চলে যাবার পরই সে ড্রয়ার থেকে চিরুণী বার করে চুল আঁচড়াল। চুল উঠে যাওয়ায় কপালটা চওড়া দেখাচ্ছে। সে জানে, ঘন চুলের আড়ালে একটা চড়া তার চাঁদিতে দেখা দিয়েছে। কানের উপরে কিছু চুল পেকেছে। কোমরের দুধারে আর আগের মত শক্ত ভাঁজ নেই। নাভি ঘিরে মসৃণ রবারের ব্রাডারের মত হালকা চর্বির বেড়া। বয়স তো হচ্ছে!

কিন্তু বয়সের কথা এখন ভাবতে গেলে শ্রীময়ী টেলর্সের কাউন্টারে কেউ তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। খামটা কোথায়? পুলিন পকেটে হাত দিয়ে দলাপাকান কাগজটাও পেল খামের সঙ্গে।

www.BanglaBook.org

সলিল বসাক পুরনো ব্লাউজটা কাউন্টারে বিছিয়ে বলল, "গলা, ঝুল, হাতা ঠিক এই রকমই থাকবে তো?"

"হ্যাঁ, শুধু ঝুলটা এক ইঞ্চি বাড়বে।"

সলিল ব্লাউজ পিসটা ফিতে দিয়ে মাপতে শুরু করল। সেই সময় পুলিন দোকানে ঢুকল।

"এই দ্যাখ একটা কি পেয়েছি।"

হলুদ কাগজটা সে এমনভাবে কাউন্টারে রাখল যেন ওর চোখে পড়ে। পুলিন লক্ষ্য করল, ওর দৃষ্টি কাগজটার ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল, কিন্তু কৌতূহলী হল না।

"কী এটা?"

"পড়েই দ্যাখ না।"

"আপনার নাম?"

"তুষারকণা মুখার্জি।"

"ঠিকানা?"

"কেয়ার অফ লেট অবিনাশ মুখার্জি, রথতলা।"

যে কৌতূহলটা এতদিন কুয়াশায় ঢাকা থেকে পুলিনের কাছে রহস্যময় লাগত, হঠাৎ প্রকাশিত সূর্য কিরণে সেটা উবে গেল। নাম আর বাড়িটা জানা হল। একটা প্রফুল্ল আমেজ তাকে ছুঁয়ে গিয়ে ঝরঝরে বোধ করাল।

রসিদটা হাতে নিয়ে তুষারকণা ভাঁজ করতে করতে বলল, "কবে পাব?"

"সামনের রোববার...হ্যাঁ খোলা থাকে, আমাদের সোমবার বন্ধ। শনিবারও পেতে পারেন, যদি তৈরী হয়ে যায়।"

"আপনারা বাচ্চাদের, মানে সাত-আট বছরের ছেলেদের জামা প্যাণ্ট করেন?"

"করি।"

তুষারকণা চলে গেল। পুলিনের উৎসাহ রইল না কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব নিয়ে আর কথা বলার।

"কী এটা পুলিন দা?"

"এমন জিনিস দেখেছিস কখনো?"

সলিল কয়েক লাইন পড়ে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "নতুন কিছু নয়, অনেক দেখেছি, তুমিই প্রথম দেখছ।"

পুলিন একটু হতাশ হল। সলিল তার থেকে কম করে বারো বছরের ছোট। অভিজ্ঞতায় ওর থেকে পিছিয়ে থাকলে নিজেকে খাটো মনে হয়।

"অবিনাশ মুখুজ্জেকে দেখেছিস ?"

"কে ?"

"এই যে বিলে লিখলি, কেয়ার অফ লেট অবিনাশ মুখুজ্জে।"

"না। দেখে কী লাভ, শায়া ব্লাউজ করাবে ?"

"সাত আট বছর আগে কলকাতা থেকে দুটো লোক আমার দোকানে এসেছিল অবিনাশ মুখুজ্জের খোঁজে। তখন এখানে বাগান, ডোবা, এই রাস্তাটা ছিল কাঁচা, বর্ষা হলে কাদায় আর হাঁটা যেত না। এই কমলাপুরী ছিল তখন ধানক্ষেত। এখন কল্পনা করতে পারবি না, দুটো কেউটে সাপ মেরেছি দোকানে।

"তা সেই লোক দুটো এসেছিল জমি কিনতে। অবিনাশ মুখুজ্জে নাকি জমি বেচবে। আমার তখন মনে হল, অঞ্চলটা যদি ডেভেলাপ করে তাহলে জমির চাহিদা হবে আর সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়বেই। কিছু জমি কিনে রাখলে মন্দ হয় না। কিন্তু তখন জমিতে ঢালার মত টাকাও হাতে নেই। তবু ভাবলুম গয়নাটয়না দিয়ে পাঁচ-দশ কাঠা জমি যদি আটকে রাখি তাহলে হাতে টাকা পেলে বাকিটা শোধ করে কিনে নেব আর টাকা যোগাড় না হলে রিসেল করে দেব।

"ফিরে যাবার সময় লোক দুটোকে জিজ্ঞেস করে জানলাম জমি পছন্দ হয়নি, আরো বড় প্লট চায়। ওদের আসার তিন চার দিন পর গেলুম অবিনাশ মুখুজ্জের কাছে। বুড়ো মানুষ। প্রচুর জায়গা জমি একসময় ছিল। বসে বসে খেয়ে আর মামলা মোকদ্দমা করে সবই গেছে, শুধু ওই ভিটে আর সঙ্গে পাঁচ কাঠা জমি তখন অবশিষ্ট। দুই মেয়ে দুই ছেলে। এক ছেলে কলকাতায় আর একজন দুর্গাপুরে, তাদের কোন ইন্টারেস্ট নেই এই ভাঙ্গাবাড়িতে। টাকা পয়সাও দেয় না, বাপমাকে দেখতেও আসে না। মেয়ে দুজনের বিয়ে তিরিশ বছর আগে হয়ে গেছে। বুড়োবুড়ি একা, খেতে পায় না বললেই চলে। টাকার খুবই দরকার।

"আমি বললুম, পাঁচ কাঠাই নেব। তখন এখানে পাঁচ হাজার করে কাঠা, আর ওই জমি কিনা আঠারো হাজারে বিক্রি করল মদন গোঁসাই, চার মাস আগে। তাও রাস্তার ওপর নয়, ভিতরে।"

"তুমি তখন নিলে না ?" সলিল অকৃত্রিম আফসোস জানাল।

"টাকা ছিল না। আমি অবশ্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম, মাসে মাসে পাঁচশো করে দিয়ে যাব তারপর যেমন যেমন পাব পঁচিশ হাজারের বাকিটা থোক দিয়ে দেব। ওদের তো খাওয়া পরা ছাড়া টাকার আর তো কোন দরকার নেই। কিন্তু বুড়ো রাজি হয়েও হচ্ছিল না। রোজ একবার করে গিয়ে বোঝাতাম। দেখি, ভাবি, ছেলেদের জিগ্যেস করি, এই সব বলত। ছেলেরা জানতে পেরে আর টাকার গন্ধ পেয়ে বাপের কাছে ছুটে এল। যা হয় আর কি ! মদন গোঁসাইও খোঁজ

www.BanglaBook.org

রাখছিল। পুরো টাকা নিয়ে হাজির হল। দুদিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি করে, দুই ভাই টাকা ভাগাভাগি করে সেই যে কেটে পড়ল, আর এমুখো হয়নি।"

"বাপ মার জন্য কিছু রাখল না ?"

"ভাঙ্গা বাড়িটা রেখে গেল।"

"তাতে কী হল ! বাড়ি দিয়ে তো আর রান্নাবান্না হয় না। সেজন্য পয়সা লাগে চাল ডাল কিনতে হয়।"

"অত খবর আর রাখি না।"

"ইনি তাহলে অবিনাশ মুখুজ্জের কে হন ? পদবী দেখে তো মনে হচ্ছে আত্মীয়ই।"

জানবার ইচ্ছাটা পুলিনেরও কম নয়। কিন্তু সলিলের কাছে তা প্রকাশ করতে কেমন বাধো বাধো ঠেকল। অবিনাশ মুখুজ্জের আত্মীয় কি না সেটা এক সময় বার করে ফেলা যাবে কিন্তু তুষারকণা সধবা, বিধবা না কুমারী সেটা আগে জেনে নেওয়া আরো জরুরী। সিঁথি সাদাই দেখেছে, হাতেও শাঁখা বা রুলি নেই। অবশ্য অনেক সধবাই এসব এখন পরে না। কিন্তু মুখুজ্জে বাড়ি যথেষ্ট সেকেলে, কয়েকবার ওই বাড়িতে গিয়ে এটা সে বুঝতে পেরেছে। বিয়ে হলে এই পরিবারের মেয়ে বা বৌ সিঁদুরটুকু পরবে না, তা কিছুতেই হতে পারে না।

"কি দরকার আমার এসব খবর জেনে, খাট আলমারি যদি কেনে তো মাথা ঘামাতে রাজি।"

"টাকা রোজগার ছাড়া পুলিনদা তোমার আর অন্য চিন্তা নেই। কে খাবে তোমার টাকা ?"

"শ্যাল কুকুরে খাবে।"

ইউনিকের সামনে ছোটখাট, শীর্ণ চেহারার এক প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে ভিতরে কেউ আছে কিনা খুঁজছেন। পুলিন তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে এল।

"এই যে।"

পুলিনকে দেখে লোকটি আশ্বস্ত হল। আধময়লা সাদা ফুল শার্ট, ধুতি। কালো ফ্রেমের চশমা, গাল দুটি বসে যাওয়ায় হনু উঁচু, গায়ের রঙ আবলুস। জুতোয় বহুদিন কালি পড়েনি। কাঁধ দুটি সরু। চোখ দুটি স্তিমিত।

লোকটি পিছনের পাড়ার কেননা পুলিন ঐকে দোকানের পাশের গলি থেকে বেরোতে এবং ঢুকতে দেখে প্রতিদিন। নাম জানে না, আলাপও নেই। এখানকার পুরনো বাসিন্দা। ধীর গতিতে হাঁটেন মাথাটা বাঁ দিকে হেলিয়ে। জটিল কোন অঙ্কের মধ্যে ডুবে যাবার মত একটা অবস্থা ওঁর মুখে তখন ফুটে থাকে। জামা আর কাপড়টা সোমবার পাটভাঙ্গা ধবধবে থাকে, এক একটা দিন

যায় আর পেন্সিলে টানা দাগের মত হয়ে যায় ভাঁজগুলো।

"আসুন দাদা, ভেতরে আসুন।"

তুষারকণা সপ্তাহে কটা শাড়ি পরে ? কাল পরেছিল তাঁতের, সাদা খোলে খয়েরি ডুরে প্রায় দেড় বিঘৎ সবুজ-মেরুণ পাড়।

মেরুণ রঙটা সবুজের সঙ্গে ভালই ম্যাচ করে যদি রঙ ফর্সা হয়। প্রায় এমনই একটা শাড়ি শিবানীরও ছিল। সেই রাতে ওটাই ছিল ওর পরনে, তবে পাড়টা এত চওড়া নয়।

"আমার বড় মেয়ের বিয়ে। খাট আর ড্রেসিং টেবিল,·····কেমন পড়বে ?"

"নানান কোয়ালিটির আছে, দামও সেই অনুযায়ী।"

"আমার তো কোন আন্দাজ নেই তাই দরটা জানার জন্য এলাম।"

হাতল ধরে কুঁকড়ে বসে আছেন চেয়ারে। দুটি কাতর চোখে ভয় ভয় ভাব, পুলিন যেন এমন একটা অঙ্ক না বলে যেটা ওর সাধ্যের বাইরে হবে। নাকটা কুঁচকে উঠেছে বোধহয় পালিসের গালা আর স্পিরিটের গন্ধে। অনেকেরই গন্ধটা সহ্য হয় না।

"আপনি আগে জিনিস দেখুন, দামের জন্য চিন্তা করছেন কেন।"

পুলিন মুখ ফিরিয়ে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা সানমাইকা লাগান নানান রঙের এবং নক্সার খাটের দিকে তাকাল।

"না না, দেখব তো বটেই, তবে দামের একটা আন্দাজ আগে পেলে ভাল হয়।"

"খাট তো বিয়েতে দেবেন, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির পাঁচজনে দেখবে, মোটামুটি চলনসই, বারোশ'র কমে ইংলিশ ডবলবেড হয় না। টিকবেও, সাত আট বছর হেসেখেলে ব্যবহারও করতে পারবে।"

"আর ড্রেসিং টেবিল ?"

"বেলজিয়ান গ্লাস বসান, একটা টুল সমেত, দুটো টানাওলা, তা···আটশ'র মতই ধরুন।"

"এটা কি বেশি দামেরটা ?"

লোকটির বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে পুলিনের মায়া হচ্ছে। হয়তো আরো দু-তিনটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া এখনো বাকি। রিটায়ারমেন্টের বয়সও তো হয়ে এল।

"বেশি দামেরটা দিয়ে দাদা কোন লাভ নেই। একটু হয়তো ডিজাইনের এ ধার ওধার, পালিসটা দুপোঁচ বেশি, কাঠ অবশ্য ভালই হবে কিন্তু গেরস্ত বাড়িতে অত ফ্যাশনেবল জিনিসের দরকারটা কি ? কাজ চলে অথচ টেঁকসই এমন

www.BanglaBook.org

জিনিসই দরকার, তাই কিনা ?"

যন্ত্রের মত লোকটি সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন। দোকানের ভিতরটায় আলতোভাবে চোখ বুলিয়ে অস্ফুটে বললেন, "দু হাজার মিনিমাম !"

"খাটের সঙ্গে গদিও তো দেবেন ?"

চোখে আবার অসহায় দৃষ্টি ফিরে এল। অন্তত দশটি বিয়েতে ইউনিক থেকে খাট বিছানা, আলমারি, ডাইনিং টেবল, চেয়ার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। পুলিন এই রকম দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত।

"দামের জন্য ভাববেন না, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি পাড়ার লোক, যত কমে হয় সে আমি দেখব। তাছাড়া একেবারে দিতে যদি অসুবিধা হয় ইনস্টলমেন্টে দেবেন।"

"ইনস্টলমেন্টে দেওয়া যাবে ?"

লোকটির কণ্ঠস্বরে কিছুটা জোর ফিরে এল। পুলিন সিগারেট প্যাকেট এগিয়ে দিল।

"না, খাই না।" জোড় হাতে প্রত্যাখ্যান জানালেন।

"তাহলে চা···গদা, এই গদাই।"

দোকানের পাশের দেয়ালে একটি দরজা। এটা দিয়ে বেরোলেই দোকানের ও জমির পাঁচিলের মধ্যে প্রায় ছ' ফুট চওড়া পথ, যেটা রাস্তা থেকে সোজা দোকানের পিছনে গেছে। দোকানে না ঢুকে এই খিড়কি পথই মিস্ত্রিরা ব্যবহার করে, মালপত্রও এই পথে আনা হয় কারখানায়। সেখানে পুলিনেরও ঘর। আগে সেটা টালির চালের ছিল। দু বছর আগে দোতলার ভিত্ করে দুটি ঘর, গ্রিল ঘেরা খাওয়ার দালান এবং রান্নাঘর করেছে। টিউবওয়েল ও পায়খানা এমনভাবে করা যাতে মিস্ত্রিরাও ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া বাকি জমিটায় অ্যাসবেসটস চালে ঢাকা কারখানা, সেখানে সারাদিন এবং প্রয়োজনে রাতেও কাজ হয়। কারখানার জন্য বেল ও পেয়ারা গাছটা কেটে ফেলতে হয়েছে।

পাশের দরজা দিয়ে গদাই এল। তেরো বছর বয়স, শিক্ষানবীস এবং ফাইফরমাস খাটে। রাত্রে দোকানেই থাকে। পুলিনের রান্না আর ঘরের কাজ করে দেয় গদাইয়ের মা গিরিবালা।

"কি করছিলি ?"

"টেবিলের পায়াগুলোয় শিরিষ ঘষছিলুম।"

"দুটো চা বলে আয়। বিস্কুটও দিতে বলবি।"

"এই অবেলায় আবার····"

"চায়ের আবার বেলা অবেলা কি। আপনাকে তো কয়েক বছর ধরেই দেখছি····আলাপ আমার কারুর সঙ্গেই করা হয়নি, করব কি, সময় কোথায়, সকাল থেকে রাত এই দোকান নিয়েই···আমার নাম পুলিন বিহারী পাল।"

"আমার নাম অরুণপ্রকাশ মজুমদার, বেলঘরিয়ায় একটা স্কুলে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার। এখানেই আমরা সত্তর বছর আছি।"

সত্তর বছর! তাহলে পুরনো বাসিন্দাদের তো অবশ্যই চেনেন, খোঁজ খবরও রাখেন। অবিনাশ মুখুজ্জের বাড়িতে কারা বাস করছে তাও হয়তো জানেন!

"আমি মাত্র সাত-আট বছর।"

"হ্যাঁ, এটা তো নিরঞ্জনের গোলা ছিল। কী ছিল আর আপনি কি করে তুলেছেন।"

"যা হয়েছে সবই আপনাদের আশীর্বাদেই। তখন বাড়িঘর কত কম ছিল, দোকান বলতেও তিন চারটে চালা। তবু স্থানীয় কোন লোকের সঙ্গে আমার এখনো ভাল করে পরিচয় হয়নি। এই দেখুন না, এইমাত্র ওই সামনের শ্রীময়ী টেলর্সের সলিলকে এক মহিলা ব্লাউজ করতে দিয়ে গেলেন, ঠিকানা দিলেন কেয়ার অফ লেট অবিনাশ মুখার্জি। আমি তো বলতেই পারলাম না এখানে অবিনাশ মুখার্জির বাড়িটা কোথায়।"

"মারা গেছেন। এই পূব দিকে কিছুটা গিয়েই ওর বাড়ি। একসময় যথেষ্ট জমিজমা ছিল। আমাদের বাড়িতে আসতেন বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে। ওদের বাগানে একটা কলমের ল্যাংড়া আমের গাছ ছিল, ছোটবেলায় গাছে চড়ে খেয়েছি।"

কাচের গ্লাসে চা আর প্লেটে দুটো নিমকি বিস্কুট দিয়ে গেল সুবোধের দোকান থেকে। রথতলার মোড়ের তিনদিকে পাকা দোতলা এবং একতলা বাড়ি উঠেছে শুধু একদিকের পুরনো টালির চালের কালাচাঁদের মিষ্টির, সুবোধের চায়ের আর দেবনাথের পান-সিগারেটের দোকান তাদের আগের চেহারা বজায় রেখেছে। জমির মালিক স্থানীয় এক গৃহস্থ, জমি বিক্রির জন্য লোভনীয় দর পেয়েও বিক্রি করতে পারেনি। দোকানীরা জায়গা ছাড়তে রাজী নয়, ওদের তোলার জন্য নানান চেষ্টা হয়েছে কিন্তু বৃথাই।

"এখন বোধহয় ওদের সঙ্গে আর আপনার যোগাযোগ নেই।"

"নাহ্।"

পুলিন ধরেই নিল এর কাছ থেকে কৌতূহল মেটাবার মত কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টারের বোধহয় মনঃপূত হল না নিজের ছোট্ট উত্তরটা। বললেন, "অবিনাশ কাকা মারা যাবার আগে বাড়িটা বিধবা বড় মেয়ে

www.BanglaBook.org

বাসুকে লিখে দিয়ে যান। এখন তারাই রয়েছে। সময় কোথায় যে যোগাযোগ রাখব। স্কুল তারপর কোচিং সেরে ফিরতে ফিরতে····তখন শরীরে আর কিছু থাকে না।"

"ওনার বড় মেয়েও মুখুজ্জে নাকি?"

"হ্যাঁ। বাসুর স্বামী রাইটার্সে কাজ করত, বিয়ের চার বছরের মধ্যেই ক্যান্সারে মারা যায়। একটি মেয়ে কোলে নিয়ে ও বিধবা হয়। শ্বশুর বাড়িতেই আলাদা থাকত। শুনেছি অবিনাশকাকা সাহায্য করতেন জমি জায়গা বিক্রি করে। ভাইয়েরা বোনেরা বোধহয় কিছু কিছু দিত। বাসু খুব স্ট্রাগল করেছে।"

অরুণপ্রকাশ হঠাৎ যেন তাঁর বাল্য কৈশোর এবং যৌবনকে জীবনের শেষ পর্যায়ের মধ্যে টেনে আনার একটা সুযোগ পেয়ে খুশিই হলেন। পিছনের দিকে তাকিয়ে বলার মত কথা এবং তা শোনার মত একজন মানুষ যে থাকতে পারে এটাই তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। রুটিনে বাঁধা নিরুত্তাপ দৈনন্দিনের মধ্যে একটা উষ্ণ আবহাওয়া যেন তৈরী হচ্ছে। খাট, ড্রেসিং টেবলের দাম জানতে এসেছেন কিন্তু এখন সেটা আর তত জরুরী ব্যাপার নয়।

পুলিনও এখন দোকানদারীর জন্য ব্যস্ত নয়। তুষারকণাদের সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়ার এই সুযোগটা অপ্রত্যাশিতই এসে গেছে। বিয়ের জন্য যা দেবার, এই লোকটিকে তা কিনতেই হবে এবং ইউনিক থেকেই যে কিনবেন সে বিষয়ে পুলিনের কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আরো কয়েকটা দোকান ঘুরবেন কিন্তু এত কমে, ইনস্টলমেণ্টে কে দেবে?

"তাহলে মা আর মেয়েই রয়েছেন।"

"তাইতো থাকার কথা, অবশ্য মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে কিনা বলতে পারব না।"

"একটি বাচ্চা ছেলেকে যেন দেখলাম রথের দিন। ওই মহিলা রথ টানছিলেন ছেলেটির সঙ্গে, আজও শ্রীময়ীতে খোঁজ করলেন ছেলেদের জামা প্যাণ্ট তৈরী করে কিনা। তাইতে মনে হল হয়তো ওরই ছেলে।"

"হবে। বাসুর মেয়ের বয়স তো তিরিশের ওপরই হওয়ার কথা, ওরই তো পঞ্চান্ন মতন হল।"

"আপনার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন কোথায়?"

"নৈহাটিতে, ছেলেটি অনার্স গ্র্যাজুয়েট, প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছে। বিয়ে দেওয়া যে কি কঠিন কাজ। মেয়ের পায়ে একটা ডিফেক্ট আছে, ছোটবেলায় পড়ে গিয়ে পা ভাঙ্গে। ভাল চিকিৎসা হয়নি তার ফলে ডান পাটা একটু ছোট হয়ে গেছে। সম্বন্ধ অনেক করেছি কিন্তু যা খাঁই পিছিয়ে যেতে হয়। আমার বড়

ছেলেটা পড়াশুনোয় ভাল, পরীক্ষা দিয়ে জলপাইগুড়িতে চান্স পেয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। মেয়ের বিয়ের জন্য রাখা টাকাটা তখন ওখানেই দিয়েছি।"

পুলিনের মনে পড়ল, একটি রঙ কালো, সাদামাটা খোঁড়া মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখত গলি থেকে বেরোতে। বছর চারেক আর চোখে পড়েনি।

"ভালই করেছেন। মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজেপেতে একটা না হলে আর একটা ঠিকই পাওয়া যাবে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ দ্বিতীয়বার তো আর পাবে না।"

"স্ত্রীকে আমি ঠিক এই কথাটাই বলেছিলাম। আর ভগবানের কৃপায় পেয়েও গেলাম। দাবীদাওয়াও খুব বেশি নয়। খাট ড্রেসিং টেবল আমরাই দিচ্ছি ওরা চায়নি। তিন ভরি গয়না, টিভি সেট আর যে ঘরটায় থাকবে তার ছাদটা ঢালাই বাকি সেটার খরচ, শুধু এইটুকু ওরা চেয়েছে। মেয়ের যখন খুঁত রয়েছে তখন এটুকু তো করতেই হবে, নয় কি ?"

"নিশ্চয়। আমি তো বলব কমের ওপর দিয়েই হচ্ছে।"

"খাওয়া-টাওয়া ধরে হাজার তিরিশ পঁয়ত্রিশের মত পড়বে। সবাই বলছে আমার লাক ভাল।"

পুলিন উদ্ভাসিত মুখটির দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য করুণা বোধ করল। প্রৌঢ়ত্ব আর কয়েক বছর পর শেষ হবে। এতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সুন্দর উপভোগ্য নানাবিধ জিনিস থেকে নিজের জীবনকে বঞ্চিত করে অবিশ্রান্ত খেটেছেন শুধু কি এই একটি কথা শোনার ইচ্ছা নিয়ে, 'আমার লাক ভাল ?'

"আপনার আর মেয়ে আছে নাকি ?"

"নাহ্, বেঁচে গেছি। আর মাত্র দুটি ছেলে, দুজনেই স্কুলে পড়ে। ওদের মানুষ করতে পারলেই আমার কাজ শেষ।"

অরুণপ্রকাশ উঠে দাঁড়ালেন। চোখে আবার উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। "তাহলে বলছেন ইনস্টলমেণ্টে....আরো কিছু কমসম করে দেবেন ?"

পুলিন অনেকক্ষণ একা চেয়ারে বসে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের আলমারির আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। 'আমার কাজ শেষ', এভাবে যদি সেও বলতে পারত !

অথচ সে নতুন করে শুরু করতে চাইছে। কী তার চাওয়া ? অনেক টাকা ?...একটা সাংসারিক জীবন ? তুষারকণার প্রতি তার আকর্ষণের কারণ কী ? যে কোন মেয়ের প্রতি যেকোন পুরুষেরই কামনা জেগে উঠতে পারে, তাতে হয়টা কী ? সে কি তুষারকণাকে নিয়ে সংসারপাতার কথা ভাবছে ?

সে কি ! পুলিন অবাক হয়ে গেল নিজের বাসনার বহর দেখে। একজন

www.BanglaBook.org

ভদ্রমহিলা, যাঁর সম্পর্কে সে কিছুই জানে না, কখনো পরিচয়ও হয়নি, তার দোকানের সামনে দিয়ে শুধু দুবেলা যাতায়াত করেন, সুরূপাই বলা যায় এবং দেহটি মজবুত, আর তাঁকে নিয়ে সে কিনা আকাশকুসুম ফোটাতে শুরু করেছে ! এসব তো গোঁফ ওঠার বয়সেই মানায়। এখন তার চেতাল্লিশ, একটা বিয়ের অভিজ্ঞতাও হয়ে গেছে।

মনে মনে লজ্জা পেল পুলিন। আয়নায় নিজেকে হাসতে দেখে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল।

দুটো দিন সে তুষারকণার যাওয়া আসার সময়ে দোকানের সামনে গেল না। এজন্য বিশেষ কোন কষ্ট বা যন্ত্রণাবোধ করল না, বোধহয় সচেতন থাকার জন্য। তৃতীয় দিন সে ত্রিদিবনগরে গেল। নতুন দোতলা বাড়ি উঠছে, মালিক এবং তার স্ত্রী এসেছেন দোতলার মেঝে ঢালাইয়ের কাজ দেখতে। এক তলার দরজা, জানলা তৈরী করার বরাদ্দ ইউনিক পেয়েছে। আলাপটা জমিয়ে নেওয়া দরকার দোতলার জন্য অর্ডারটা ধরতে। এসব কাজ দেবুকে দিয়ে করান চলে না।'

কর্তা ডেপুটি সেক্রেটারি ছিলেন শিক্ষা বিভাগে, রিটায়ার করেছেন। নরম প্রকৃতির মানুষ, একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন দিল্লিতে। বাড়িটা মেয়েই পাবে। গিন্নিকে পুলিন এই প্রথম দেখল। তিনি যে জর্দাখোর এটা সে জানত না, জানা থাকলে বড়বাজার থেকে একভরি কাশীর জর্দা আনিয়ে অবশ্যই নিয়ে যেত। অবশ্য মিনিট পাঁচেক কথা বলেই সে বুঝে যায় ভদ্রমহিলাকে খুশি করার সহজ পদ্ধতি, মেয়ে জামাইয়ের প্রসঙ্গ তুলিয়ে দিয়ে চুপচাপ থাকা। উনি একাই কথা বলে যাবেন।

"না বাবা আমি প্লেনে চাপতে রাজী নই। ছোটবেলায় একবার নাগরদোলায় চেপে যা অবস্থা হয়েছিল, তারপর আর কখনো মাটি থেকে দু' হাত ওপরেও উঠিনি।"

"সে কি বলছেন মাসিমা, বিয়ের সময় পিঁড়িতে বসিয়ে আপনাকে কি ঘোরায় নি ?"

"ওই একবারই যা বাপু শূন্যে উঠেছি। খুকু বলে তোমার জামাই তো বছরে দুবার আমেরিকা যায়, টানা আট-দশ ঘণ্টা প্লেনে কাটায়, কই কিছু তো হয় না আর কলকাতা থেকে দিল্লি মাত্র দু ঘণ্টার পথ, তুমি এইটুকু আসতে পারবে না ? আমি বলেছি রিক্সায় চেপে দিল্লি যাব তবু প্লেনে নয়।"

"আপনার মেয়েকে এই বাড়ি দেখিয়েছেন ?"

"বাড়িটা পুরো তৈরী হোক আগে। পাঁচিল ঘেরাও না হলে বাগান তো করা যাবে না। খুকুর প্রচণ্ড সখ গোলাপের, দিল্লিতে যে বাংলোটা পেয়েছে তাতে

নাকি অনেকটা জমি, এগারো রকমের গোলাপ লাগিয়েছে। লিখেছে এই নতুন বাড়িতে ও নিজের হাতে গোলাপ লাগাবে, অন্তত তিন কাঠা জমি ওর চাই-ই।"

"তিন কাঠার বেশিই থাকবে।"

"থাকত না। উনি যা প্ল্যান করেছিলেন তাতে থাকত না। একতলায় দুটো বাথরুম, দুটো পায়খানা, দুটো রান্নাঘর, সব দুটো দুটো। আমি বললুম সেকি, ফ্ল্যাট বাড়ি বানাচ্ছ নাকি? খুকু কি এখানে ফ্ল্যাটে থাকবে? উনি বললেন, যদি কখনো দরকার হয় ভাড়া দেবার, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবেই প্ল্যান করেছি। একদিকে ভাড়াটে থাকবে আর একদিকে নিজেরা। শোনা কথা, জামাইয়ের তিন লাখ টাকার ইন্সিওরেন্স, খুকু নমিনি! বললুম, নিরাপত্তাটত্তা ভাবতে হবে না, মোটকথা বাড়িতে ভাড়াটে বসান চলবে না।"

কথাবার্তা যখন চলছিল কর্তা তখন ঠিকাদারের সঙ্গে ঢালাইয়ের কাজ দেখতে ছাদে উঠেছেন। পুলিন মনে মনে উশখুশ করছিল। খুকুর কথা বন্ধ করিয়ে দিলে খুকুর মা ক্ষুণ্ণ হবেন, সেটা বিরুদ্ধে যাবে দোতলার জন্য অর্ডার বিবেচনার সময়। অথচ এই সময় কেন জানি তার ইচ্ছা করছে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

দুটো দিন সে নিজেকে বশে রাখতে পেরেছে, কোনরকম মানসিক উপদ্রব ঘটেনি। সে আজও ভেবেছিল ব্যাপারটা মন থেকে সরে গেছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে তুষারকণা সরেনি। ওকে মনে পড়ার পিছনে কোন কারণ তো থাকবে। কোনো এক খুকুর গোলাপের সখই কি তাকে উস্কে তুলল? রথের চূড়োয় যে গোলাপটা বসিয়ে দিয়েছিল মনে হয়েছিল সেটা এবং অন্যগুলো বাজার থেকে কেনা নয়। তুষারকণার কি গোলাপ বাগান আছে? অবিনাশ মুখুজ্জের বাড়ির পাঁচিল উঁচু, রাস্তা দিয়ে চলার সময় ভিতরের কিছুই দেখা যায় না।

"গোলাপের বাগিচা হলে শুধু এই বাড়িরই নয় গোটা পাড়ারই চেহারা অন্য রকম হয়ে যাবে। মাসিমা, আমি কিন্তু আগেই বলে রাখছি, কয়েকটা চারা নেব। গোলাপ আমার সবথেকে প্রিয় ফুল।"

পুলিনের স্বরে কিছুটা আবেগ এসে পড়ল শেষের কথাটি বলার সময়। সে নিজেও এটা বুঝতে পারল।

"আসলে শুকনো কাঠের সঙ্গে বাস করতে করতে মাঝে মাঝে মনে হয় ভেতরটাও কাঠ হয়ে গেছে। ভুলেই গেছি ফুলের রঙ, ফুলের গন্ধ কেমন! এবার একটা বাগান করব।"

"খুকুকে বলবখন।"

মন্মথ কর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। পুলিনকে দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

www.BanglaBook.org

"পুলিনবাবু, একটা কথা ছিল।"

"আসছি···তাহলে মাসিমা বলা রইল, দিদিকে জানিয়ে দেবেন কয়েকটা চারা নেব। পরে আবার দেখা করব।"

ওঁর মুখে প্রসন্নতা লক্ষ্য করে পুলিন যতটা সুখ বোধ করল তার থেকেও বেশি আরাম পেল ফুলবাগান করার ইচ্ছাটা তার মনে এসে যাওয়ায়। হঠাৎ বলে ফেললেও কথাটা তো ঠিকই। তার ভিতরটা শুকিয়েই গেছে। কোমল সুকুমার কোনো জলধারা বইয়ে আনার জন্য খাদ কাটার কথা সে বহু বছর ভাবেনি। এবার চেষ্টা করতে হবে। আবেগেভরা না হলে জীবনকে ভোগ করা যায় না।

"ব্যবসায়ী সমিতি গড়ার যে কথাটা বলেছিলুম, সেটা নিয়েই একটা কথা বলার ছিল।"

"সময় করে উঠতে পারিনি।"

পুলিন লজ্জিতবোধ করল। রথতলায় এখন ছোট বড় মিলিয়ে তেরোটি দোকান। গত বছর তারা চাঁদা তুলে কালীপুজো করেছে। তখনই হালকা চালে মন্মথ কর কথাটা একবার বলেছিল, 'আমাদের একটা সমিতি থাকা দরকার। সব ব্যবসার জায়গাতেই আছে, আমাদেরও হওয়া উচিত। বাগুইপাড়া স্টেশনের পূব আর পশ্চিমে দুটো আছে। রথতলা এখন বিজনেস সেন্টার হচ্ছে···এখন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার।'

কথাটা শুনে সব দোকানদার, ব্যবসাদার তখন সায় দিয়েছিল। তারপর মাঝে মাঝে বিষয়টা ওঠে যখন কোন উপলক্ষ্য আসে। যেমন মাস চারেক আগে পূর্ব বাগুইপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি থেকে একজন এসে জানাল, কাল দোকান বন্ধ রাখতে হবে কারণ, তাদের প্রেসিডেন্ট টিভি ডীলার সর্বেশ্বর ভটচাযের দোকানে সমাজবিরোধীরা হামলা করে দুটো টিভি সেট ভেঙ্গেছে, সর্বেশ্বরবাবুর কাঁধে পিঠে ছুরি মেরেছে। এরই প্রতিবাদে বন্ধ ডাকা হয়েছে।

বন্ধ রাখবে কি রাখবে না তাই নিয়ে রথতলায় দ্বিধা দেখা দেয়। পূর্ব বাগুইপাড়ায় জমজমাট বাজার, কলকাতার সব জিনিসেরই দোকান সেখানে আছে। রথতলা ওখান থেকে একটু দূরে। ওদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কোন দরকার আছে কি নেই তাই নিয়ে তর্ক হয়েছিল।

'আমরা কোনভাবেই ওদের উপর নির্ভর করি না। তাছাড়া ওখানে যা ঘটেছে তার পিছনে পলিটিক্যাল কারণও আছে। লোকসভা ইলেকশনের সময় সর্বেশ্বর ভটচাজ এমন অনেক কাজ করেছিল এই ব্যবসায়ী সমিতি ভাঙ্গিয়ে, যে জন্য তার বিরুদ্ধে অনেক অ্যালিগেশন ওঠে।' রত্না স্টুডিওর সুকুমার দোকান বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল। মিষ্টির দোকান কালাচাঁদ আর মুদি বসন্ত বলেছিল, 'খুলে

রেখে দেখিই না, যদি ওরা এসে জোর জবরদস্তি করে তখন নয় বন্ধ করে দোব।'

মন্মথ করের কাপড়ের দোকান। তাঁতের এবং মিলের ছাপা শাড়ি ছাড়াও প্যান্টের ও ব্লাউজের কাটপীস বিক্রি হয়। কাউন্টার, শো-কেস, সিলিং ইত্যাদিতে দোকান সাজাতে যে কাঠের কাজ তা পুলিনই করেছে। বারো হাজার টাকা সে নিয়েছে মন্মথ বস্ত্রালয় থেকে।

রাতে মন্মথ এসে তার সঙ্গে কথা বলে।

"পুলিনবাবু এখানে নানান ধরনের লোক নানান মত। কিন্তু আপনি, আমি, বা সিদ্ধেশ্বরী বিল্ডিং কনসার্ন কি রথতলা ভ্যারাইটি স্টোর্স, যাদের তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকার উপর মালপত্তর, ব্যবসা, তাদের তো অন্যভাবে চিন্তা করা দরকার। কালই যদি আমার দোকানে বোমা মেরে ক্যাশ লুঠ করে, আপনার দোকানে আগুন ধরায়, কী করতে পারি ? লক্ষ্য করেছেন কি স্টেশনে যাবার পথে যে পাঠশালাটা, সন্ধ্যের পর সেখানে চোলাই মদের ঠেক বসে ?'

পুলিন তখুনি রাজী হয়েছিল সমিতি গড়ার ব্যাপারে, মন্মথকে বলেছিল, অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে তাকে জানাবে।

"আমি, বিশ্বাসবাবু আর অমিতাভ এটা নিয়ে কিছুটা এগিয়েছি। সমিতি রেজিস্ট্রি করার আগে তো কমিটি ঠিক করতে হবে।"

তা হলে ওরাই দায়িত্বটা নিয়েছে ! পুলিন হাঁফ ছাড়ল। এই সব কাজে জড়িয়ে পড়তে তার ভাল লাগে না। লোকজনের সামনে নিজেকে বার করার সম্ভাবনা দেখা দিলেই সে এড়িয়ে গেছে। গত দশ বছর ধরে এই অভ্যাসটা তৈরি করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে।

" আপনি এখানকার পুরনো আর সব থেকে পরিচিত...."

"পুরনো ঠিকই কিন্তু পরিচিত বোধ হয় নয়। ইউনিকের পরিচয় আছে, আমাকে কেউ বিশেষ চেনে না, খদ্দেররা ছাড়া।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা কথা বলছে। পুলিন মুখ ফিরিয়ে একটা বাড়ির দিকে তাকাল। ত্রিদিবনগরে ঢুকতে এটাই প্রথম বাড়ি। এর যাবতীয় কাঠের কাজ ইউনিক করেছে। জানলা দরজায় আর রঙ পড়েনি, সিঁড়ির ছাদ এখনো পাকা হয়নি। টাকা শোধ করতে সাত মাস সময় নিয়েছিল, তাও শ' চারেক টাকা শেষ পর্যন্ত আর সে পায়নি। এখন আর নতুন করে চাওয়া যায় না।

"কি বললেন ?"

পুলিন অবাক হয়ে মন্মথর মুখের দিকে তাকাল। সে চারশো টাকা শোধ না করা লোকটির কথা ভাবছিল। ইউনিকের সামনে দিয়ে যাবার সময় কেমন

www.BanglaBook.org

সঙ্কুচিত হয়ে যায় চলনটা, এখনো।

"আপনিই প্রেসিডেন্ট। আমরা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"না। এটা করবেন না। আমার আপত্তি আছে।"

"এতে আর আপত্তির কী থাকতে পারে।"

হঠাৎই পুলিন উত্তেজিত হয়ে গলা চড়িয়ে বলল, "পারে পারে আপত্তি থাকতে পারে। অন্য কাউকে করুন, আমাকে ছেড়ে দিন।"

অপ্রত্যাশিত আচরণ পেয়ে মন্মথ হতভম্ব। ওর মুখভাব লক্ষ্য করে পুলিন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আপনি বুঝবেন না, নেহাতই খুব ব্যক্তিগত কারণ।"

॥ তিন ॥

মন্মথ আহত বোধ করেছে। এই নিয়ে আর একটি কথাও বলেনি বাকি পথটায়। দোকানে এসে পুলিন দেখল শম্ভু বসে রয়েছে। মেঝেয় বসাবার টালি আর লোহার গ্রিল, ফটক তৈরি করে এমন তিন-চারটি ব্যবসা সংস্থার দালাল। অল্পবয়স থেকে সে এই কাজে রয়েছে। পুলিনের সঙ্গে পাঁচ বছরের পরিচয়। মার্জিত পরিশ্রমী এবং দায়িত্ববান। এমনও হয়েছে শম্ভু তিন-চার দিন টানা থেকে গেছে ইউনিকে। এই শীর্ণকায় যুবকটিকে পুলিন পছন্দ করে, ভালবাসে। সাহায্য করেছে অর্ডার পাইয়ে দিয়ে।

"অনেকদিন আসিস না, খবর ভাল ?"

"একরকম।"

"কমলাপুরীর সেটা করে দিয়েছিস ?"

"কেন, আমি তো পরের দিনই টালি বদলে নতুন বসিয়ে দিয়েছি ! আপনাকে কিছু তারপর বলেছে নাকি ?"

"না বলেনি। বদলে যে দিয়েছিস সেটা তো আমাকে জানিয়ে যাবি। আমার তো জেনে রাখা দরকার, কমপ্লেন আমার কাছেই করেছিল না ? এরপর দেখা হলে ভদ্রলোককে বলতে পারব, 'বলেছিলাম অনেস্ট কনসার্ন, দেখলেন তো ?' বল্, চলছে কেমন, মা ভাল আছেন ?"

শম্ভু মাথা কাত করল। কী যেন ভাবছে এবং সেটা প্রকাশের জন্য নিজেকে তৈরি করছে। পুলিন অপেক্ষা করতে লাগল।

বৃষ্টি হবে হবে করেও হচ্ছে না। আকাশে ঘন মেঘ জমে রয়েছে। গতবছর এই সময় চারদিন টানা বৃষ্টি হয়েছিল। রথতলার মোড়ে কতকগুলো গর্ত সেই

সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কয়েকজন পথচারীর পা মচকেছে। রিক্সা নিয়ে যেতে হত হাত দিয়ে টেনে। গাড়ির চাকা গর্তে পড়লেই কাদা জল ছিটকে দোকানের ভিতরেও এসেছে। মিউনিসিপ্যালিটিকে চিঠি দিয়েছিল ত্রিদিবনগর আর কমলাপুরীর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ওখানে কিছু মাঝারি পর্যায়ের সরকারী অফিসার ও ব্যবসায়ী থাকেন। তাঁদেরই ব্যক্তিগত চেষ্টায় অবশেষে রথতলার মোড়ে কিছু ইঁট আর খোয়া পড়েছিল।

কিন্তু সেই গর্ত আবার বেরিয়ে পড়েছে। মিনিট পনেরো টানা বৃষ্টি যদি হয় তাহলে দু-তিন বর্গ মিটারের কয়েকটা দ্বীপ তৈরী হয়ে যাবে।

"ওদের ভরসায় না থেকে নিজেদেরই ব্যবস্থা করা উচিত।"

"কিসের কথা বলছেন ?" শম্ভু অবাক হয়ে গেল অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে।

"মিউনিসিপ্যালিটির যা ব্যাপার। রাস্তাটার অবস্থা দেখেছিস ? বৃষ্টিতে কী দাঁড়াবে ভাব তো ? মানুষ তো হাঁটতেই পারবে না। কত লোক স্টেশন যাতায়াত করে, বিশেষ করে মেয়েদের অবস্থাটা কী হবে ? আফিস যাচ্ছে সেই সময় যদি চটি থেকে কাদা ছিটকে কাপড়ে লেগে কি লরীর চাকা গর্তে পড়ে নোংরা জলে চান করিয়ে দেয় !"

"পুলিনদা আমি একটা মুশকিলে পড়ে এসেছি।"

করুণ মুখে শম্ভু কথাটা বলেই মুখ নামিয়ে নিল। পুলিনের বুকের মধ্যে একটা মোচড় লাগল। অশুভ কোন খবর নিশ্চয়। মা তো, বলল ভাল আছে, তা হলে আর কী হতে পারে ?

"বোন তো উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছিল, পাস করেছে ?"

"ও প্রেগনাণ্ট !"

"য়্যাঁ ?"

দুজনেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে। এই বিমূঢ়তা পুলিনের পক্ষে স্বাভাবিক। শম্ভুরও নিশ্চয় প্রথমে এই অবস্থা হয়েছিল।

একসময় এমন একটা খবর শিবানীর কাছ থেকে শুনতে হতে পারে, এই চিন্তায় সে কাঁটা হয়ে থাকত। কবে তারা পরস্পরকে স্পর্শ-করা বন্ধ করেছিল ? তার আগে পর্যন্ত প্রতি মাসে কয়েকটা দিন উৎকণ্ঠা নিয়েই সে থাকত। এ ব্যাপারে তার থেকে শিবানীই বোধ হয় বেশি দুর্ভাবনায় ভুগত। ও কোন সন্তান চায়নি।

"লোকটা কে ?"

"ছেলেটা পাড়ারই।"

"বিয়ে করতে বল।"

www.BanglaBook.org

"ওর বাড়ির কেউ রাজি নয়। ভীষণ আপত্তি।"

"কেন ?"

"ওরা বামন। বৈশ্যর মেয়ে ঘরে নেবে না, গরীবের মেয়ে ঘরে নেবে না, বাঙাল মেয়ে ঘরে নেবে না।"

"কার সঙ্গে কথা বলেছিস ?"

"বাবার সঙ্গে।"

"করে কী ?"

"পাটের দালাল। দুটো বাড়ি করেছে, বড় ছেলেকে ওষুধের দোকান করে দিয়েছে, মেজ ছেলে আর বড় জামাই জয়েন্টলি জ্যাম-জেলি এই সবের হোলসেল ডীলার, মেজ জামাই প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে, সেজ ছেলে বর্ধমানে জমি জায়গা দেখে চালের আড়ত আছে।"

"এতো ঘুঘু লোক। তা এমন বাড়ির ছেলের সঙ্গে তোর বোনের আলাপসালাপ হল কী করে ? বোন দেখতে শুনতে নিশ্চয় ভাল ?"

"হ্যাঁ ভাল, সুন্দরীই বলা যায়। কী করে আলাপ হল তা আর জানব কি করে, এখন তা জেনে লাভই বা কি ! আমি আর কতক্ষণ বাড়ি থাকি। দাদার স্কুটার আছে তাইতে চেপে বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করত। যাত্রা হল বাড়ির কাছেই মাঠে, পরপর তিনদিন। মা আর বোনের জন্য দুটো সিজন টিকিট নিজের পয়সায় ছেলেটা কিনে দিয়েছিল।"

"তখনো কিছু বুঝতে পারিসনি ?"

"না। মা লুকিয়ে গেছল আমার কাছে। বলেছিল নন্দ ভটচাজ পাস দিয়েছে। লোকটা পাশের বাড়িতেই থাকে, যাত্রার মেইন অর্গানাইজার, এইসব করেই চালায়, মা প্রথম দুদিন গেছল, বোন তিনদিনই যায়।"

"তৃতীয় দিনে একা গেছল ?"

শম্ভু স্থিরদৃষ্টিতে পুলিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিল ইঙ্গিতটা সে বুঝেছে।

"এখন কী করা যায় ?"

"ছেলেটা কী বলছে ?"

"ভয় পেয়ে গেছে। তেইশ-চব্বিশ বয়স, মাধ্যমিক ফেল। মায়ের আদরের ছেলে। এই সব পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলেরা যেমন হয়। ভাত-কাপড়ের চিন্তা নেই হাতে টাকা পায়, আড্ডা মেরে দিন কাটায়। ফিল্ম স্টারদের নকল করে সাজগোজ, ওর পক্ষে বাড়ির বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়।"

"তা বললে তো চলবে না। বিয়ে ওকে করতেই হবে।"

"ও রাজি। বলছে বিয়ের পর অনু বাপেরবাড়িতেই থাকুক, ইতিমধ্যে ও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, বৌকে নিয়ে আলাদা ঘর ভাড়া করে থাকবে। মনে হল ছেলেটা সিনসিয়ারলিই বলেছে।"

"খুব সোজা যেন নিজের পায়ে দাঁড়ানো। ওসব গাঁজাখুরি সিনেমাতেই হয়। টাকা নেই, মাধ্যমিক ফেল, হাতের কাজকর্মও বোধ হয় জানে না, পরিশ্রমও কখনো করেনি—এ ছেলে দাঁড়াবে যে, কিসের ওপর ভর করে ? তোর বোন কী দেখে পছন্দ করল ?"

"সেটা আমিও বুঝি, দাঁড়ানোটা অত সোজা নয়। তবে বিয়েতে যখন রাজি, আমার মনে হয় ওটা করিয়ে নেওয়াই ভাল। আপনি কী বলেন ?"

"আমি আর কী বলব।ছেলেটাকে বা তোর বোনকে চোখেই দেখিনি। বিয়ের পর ব্যাপারটা কি যে দাঁড়াবে সেটা আঁচ করে নেবারও উপায় আমার নেই।"

"পেটে বাচ্চা এসে গেছে, নইলে তো এত জট পাকানো কিছু হতই না। প্রথমে ভেবেছিলাম অ্যাবোর্সন করিয়ে দিই। কাগজে কত বিজ্ঞাপন, ট্রেনে সাঁটা কত হ্যাণ্ডবিলই তো রোজ দেখি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বাড়ি চলে আসতে পারবে, খরচও খুব নয়। অনুকে বলেছিলাম।"

"রাজি হয়নি, কেন ?"

"পাস করে চাকরি করবে, সন্তানকে নিজেই মানুষ করবে,, গলগ্রহ হয়ে থাকবে না।"

"শক্ত মেয়ে, ভয় পায়নি ! বয়স কত ?"

"আঠারো সবে ছাড়িয়েছে। বলেছিলাম এখন যা মনে করছিস ভবিষ্যতে সে রকমটা নাও হতে পারে। কিন্তু গোঁ ধরে আছে অ্যাবোর্সন করাবে না।"

পুলিন চুপ করে রইল। এইটুকু মেয়ের এত মনের জোর ? সাহস, জেদ সে কি কখনো আগে দেখেনি ?

প্রায় এই বয়সেই ছায়া এসেছিল তাদের শ্যামপুকুরের সংসারে। পুলিনের জীবনকে ওলটপালট করে লজ্জা আর ভয়ের একটা বীভৎস গ্লানির জগতের মধ্যে তাকে নামিয়ে দিয়ে যায়। সেখান থেকে একটু একটু করে সে উঠে এসেছে গত দশ বছরে এবং আলাদা আর এক জগতে যেখানে সে একা, নিঃসঙ্গ এবং সন্তুষ্ট।

"তোর বোন যা চায় তাই কর।"

"বিয়েটা দিয়েই দি। এরকম ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি করাই ভাল। ..... পরে অস্বীকার করতে পারবে না। কলকাতায় নিয়ে গিয়েই করাব, জানাজানি হয়ে গেলে ছেলের বাড়ি থেকে হাঙ্গামা বাধবেই। আমাকে ওরা থ্রেট করেছে।"

www.BanglaBook.org

"কি থ্রেট ?"

পুলিনের বুক কেঁপে উঠল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছায়া একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিল যখন ম্যাজিস্ট্রেট রায় পড়ছিলেন। সেই চাহনিতে ছিল জমাট ঘৃণা, হিংস্র বাসনা। বুক কেঁপে উঠেছিল পুলিনের। 'থ্রেট' শব্দটার অর্থ তার হৃদয়ে গাঁথা আছে।

"অনুকে সাফ করে দেবে বলেছে ওরা। বংশে কলঙ্ক লাগতে দেবে না। এজন্য যত টাকা লাগে খরচ করবে। আবার আমাকে চাপও দিচ্ছে অ্যাবোর্সনের জন্য। পাঁচ হাজার টাকা অফার করেছে বড় ভাই। আর সেইজন্যই আপনার কাছে আসা।"

"আমি কী করব ?"

"ওকে কোথাও রাখার ব্যবস্থা করে দিন ?"

"আমার কাছে ? পাগল নাকি ?"

"নইলে ও খুন হয়ে যাবে।"

"তোর আত্মীয়স্বজন নেই ? তাদের কারুর কাছে বরং পাঠিয়ে দে।"

"তাহলে সব কথা তো তাদের বলতে হয় আর সব ব্যাপার শুনলে কেউই রাখতে রাজী হবে না। আমি জানি পুলিনদা। কেউই রাখবে না অনুকে।"

"তাহলে পাঁচ হাজার টাকাটা নিয়ে ব্যাপারটা করিয়ে ফেল। তাতে অনুও নিরাপদ হবে, তুইও ভয় ভাবনা লজ্জা থেকে মুক্তি পাবি।"

"বললাম তো, জেদ ধরে আছে। এমনকি এও বলেছে, শঙ্কর যদি বিয়ে নাও করে তবুও.... ।"

পুলিন ঘড়ি দেখল। অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে শম্ভু নয়, তার বোনের এই গোঁয়ার্তুমি। এটাও একটা আত্মসম্মানবোধের ব্যাপার মেয়েটার কাছে, নয়তো প্রাণের মায়া ত্যাগ করবে কেন ? হয়তো ওরও কিছু যুক্তি আছে, সেটা বুঝে ওঠা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়।

"কেন এই জেদ সেটা কি ওকে জিজ্ঞেস করেছিস ?"

"হ্যাঁ।"

পুলিন তাকিয়ে রইল। শম্ভু নিজেকে গুছিয়ে নিতে সময় নিচ্ছে।

"সবাইকে দেখিয়ে দেবে। আমাদের পাড়াতেই একটা মেয়ে, অনুরই বন্ধু, আত্মহত্যা করেছিল। বাড়ির অমতে প্রেম করে বিয়ে করে একটা লুম্পেন মস্তান টাইপের ছেলেকে। ছেলেটার মা প্রস্টিটিউট। মেয়েটা স্বামীর ঘর করেছিল তিন সপ্তাহ। বাপের বাড়িতে ফিরে আসে মোহভঙ্গ হয়ে। চার মাস পর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগায়। পেটে বাচ্চা সমেত।

"বন্ধুর বিয়ের পক্ষে ছিল, ওদের প্রেমের ব্যাপারেও সাহায্য করত, মেয়েটির বাবা-মার সঙ্গে ঝগড়াও করেছে, 'কেন বিয়ে দেবেন না ? খারাপ ঘরের ছেলে তো কী হয়েছে, জন্মের জন্য তো মানুষ নিজে দায়ী নয়।' এই সব কথার পর ওরা অনুকে বাড়ি থেকে বার করে দেয়, আমার কাছেও অভিযোগ করে, 'তোমার বোন আমাদের সর্বনাশ করছে, ওকে সামলাও, কুপরামর্শ দিয়ে আমাদের মেয়ের মাথা খাচ্ছে'। আমি ওকে প্রচণ্ড ধমকাই। 'পরের বাড়ির মেয়ে, ওর ব্যাপার ও বুঝবে তুই কেন নাক গলাচ্ছিস ?' তাইতে আমাকে বলেছিল, 'দুজনের ভালবাসার কি কোন দাম নেই ?"

"পুলিনদা এই সব ছেঁদো কথা তো অনেক শুনেছি। কেমন রাগ ধরে গেল। ওকে চড় মারলাম। বলেছিলাম, 'এই সব ঐচোড়েপাকা কথা শুনতে চাই না এতটুকু মেয়ের মুখে। দামটাম কষার মত বুদ্ধি তোর যেদিন হবে সেদিন শুনব। জীবনে কোন অভিজ্ঞতাই যার নেই তার মুখে এ সব কথা শোভা পায় না। মেয়েটার বাড়ির লোকেরা পাড়ায় কি করে মুখ দেখাবে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের কাছে কী বলবে সেটা ভেবে দেখেছিস ? মেয়েটা কি আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারবে ? মিশতে পারবে ? ওর ছেলেমেয়েরাও তো মানুষ হবে না।' শুনে গুম হয়ে যায়।

"তারপর মেয়েটা বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করে। কেন আবার বাপের বাড়ি ফিরে এল জানি না, আমি ও সব খবরও রাখি না, তবে একদিন শুনলাম গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে। অনুকে আমি বলেছিলাম, 'দেখলি তো পরিণতিটা, এর জন্য তুইও পার্শিয়ালি দায়ী।' ও শুধু বলেছিল, 'এদের মরাই উচিত। দুর্বল, মেরুদণ্ডহীন····ফাইট করার ক্ষমতা নেই।' ওর মুখে ঘৃণা দেখেছিলাম। এক এক সময় কেন জানি মনে হয়েছে, অনু ইচ্ছে করেই যেন ব্যাপারটা বাধিয়েছে।"

শম্ভু বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে। পুলিন মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার ওপারে শ্রীময়ী টেলার্সের কাউন্টারে কাশীনাথকে দেখতে পেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিল্ডিং কনসার্নের কর্মচারী। পিছনের ঘর তোলার সময় সিদ্ধেশ্বরী থেকে পুলিন লোহা, সিমেন্ট, বালি, ইট ইত্যাদি নিয়েছিল। তখন 'আই লাভ ইউ' ছাপমারা রঙিন গেঞ্জি গায়ে, ফুল প্যান্ট পরা, কামানো ঘাড়ে চুলের বোঝা মাথায় এই ছিপছিপে যুবকের সঙ্গে পরিচিত হয়। নাম জিজ্ঞাসা করায় বলেছিল, 'কাশীনাথ সদ্দার, সিদ্ধেশ্বরীর কেয়ারটেকার।'

নিজে থেকেই বলেছিল, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। সিদ্ধেশ্বরীর গোডাউনের একধারে খাটিয়ায় রাতে শোয়, নিজেই রান্না করে খায়।

www.BanglaBook.org

কাশীনাথ কী যেন জিজ্ঞেস করল সলিলকে। মেসিনে কাজ করছে সলিল। তার জবাব খুব মন দিয়ে শুনছে কাশীনাথ। এখানে ওর কী দরকার ! শ্রীময়ীতে তো শুধু মেয়েদের আর বাচ্চাদের জিনিস তৈরি হয়।

তুষারকণা খোঁজ নিচ্ছিল বাচ্চাদের জামাপ্যান্ট তৈরি করা হয় কি না। রথ টানছিল যে দুটি তার একটি কি ওর ? নাও হতে পারে। কিন্তু নিজের বাচ্চার রথ না হলে অমন ছুটে গিয়ে রথটাকে সাজিয়ে দিয়ে নিজেই টানা শুরু করবে কেন ?

বিবাহিতা। কিন্তু সঙ্গে কখনো কোন পুরুষ তো দেখিনি ! পুলিন আশ্চর্য বোধ করল। এটা তো কখনো সে ভাবেনি ! এতদিনে নিশ্চয় একবারও অন্তত স্বামীকে নিয়ে একসঙ্গে বেরোত ! তাহলে হয়তো সধবা নয়। বাচ্চা ছেলেটা অন্য কারুর, ভাইপো, ভাগ্নে বা এইরকম কেউ।

"অনুর বিয়েটা এখুনি সেরে ফেল। ছেলেটা পরে বিগড়ে যেতে পারে, দেরি করিসনি। আর বিয়ে হোক বা না হোক মা হবো, এ সব কথাও ভাল নয়। কলকাতায় গিয়েই রেজিস্ট্রি করা। চেনা লোক আছে ?"

"আমার এক বন্ধু রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। এন্টালিতে। ওকে বলেছি, মানে এত সব ব্যাপার বলিনি, শুধু বলেছি বোন প্রেম করেছে বিয়েটা হয়ে যাক। যা সব করার ও করে দেবে। তিন মাস আগে নাকি অ্যাপ্লাই করতে হয়, রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ের নোটিস টাঙায় ?"

" তারপরের ব্যাপারটা ?"

"বুঝতে পারছি না কী করব। ছেলেটার বাড়ি থেকে কিছু একটা ঘটাবেই।"

"আমায় কী করতে হবে ?"

শম্ভু চুপ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। ও কী বলতে চায় পুলিন তা আঁচ করে ফেলেছে।

দেবু এল।

"দাদা গেছলেন ?"

"হ্যাঁ। দোতলার মেঝে ঢালাই শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে বাকি কাজটাও পাব। আরে শোন্, ভোলাবাবু দেয়াল আলমারির জন্য কদিন আগে বলে গেছলেন····"

"গেছলাম। তিনি যা চান, তাতে এগারোশ টাকা পড়বে বলেছি। সাত ফুট দুটো পাল্লা, পাঁচটা তাক।"

"করাবে ?"

"মনে হয় না। ওঁর ধারণা চারশো টাকাতে এ সব কাজ হওয়া উচিত। কী বোঝাব কী বলব !"

"বর্ষা এসে গেল, রাস্তার হাল কি হবে বুঝতে পারছিস ?"

"হলে আর কী করা যাবে। গত বছরের মতো এবারও ধরাধরি করতে হবে। নিজেরা চাঁদা তুলে অন্তত মোড়টুকুতে মাটি ফেলে ইট বিছিয়ে যদি দেওয়া যেত···সব দোকানদারেরই তো অসুবিধা হয়; মিউনিসিপ্যালিটি করে দেবে তবেই হবে, তাহলে বসে থাকো আর জলকাদায় মাখামাখি হও ! আমি এখন যাচ্ছি।"

ছুটির দিন ছাড়া সকালের দিকে সাধারণত দোকানে কেনাবেচা কমই হয়। ফাঁকাই থাকে। খদ্দেররা বেশির ভাগই পুরুষ, অফিস করে বাড়ি ফেরার পথে তারা আসে। সকালগুলো খবরের কাগজ পড়ে, কারখানায় দুটো কথা বলে, তারপর একঘেঁয়ে লাগে। প্রায়ই তার মনে হয় অন্য ধরনের কিছু একটা কাজের মধ্যে লেগে যেতে পারলে ভাল লাগবে। কিন্তু কাজ কোথায় ?

শম্ভু একটা সমস্যা এনেছে। এটাকে কাজের মত ভেবে নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত থাকা যেতে পারে।

"কী রে, চুপ কেন ? বোনটাকে তো বাঁচাতে হবে।"

"সেটাই আমার বড় চিন্তা। প্রাণ যায় যাক, অনু বলতে পারে কিন্তু আমি তো স্থির থাকতে পারি না। এক এক সময় মনে হয় কি জানেন পুলিনদা, সবাইকে খুন করে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই।"

"কোথায় যাবি, কেমন করে থাকবি ?"

"যেদিকে দু চোখ যায় চেনাশোনা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ খুঁজে পাবে না এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকব।"

"তাহলে খুনটুন সেরে আগুনটাগুন লাগিয়ে আমার এখানে চলে আয়, কেমন ?"

"ঠাট্টা নয় সত্যিই এমন একটা ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি যেটা চব্বিশ ঘণ্টা মনের মধ্যে জাঁতা পেষাই করছে। ওরা ডেস্পারেট, ছেলেকে ওরা বিয়ে করতে দেবে না।"

"রেজিস্ট্রির দিন আমায় বলিস আমি হাজির থাকব। এখন ভেতরে চল দুটো ভাত খেয়ে নিবি।"

"আমি খেয়েই বেরিয়েছি।"

"পাবদা মাছ রেঁধেছে গদাইয়ের মা, ওর রান্না কখনো খাসনি তো, আজ একটু খেয়ে যা, দাঁড়া, আগে গদাইকে বলি দোকান বন্ধ করতে।"

www.BanglaBook.org

॥ চার ॥

পাশাপাশি দুটো ঘর, যার একটিতে সানমাইকার চাদর, কয়েকটা আয়না, টিন, বোতল, কিছু কার্ডবোর্ডের বাক্স ইত্যাদি মেঝেয় ছড়ানো। দোকানের ভাঁড়ার হিসাবে ঘরটা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু মেঝেয় মোজাইকের টালি, জানলায় পদ্মফুল নক্সার লোহার গ্রিল থেকে বোঝা যায়, ঘরটা বসবাসের জন্যই তৈরি।

দ্বিতীয় ঘরটিতে পুলিন থাকে। একটি সিঙ্গল খাট, স্টিলের আলমারি, ভাঁজ করে রাখা ইজিচেয়ার আর নীচু ত্রিপদ টেবল ছাড়া আর কিছুই মেঝের জায়গা দখল করেনি। দেয়াল আলনা থেকে হ্যাঙ্গারে জামা, প্যান্ট এবং পাজামা ঝুলছে। ছবিবিহীন একটি ইংরাজী ক্যালেণ্ডার আর মশারীর দড়ি লাগাবার চারটি হুক ছাড়া হালকা সবুজ প্লাস্টিক পেইন্ট করা চার দেয়ালে এক ফোঁটা দাগ পর্যন্ত নেই।

ভিতরে চোখ বোলালেই মনে হবে, শুধু শোওয়া ছাড়া আর কোন কাজে এই ঘরের দরকার হয় না এবং সেটাই ঠিক। এই ঘরে পুলিন শুধু শোয়ই। জামা প্যান্ট বদলান আর আলমারি থেকে টাকা বার করা ও রাখা ছাড়া ঘরটা আর কোন দরকারে লাগে না। একটা ট্রানজিস্টর রেডিও আছে, সকালে মাঝে মাঝে খোলে খবর শোনার জন্য। বন্ধু বা পরিচিত এমন লোক একজনও নেই যাকে এনে সে শোবার ঘরে বসিয়ে গল্প করবে।

বোধ হয় শম্ভুই প্রথম বাইরের লোক যে এই খাটে বসল।

"খুব নীট পরিচ্ছন্ন আপনার ঘরটা। আমারও ইচ্ছে করে এমন ঘরে থাকতে।"

পুলিন জামা খুলতে খুলতে হাসল। পিছনের বাড়ির দেয়ালের উপর দুটো চড়াই উড়ে এসে বসল। রান্নাঘরের জানলা খোলা থাকলে ওরা ঢুকে পড়ে। দালানে খাওয়ার ছোট টেবলে ঢাকা দেওয়া আছে দুপুরের খাবার। চেয়ার একটা।

"তুই বোস, আমি চানটা করে আসি।"

কলঘরে যাওয়ার আগে সে গদাইকে ডেকে দোকান থেকে একটা চেয়ার আনতে বলে দিল।

আধঘণ্টা পর খাওয়া শেষ করে শম্ভু হাত ধুয়ে এসে বলল, "পুলিনদা আপনি যাবেন তো রেজিস্ট্রি অফিসে ?"

"তোর বিয়ে হলে হয়তো যেতাম না কিন্তু এটা অন্যরকম কেস, আমি তোর অবস্থাটা মনে মনে বুঝতে পারছি। দেরী করাটা ঠিক হবে না। বিয়ের জন্য

অ্যাপ্লাই, নোটিস এসবে সময় নষ্ট করলে চলবে না। টাকা দিয়ে বন্দোবস্ত কর, ব্যাক ডেটে অ্যাপ্লাই করে একদিনেই বিয়ে হয়ে যায়, আমার জানা দুটো বিয়ে এভাবে হয়েছে।"

শম্ভু চলে যাবার পর পুলিন ঘুমিয়ে পড়ে। মেঘের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই, বালিশ থেকে মাথা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তার মনে হল সন্ধ্যা নেমে গেছে। কতক্ষণ সে তাহলে ঘুমিয়েছে ? টেবল থেকে হাতঘড়িটা হাত বাড়িয়ে তুলে সময় দেখে অবাক হয়ে আবার বাইরে তাকাল।

ছ'টা দশ মাত্র ! খাট থেকে নেমে পুলিন জানলায় দাঁড়াল, কালো মেঘে আকাশ ভরে গেছে। জলভরা, থমথমে। হঠাৎ একটা দমকা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে এল। সারা দেহে একটা স্নিগ্ধ চাঞ্চল্য সে অনুভব করল। কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। নারকোল গাছের মাথায় দোলা লাগল। সাঁ সাঁ শব্দ আসছে। দুটো কাক অসহায় ডানা ঝাপটে বাতাসে ভেসে গেল। পাঁচিলের ওপারে চাঁপা গাছের মগডাল নুয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি আসছে তাহলে। বাতাসে মেঘ যদি উড়িয়ে নিয়ে যায় ? কদিন আগে এমনই হয়েছিল। হবো হবো করেও বৃষ্টি আর হল না।

বহু দূরে মেঘের কিনারে শাদা আকাশ দেখা দিয়েছে। পুলিন হতাশ হল। ওই শাদাটা ক্রমশ বাড়তে থাকবে। আকাশের উপর দিয়ে ময়লা কাপড় টেনে নিয়ে যাওয়ার মত মেঘ সরছে। তবে কিছু বৃষ্টি ঝরিয়ে যাবে। তার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ফোঁটা পড়তে শুরু করল।

"গদা·····চা আছে কিনা দ্যাখ তো ?"

কারখানাটা ফাঁকা। বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখেই বোধহয় ওরা বাড়ি চলে গেছে। দালানের একধারে বালতিতে জল রাখা। পুলিন চোখেমুখে জল দিল।

"চা করে দোব ? ·····লেবু চা করব ?"

"কর। জানালা সব বন্ধ আছে কি না আগে দ্যাখ।"

"সব বন্ধ।"

পুলিন পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দোকানে এল। দরজা জানলা বন্ধ থাকায় অন্ধকার ভিতরটা, ভ্যাপসা গরমও। বাইরে থেকে বড় ফোঁটার বৃষ্টির শব্দ আসছে। ছড়ানো মালপত্রের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গিয়ে সে বাইরের দরজার ছিটকিনিটা খুলল। সতর্ক ভাবে পাল্লাটা একটু ফাঁক করে দেখল বৃষ্টির ছাঁট কোনদিকে !

পাল্লাটা আর একটু খুলে দিল। ছাঁট উল্টোমুখো। ওপারের দোকানগুলোর সব দরজা বন্ধ। রাস্তার শুকনো মাটি আর ধুলো জল শুষে বসে যাচ্ছে। একটু পরেই চিটচিটে কাদা হবে। হাতের ব্যাগ দিয়ে মাথা আড়াল করে একটি বয়স্ক

www.BanglaBook.org

লোক লম্বা পা ফেলে প্রায় দৌড়েই যাচ্ছে। দুটি তরুণ ছুটে গেল অকারণ মজা পাওয়ার জন্য চীৎকার করতে করতে।

পুলিনের মনে হল কেউ যেন দোকানের দরজায় এসে দাঁড়াল। ছাদের কার্নিশ অনেকটা বেরিয়ে থাকায় এবং বৃষ্টির ছাঁট পিছন থেকে আসায় দোকানের সামনে দু-তিনহাত পর্যন্ত বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার মত আশ্রয় রয়েছে।

কে এসে দাঁড়াল দেখার জন্য সে আধ খোলা পাল্লাটা পুরো খুলে দিল এবং স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শাড়ির নীচের আলগা অংশ জড়ো করে দুই উরুর মধ্যে গোঁজা, উল্টে যাওয়া ছাতার শিকগুলো সোজা করার কাজে বিব্রত তুষারকণা, সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে। চুল থেকে জল গড়িয়ে নাকের ডগায় পৌঁছতেই পুলিন প্রায় দশ সেকেণ্ড সময় নিল। বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে। "আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ! ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন।"

"না না, এই তো বেশ আছি।"

"দমকা একটা ছাঁট আসবে আর ভিজে যাবেন। ভেতরে এসে বসুন·····ভিজে তো অনেকটা গেছেনই।"

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে পুলিন বাইরে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা জলকণায় তার মুখ ভিজে গেল। তার সৌভাগ্যই বলতে হবে, সেই সময়ই বাতাস এলোমেলো হয়ে এক ঝাঁক বৃষ্টি দোকানের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুষারকণা জলের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াল আঁচলে মাথা মুখ ঢেকে।

একদম ভিজে যাবেন, আপনি ভিতরে আসুন।"

কথা না বাড়িয়ে তুষারকণা সিঁড়ি ধরে সরে এসে দোকানে ঢুকেই ভিতরটা অন্ধকার দেখে থমকে গেল।

পুলিন তাড়াতাড়ি সুইচ বোর্ডে গিয়ে দরজার কাছের টিউবটা জ্বেলে দিল।

"বসুন।"

সার দেওয়া রয়েছে তিনটি নতুন ডাইনিং চেয়ার। তুষারকণা ইতস্তত করছে।

"এ বৃষ্টি কমতে এখনো পনেরো মিনিট। আপনার ছাতার যা অবস্থা·····দেখি দিন আমাকে।"

পুলিন হাত বাড়িয়ে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটু দূরত্ব রাখা উচিত এখন। অপ্রতিভ ভঙ্গিতে ছাতাটা ওর হাতে দিয়ে তুষারকণা বলল, "নতুনই বলতে গেলে, মাসখানেক আগে কিনেছি।"

"কোথা থেকে, শেয়ালদা ?"

"অফিসের এক কলীগ আনিয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি থেকে, বলেছিল জাপানী ছাতা।"

শিকগুলো সোজা করার জন্য চেষ্টা করতে করতে পুলিন বলল, "কলীগকে বলবেন, এ ছাতা চল্লিশ টাকায় পাওয়া যায় শেয়ালদার যে কোন দোকানে, কত নিয়েছে ?"

"তিরিশ দিয়েছি, সামনের মাসে আরো তিরিশ দেব।"

ঠকে গেছি শুনতে কারুরই ভাল লাগে না। নিশ্চয় ওরও ভাল লাগছে না। ব্যবসাদার পুলিন এবার স্বরটা গম্ভীর করে বলল, "ছাতার কাপড়টা কিন্তু হাই কোয়ালিটির, বেশ দামী জিনিস। এত ভাল কাপড় খুব কম দেখেছি। ফুলের ডিজাইন দেখেই বোঝা যায় জাপানী। হালকা গোলাপীর উপর শাদা শাদা আবছা আবছা ফুল, আরো আবছা সবুজ ডাঁটি।"

একটু থেমে গলাটা মৃদু করে বলল, "আপনার শাড়ির সঙ্গে দারুণ ম্যাচও করেছে।"

পুলিন চট করে ওর মুখটা দেখে নিল। চোখটা ঝকঝকে হয়েছে, ঠোঁট দুটি একটু টিপে ধরা, মাথাটি নিচু করে এক পলক দেখে নিল নিজের শাড়িটা। পদ্মের কুঁড়ি পা থেকে উঠেছে হাঁটু পর্যন্ত, জলে ভাসছে পদ্মপাতা। সুতি মেশান সিন্থেটিক কাপড়। খুব বেশি এটা পরতে সে দেখেনি।

"নিন।"

ছাতাটা বার তিনেক খোলা বন্ধ করে পুলিন এগিয়ে ধরল আর সেই সময়ই এক কাপ চা হাতে নিয়ে গদাই এল। পুলিন তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে এগিয়ে ধরল তুষারকণার দিকে।

"ধরুন।"

"না না, আমি চা এখন খাব না। আপনি খান।"

"আমি তো খাবই, এমন বৃষ্টিতেই তো চা জমে। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ধরুন, ধরুন।"

এমনভাবে সে পিরিচ ধরা হাতটা বাড়িয়ে রাখল যে তুষারকণার উপায় রইল না।

"আপনার ?"

"গদাই, আমার চা নিয়ে আয়।"

কিন্তু গদাইয়ের মুখ দেখেই সে বুঝল এক কাপই চা সে তৈরি করেছে।

"চট করে সুবোধের দোকান থেকে নিয়ে আয়। আমার ছাতাটা সঙ্গে নে। .....এবার বসুন।"

www.BanglaBook.org

"ও, হ্যাঁ। .....আপনার জন্য করা চা অথচ আমি খাচ্ছি। কেমন যেন লাগছে।"

কথাটা সরিয়ে রেখে পুলিন হালকা চালে বলল, "গদাই যদি আপনাকে দেখত তাহলে দু কাপই করত। লেবু চা, কেমন করেছে ?"

পুলিন মুখোমুখি একটা ড্রেসিং টেবলের উপর আলতো হয়ে বসে ওর প্রথম চুমুকটা লক্ষ্য করতে লাগল। ঠোঁট দুটো গুটিয়ে কাপের কিনারায় ঠেকাল, শব্দ হল না।

"খুব ভাল। অফিসে মাঝে মাঝে করে, বেশ লাগে।"

"বাড়িতেও তো করে খেতে পারেন।"

বৃষ্টি এখন সমান লয়ে এসেছে। শব্দটা একঘেঁয়ে এবং আমেজ জাগানো। পুলিনের মনে হল, গত দশ বছরে যে কটা দিনকে স্মরণীয় গণ্য করেছে তার মধ্যে আজকেরটাকে সে উপরের দিকে রাখবে।

"মুশকিল হল, মার একদমই ভাল লাগে না এই টক টক স্বাদটা। আলাদা করে অবশ্য নিজের জন্য করে নেওয়া যায়....."

"কিন্তু লেবুটা সবসময় বাড়িতে থাকে না।"

তুষারকণা হেসে ফেলল। উপরের মাড়ির কিছুটা দেখা গেল। ডানদিকে কষের একটা দাঁত নেই।

"ঠিকই বলেছেন। এরকম দু'-তিনবার হয়েওছে। আচ্ছা···আপনার এখানে খাটের দাম কেমন একটু বলবেন ?"

পুলিনের মনে হল, অনেকক্ষণ ধরেই যেন প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ওর মনে জমেছিল, আচমকাই করে ফেলল।

"নানান রকমের খাট, তার দামও নানান রকমের কেন, আপনি কিনবেন ?"

"ইচ্ছে আছে।"

"তৈরী যা রয়েছে দেখুন, যদি পছন্দ না হয় আপনার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি করে দেব।"

গ্লাসে চা নিয়ে গদাই ঢুকল। সপসপে ছাতাটা দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, "কাপগুলো ভাঙ্গা তাই গেলাসে আনলুম।"

"বেশ করেছিস।"

তুষারকণার, চা খাওয়া হয়ে গেছে। মেঝেয় পিরিচ রাখতে যাচ্ছিল গদাই হাত থেকে নিয়ে নিল। পুলিন বাকি টিউব লাইটগুলো জ্বেলে দিয়ে বললো, "দেখুন। কত বড় চাই আপনার ?"

"ছোট খাট চাই···মানে সিঙ্গল খাট। এখন আট বছরের তবে বড় হয়েও যাতে

শুতে পারে, সেই রকম চাই। বেশ মজবুত, একটু নীচু, মাথার দিকছাড়া তিনদিক খোলা।"

"আপনার ছেলের জন্য ?"

"হ্যাঁ।"

তুষারকণা খাট দেখার জন্য পা বাড়াতেই পুলিন তাড়াতাড়ি এগিয়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে পরপর রাখা পাঁচ-ছটি খাটের অংশ সরিয়ে সরিয়ে ওকে দেখাল।

"সানমাইকা লাগালে, কেমন যেন চীপ্, খেলো দেখায়। শুধুই কাঠের হলে···।"

"এই তো রয়েছে।" পুলিন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল। ইউনিকের রুচি সম্পর্কে এই ধরনের অস্বস্তিকর মন্তব্য এই প্রথম। সে কৈফিয়ৎ দেওয়ার দরকার মনে করল।

"অল্পদামের কাঠ তো সানমাইকাটা প্রোটেকশনের জন্য, পালিশটালিশ উঠে যাওয়ারও ভয় নেই। তাছাড়া রঙ-বেরঙের ডিজাইন অনেকেরই ভাল লাগে, আর সেজন্যই তো শাড়িতে, ছাতায় কত বাহারী রঙিন ফুলের···"

পুলিন ইচ্ছেকরেই কথাটা শেষ করল না। প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য মুখের দিকেও তাকাল না। বৃষ্টির শব্দটা কমে এসেছে। রাস্তা দিয়ে ছাতা মাথায় লোক যেতে দেখল।

"আপনাকে আমি ভাল সিজনড কাঠ দিয়ে করে দেব।"

"আপনারা পুরনো খাট আলমারি কেনেন ?"

"কিনি।"

পুলিন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। নিশ্চয় বিক্রি করার মত কিছু আছে। অবিনাশ মুখুজ্জের বাড়িতে পুরনোকালের আসবাব থাকা স্বাভাবিকই।

"দালানে একটা কাঠের আলমারি বহু বছর পড়ে আছে। দাদামশায়ের আমলের···ভাবছি ওটা বিক্রি করে সেই টাকায় একটা খাট কিনব।"

"দাদামশাই কি অবিনাশ মুখুজ্জে ?"

তুষারকণা এবার জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে। ভাবখানা, সেকি এটাও জানেন না ?

"সামনের দর্জির দোকানে সেদিন আপনাকে বলতে শুনলাম, কেয়ার অফ লেট অবিনাশ মুখার্জি, তাই বলছি।"

"হ্যাঁ উনিই।"

"আপনাদের পিছনে যে পাঁচকাঠা জমি মদন গোঁসাই সেদিন বিক্রি করল, ওটা কিনব বলে আমি আপনার দাদামশায়ের কাছে যেতাম একসময়। উনি আমাকে না দিয়ে গোঁসাইকেই বেচলেন।"

"কেন ?"

"একসঙ্গে দিয়ে কেনার মত অত টাকা, পঁচিশ হাজার—আমার ছিল না। তখন অবশ্য ওঁর স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ থাকতেন না।"

"দাদামশাই মারা যাবার পর আমরা এসেছি, তিনবছর হল। আপনি এখানে কতদিন ?"

"ন বছর হতে চলল। এখন যা দেখছেন তখন কিন্তু জায়গাটা মোটেই এরকম ছিল না। আমার দোকানেরও অন্য চেহারা ছিল, স্রেফ একটা কাঠগোলা, টালির চালের ঘর।"

গলায় প্রচ্ছন্ন গর্ব, পুলিন নিজেই বুঝতে পারল, কীভাবে যেন এসে গেল। হয়তো ওর কাছ থেকে তারিফমাখা একটা চাহনি পাবার জন্য ! সে লজ্জা বোধ করল।

"এখানে কোন ভাল স্কুল নেই ? কিণ্ডারগার্টেন ?"

"ছেলেকে ভর্তি করাবেন ?"

"হ্যাঁ।"

"না নেই। তবে লাইনের ওপারে একটা বাচ্চাদের স্কুলের কথা, পাঁচ ছ' মাস আগে, কাগড়ে লেখা দেখেছিলাম, স্টেশনের কাছে টাঙানো ছিল। ঠিক কোথায় যে হয়েছে বলতে পারব না। আসলে এসবে আমার দরকার নেই তাই ভাল করে নজরও দিইনি।"

"আপনার ছেলেমেয়েরা পড়ে কোথায় ?"

"কোথাও না, কেননা আমি এ ব্যাপারে নির্ঝঞ্ঝাট, মুক্ত, স্বাধীন ! একেবারে একা।"

একটু নাটকীয় সুরে বলা হয়ে গেল। হোক্, তার জীবনে নাটকের মত ঘটনাই ঘটে গেছে। বাড়াবাড়ি কোথায় নেই ? এই যে এখন নির্জন দোকানে আমরা কথা বলছি এরকম কি কখনো ভাবতে পেরেছি ? এটা তো অপ্রত্যাশিত !

"আমার বৌ, ছেলেমেয়ে কিছুই নেই। দুখানা ঘর আছে দোকানের পিছন দিকে, এই গদাইয়ের মা দুবেলা রান্না করে দেয়···চলে যাচ্ছে।"

বৃষ্টি ধরে গেছে। টিপ টিপ যা পড়ছে তাতে ছাতা ছাড়াই চলা যায়। ওপারের দোকানগুলোর পাল্লা খোলা, আলো জ্বলছে। সন্ধ্যা নেমে যাওয়াটা তারা এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি।

"আলমারিটা আমি একবার দেখব।"

www.BanglaBook.org

"নিশ্চয়, কবে বলুন ?"

"আপনার সময় হবে কখন ? অফিস আছে তো !"

"আজই দেখুন না"।

পুলিন বলতে যাচ্ছিল, আজ নয়, হাতে কাজ আছে। তার বদলে বলল, "দোকানে এই সময়টা একটু থাকা দরকার। যদি সাড়ে আটটা নাগাদ যাই অসুবিধে হবে ?"

"না। আপনি তো বাড়ি চেনেন ?"

পুলিন মাথা কাত করল। শ্রীময়ী থেকে সলিল দু-তিনবার তাকিয়েছে। নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবে, কেন এসেছিল।

দোকান থেকে বেরিয়ে তুষারকণা, "চায়ের জন্য ধন্যবাদ" বলল। পুলিন হেসে শুধু মাথাটা সামনে ঝোঁকাল।

সুকুমারের স্কুটার রত্না স্টুডিওর সামনে থামল। পুলিন লক্ষ্য করল, সুকুমারের চোখে বিস্ময়। তুষারকণা তখন শাড়ি মুঠোয় ধরে সামান্য তুলে কাদাটা ডিঙিয়ে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছে।

"শুনুন,...আমি কি খোঁজ নেব বাচ্চাদের স্কুল আছে কিনা জানার জন্য ?"

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। দুপা পিছিয়ে এসে বলল, "দেখুন না। খুব ভাবনায় রয়েছি, একটা ভাল স্কুল যদি পাওয়া যায়।"

কণ্ঠস্বরের মিনতি, পুলিনকেও ওর উৎকণ্ঠার শরিক করে নিল। সে আশ্বাস দিয়ে বলল, "আমি দেখব।"

তুষারকণা ফিরে চলে যাচ্ছে। পুলিন দাঁড়িয়ে রইল সে দিকে তাকিয়ে। সুকুমার স্কুটার রেখে এগিয়ে এল।

"কিছু কিনতে এসেছিল নাকি ?"

"না। বৃষ্টি এসে পড়েছিল তাই দোকানে ঢুকে পড়েছিলেন।"

"তাই বলো দাদা। তোমার দোকানে তো আজ পর্যন্ত একা কোন মেয়েছেলেকে দেখিনি।"

"দেখোনি যেহেতু চোখ নেই, বহু মেয়েছেলেই একা এসেছে।"

সুকুমারের গায়েপড়া স্বভাব। কথাবার্তায় আদিরসের টান থাকে। প্রথম আলাপেই 'তুমি' দিয়ে শুরু করেছিল।

'দাদা আমি তোমার ছোট ভায়ের মত....অভিজ্ঞতা কম, ব্যবসার ফর্মুলাগুলো একটু বলেটলে দিও।'

'তোমার ব্যবসা ছবি তোলা, আমি তার কিছুই জানিনা, বুঝিওনা।'

'কিযে বলো দাদা ! ব্যবসা ইজ ব্যবসা, সব একই নিয়মে চলে। কাঠও যা

www.BanglaBook.org

ফ্লিমও তাই, খদ্দেরকে টুপি পরিয়ে মাল বেচা, তাই কি না ?'

পুলিন গম্ভীর হয়ে যায়। কথার ধরণ দেখে সে বুঝতে পারছে এই অর্ধশিক্ষিত সবজান্তার সঙ্গে আলাপের গণ্ডীটা সর্বাগ্রে টেনে দেওয়া দরকার। পাঁচটা লোকের সামনে বেকুবের মত কখন যে কি বলে বসবে !

'টুপি পরানোর চিন্তা নিয়ে ব্যবসায় এলে, খুব বেশিদিন টিকতে পারবে না, আর এটাই হল আমার প্রথম ফর্মুলা।'

সুকুমার অপ্রতিভ হয়ে বোকার মত হেসেছিল।

'না দাদা আমি সিরিয়াসলিই ব্যবসা করব। ষোলবছর বয়স থেকে ক্যামেরা চালাচ্ছি। টাকা গচ্চা দিয়েছি, জল খেয়েছি অনেক ঘাটের। এবার বৌয়ের বাবার টাকায় নেমেছি। জায়গাটা অবশ্য ফোটোর দোকান দেবার মত এখনো হয়নি, কিন্তু একদিন তো হবেই।'

দোকানের ভিতরে বসে থাকলে বোঝা যায়না পাশেই সুকুমারের দোকানে ছবি তোলাতে কেমন লোকজন আসছে। তবে পুলিনের ধারণা, খরচটা উঠে আসে এবং সে বাইরের নানান রকমের ছবি তোলার কাজ করে। ওকে বিয়ে বাড়িতে আর গৃহপ্রবেশের ছবি তোলার কাজ পুলিন যোগাড় করে দিয়েছিল। সুকুমারের নিজেরও আন্তরিক চেষ্টা আছে আর সেজন্যই বাচালতা সত্ত্বেও পুলিন ওকে পছন্দ করে।

সুকুমার আবার বলল, "ভদ্রমহিলা একবার আমার দোকানে ছবি তুলিয়েছিল, পাসপোর্ট ছবি।"

"কী জন্য ?"

"অফিসের আইডেনটিটি কার্ডের জন্য। ফেসটা এত সফট, নরম না কি বলব তোমায় ! লোভে পড়ে প্রোফাইলেরও একটা ছবি তুলে নিয়েছিলাম শো কেসে ডিসপ্লে করার জন্য। একটা আলো ঘাড়ের পাশ থেকে আর একটা তলা থেকে, ব্যাকগ্রাউণ্ডটা ডার্ক....কত লোককে ধোঁকা দিয়ে বলেছি শ্রীদেবীর ছবি, কেউ সন্দেহ করেনি।"

"ছবিটা কোথায় ?"

"কেন, শো কেসেই তো রয়েছে ! তুমি তো চোখ থাকতেও অন্ধ, একবার আমার দোকানের দিকেও ভাল করে তাকালে না।"

"দেখি তো।"

সুকুমার দোকান খুলে, শো কেসের সামনে কাঠের পাটা সরিয়ে আলোটা জ্বেলে দিয়ে বলল, "খুঁজে নাও, দেখি কেমন তোমার নজর !"

ছোট বড় নানান আকারের অন্তত পনেরোটি সাদাকালো ও রঙিন ছবি।

ছাঁদনাতলায় বর-বৌ, সভাপতিকে মাল্যদান, স্টেজে বাচ্চাদের নাচ, উপনয়ন, শীল্ড নিয়ে ফুটবল দল এবং বসা ও দাঁড়ান নানান বয়সী পুরুষ ও নারীর সঙ্গে অন্তত সাতটি মেয়ের নানান কোণ থেকে নেওয়া মুখও রয়েছে।

ডানদিকে উপরের কোণে ইউনিকের ভাউচার ফর্মের সাইজের সাদাকালো ছবিটায় পুলিনের চোখ আটকে গেল। এটাই।

সুকুমারের শ্রীদেবীটি যে কে, তা সে জানেনা, নিশ্চয় বোম্বাইয়ের কোন অ্যাকট্রেস হবে। কিন্তু এই ছবিটার মতই যদি তাকে দেখতে হয় তাহলে···। সুকুমারটা ছবি তুলতে জানে। কি একটা বোধ ওর মধ্যে আছে নইলে এত সহজভাবে মুখটাকে বুঝে নিল কী করে!

"খুঁজে পেলে?"

পুলিন সতর্ক হল। পেয়েছি বললে সুকুমার এমন কিছু ফোড়ন কাটতে পারে যেটা তার পক্ষে অস্বস্তির কারণ হবে। পাইনি বললে ভাববে, ন্যাকামি করছে।

"ওইটে মনে হচ্ছে।"

"দাদাকে যা ভাবতুম তা তো নয়, নজর তো দারুণই!···জাস্ট লাইক শ্রীদেবী, ঠিক কিনা?"

ছবিটার দিকে পুলিন আর একবার তাকাল। ছ-সাত সেকেণ্ড, তারমধ্যেই সে দু চোখ দিয়ে আলোছায়া মাখা মুখটা থেকে যতটা সম্ভব, শুষে নিল রক্ত, পেশী, কেশ, রোম, চোখের পল্লব, ত্বকের ভাঁজ, ওষ্ঠের কুঞ্চন, চোখের কোলের অন্ধকার, গ্রীবার মসৃণতা···তার স্মৃতির কোষগুলিকে ভরিয়ে। যেন শেষবারের মত, যেন আর কখনো তুষারকণাকে সে দেখতে পাবে না।

"উনি জানেন কি ওঁর ছবি এভাবে টাঙ্গানো আছে রাস্তার লোকজনের চোখের সামনে?"

"টাঙ্গান থাকলে তো কি হয়েছে!"

সুকুমার অবাক হয়ে গেল। এমন অর্থহীন একটা কথা কেউ বলতে পারে, এটাই বোধগম্য না হওয়ার ছাপ তার মুখে পড়ল।

"কত লোক, কত মেয়ে সেধে বলে···শো কেসে জায়গা পাওয়া মানে···আপনাকে কি আর বলব।"

"উনি হয়তো নাও পছন্দ করতে পারেন।"

"কেন, উনি কি জানেন না? দুবেলাই তো হাঁটছেন দোকানের সামনে দিয়ে একবারও কি চোখে পড়েনি? আপত্তি থাকলে নিশ্চয় বলতেন।"

পুলিন আবার সতর্ক হল। সুকুমার সম্ভবত ঠিকই বলেছে। হয়তো তুষারকণা জানে তার ছবি শো কেসে রয়েছে আর এভাবে থাকায় তার আপত্তি নেই।

www.BanglaBook.org

এনিয়ে মাথা ঘামাবার কি দরকার! সে তুষারকণার গার্জেন নয়। কেউই নয়। ওকে নিয়ে তার মাথাব্যথাটা বাড়াবাড়িই, চোখে পড়ার মত। সুকুমার এই নিয়ে তাকে দুটো বাঁকা কথা শুনিয়ে দিতে পারে। বরং ওকে নরম করে দেওয়াই ভাল।

"ছবিটা সত্যিই দারুণ তোলা, যতটা না সুন্দর তার থেকেও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। আচ্ছা সুকুমার, আমাকে ছবিতে কেমন দেখাবে?"

সুকুমার ফিক ফিক হাসল। "কাল দাড়ি কামিয়ে এসো, সকালেই। আগে তুলে দিই তারপর বোলো,···পয়সা দিতে হবে না।"

পুলিন চমক খেল, মুখে দাড়ি! আজ মনেই ছিল না কামানোর কথা! সাড়ে আটটায় ওদের বাড়ি যাবার আগে কামিয়ে নিতে হবে।

"ঠিক আছে কালই তাহলে একটা···।"

দুই তালু দিয়ে দুটি গাল ঘষতে ঘষতে পুলিন ইউনিকে ফিরে আসার সময় কাশীনাথকে আসতে দেখল। পরণে টকটকে লাল গোলগলা গেঞ্জি আর সস্তা জীন্স। চূড়ো হয়ে রয়েছে মাথার চুল। উঁচু গোড়ালির জুতোর জন্য খপখপিয়ে হাঁটছে। পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট। পুলিনকে দেখে সে হাসল। পুলিন যান্ত্রিক ভঙ্গিতে হাসিটা ফিরিয়ে দিল।

সাড়ে আটটায় তাকে বেরোতে হবে।

॥ পাঁচ ॥

ভিতর থেকে গলার স্বর বা কোনরকম শব্দ পাওয়া যায় কিনা শোনার জন্য সে কড়ানাড়ার আগে চুপচাপ অপেক্ষা করল। অন্ধকার জায়গাটা। ব্যাঙের ডাক ছাড়া আর শব্দ নেই। দরজার চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে দালানের আলো বেরোচ্ছে। টর্চ জ্বেলে পুলিন হাতঘড়ি দেখল।

ঠিক সাড়ে আটটাতেই সে বেরিয়েছে। একটু তাড়াহুড়োই করতে হয়েছে। ভোলাবাবু দেয়াল আলমারির জন্য আবার এসেছিলেন। পাঁচ শো টাকার মধ্যে কেন করান যাবে না, সেটা তাঁকে বোঝাতে হয়েছে। শচীন হালদার কাঠের জন্য সাড়ে চার হাজার টাকার বিল দু' সপ্তাহ আগে পাঠিয়েছিল। তার লোককে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে বিদায় করতে কিছুটা সময় গেছে। ওষুধের দোকান খুলবেন এক ভদ্রলোক, লাইনের ওপারে বাড়ি। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ঘরের মালিক যে সেলামি চেয়েছে, সেটা কমাবার জন্য পুলিন যদি অনুরোধ করে! দোকানে ডাক্তার বসার ব্যবস্থা থাকবে। রথতলার এই অঞ্চলে

ডাক্তার নেই।

এদের সঙ্গে কথা বলার পর পুলিন ভিতরে গিয়ে দাড়ি কামায়। খাবার দালানের একধারে দেয়ালে আয়না, তার নিচে ব্র্যাকেটে সেফটি রেজার, টুথব্রাশ টুথপেস্ট, সাবান, ইত্যাদি। সাবান মাখিয়ে দাড়ি নরম করার মত সময় ছিল না, গালে জল মাখিয়ে হাত দিয়ে ঘষে সে কামিয়ে নেয়। জ্বালা করেছে। কামাবার পর গালে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারে মসৃণ হয়নি, গোড়াগুলো আঙুলে ঠেকছে। তবে বোঝা যাচ্ছে না।

একসময় দাড়ি কামানোটা একটা অনুষ্ঠানের মত ব্যাপার ছিল। বাটিতে জল, শেভিং ক্রীমের টিউব ব্রাশ আর সেফটি রেজারের বাক্সটা টেবলে সাজিয়ে, চেয়ারে বসে আয়নাটাকে টেবলে ঠিকমত হেলিয়ে মুখটা কাচের মাঝখানে রাখা তারপর ব্লেডের কোন ধারটা দিয়ে কামাবে সেটা ঠিক করা। একটা ব্লেডে এপিঠ ওপিঠ করে সে আটবার কামাতো, প্রতি ধারে দুবার করে। মনে রাখতে পারত না কোনধারটা দিয়ে ক'বার কামান হয়েছে।

একটা গোঁফ ছিল যেটা নাকেরতলা থেকে ক্রমশ সরু হয়ে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত ঢালু হয়ে নামা। তার আকার রক্ষায় সময় লাগত, লম্বা পুরু ঝুলপি ছিল। ছোট্ট কাঁচি নিয়ে সে খুঁজত, বড় হয়ে গিয়ে কোন চুল ভারসাম্য নষ্ট করছে কি না।

কামাবার কাজে মনোযোগ সত্ত্বেও সে টের পেত ছায়া তাকে লক্ষ্য করছে, তাকে অর্থাৎ তার মুখটা। তখনই সে দালান মুছতে শুরু করত কিংবা রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে কুটনো কোটা। আয়নাটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে সে অনেক দিনই ওকে পেয়ে যেত। তার মনে হত, অদ্ভুত একটা মুগ্ধতা যেন গোগ্রাসে ছায়ার দু চোখ থেকে বেরিয়ে তাকে গিলছে। সে মাথা ঘুরিয়ে মাঝেমাঝে তাকাত। ছায়া চোখ সরিয়ে নিত। মজা পেয়ে সে হাসত।

শিবানীর চোখে পড়েছিল। সে দাড়ি কামাতে বসলেই ছায়াকে কাজে ব্যস্ত রাখত।

"কাপড়গুলো তাড়াতাড়ি কেচে দে।" কলঘর থেকে দেখা যেত না দাড়ি কামানো।

গত দশবছর গোঁফ, ঝুলপি আর সে রাখে না। আয়না ছাড়াই সে দাড়ি কামিয়ে ফেলতে পারে।

স্নানও করেছে। দরকার ছিল না, তবুও। আলমারি থেকে ধুতি আর পাঞ্জাবি বার করার পর তার একবার মনে হয়েছিল, হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে না কি এইভাবে সাজগোজ করাটা! আসলে সে একটা ব্যবসায়িক কাজেই তো যাচ্ছে, পুরনো

www.BanglaBook.org

আলমারি দেখতে, কেনার মত হলে একটা দাম বলবে।

কড়াটা অত্যন্ত মৃদুভাবে নাড়ল। অপেক্ষা করল। শুনতে পায়নি। জোরে তিনবার শব্দ করল।

"কে এসেছে দ্যাখতো।" বৃদ্ধার গলা। বোধহয় মা।

তুষারকণা দরজা খুলল। "ওহ্ এসেছেন। আসুন।"

দরজার পর হাত চারেক চওড়া ইঁট বিছানো পথ উঠোনে গিয়ে মিশেছে। বাঁ দিকে তিনধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা লম্বা দালান। তার একদিকে তিনটি ঘর, অন্যদিকে নিচু খিলেন, সিঁড়ি তারপর উঠোন।

"ওই যে সামনে।"

দালানের শেষে আলমারিটা। হয়তো আগে ঘরেই থাকত কেননা অবিনাশ মুখুজ্জের সঙ্গে কথা বলতে এসে এই জায়গায় এটাকে পুলিন দেখেনি।

নিচে দুটো টানা, উপরের তিনটি তাকে সামনের পাল্লা নেই। সেখানে প্রয়োজন ফুরানো কিন্তু মায়া ছাড়তে না পারা ছেঁড়া জুতো, পাউডারের লম্বা কৌটো, প্লাস্টিকের রেলগাড়ি, মরচে ধরা দুধের টিন, চিনেমাটির ফুলদানি, ভাঙ্গা টি পট, তালপাকানো নারকেল দড়ি, ন্যাকড়া, খবরের কাগজ। প্রায় সাত ফুট লম্বা আলমারিটার মাথায় কাপড় মুড়ে পাকিয়ে রাখা লেপ, তার নিচে গাদা করা পুরনো পত্রিকা।

কাঠের আসল রঙ কী ছিল তা বলা সম্ভব নয়, অন্তত চল্লিশবছর এতে পালিশ পড়েনি। সামনের দুটো পায়া ছিল সিংহ বা বাঘের থাবার, তার একটি নেই। আঁচড়াতেই কাদার মত ময়লা পুলিনের নাকের মধ্যে ঢুকল।

আলোর জোর কম। তার উপর দেয়াল, দরজা জানলাগুলোও বালিখসা, রঙচটা, মেঝের সিমেন্ট ফাটা, কয়েক জায়গায় দাগরাজি করা। গোটা দালানটাই ম্লান, দমচাপা।

একটু ঝুঁকে, টর্চের আলো বুলিয়ে সে যা ভেবেছিল সেটারই সমর্থন পেল। বার্মা সেগুন। আড়াই হাজার টাকা তো শুধু কাঠেরই দাম!

"আলমারিটা এভাবে অযত্নে রেখেছেন কেন?"

"কী করব এটা ঘরে রেখে, কত জায়গা জুড়ে থাকে।"

ঘর থেকে এক বিধবা প্রৌঢ়া বেরিয়ে এলেন।

"বাবা, আরশুলা আর ইঁদুরের উপদ্রব থেকেও বেঁচেছি। রাতে সারাঘরে ঘুরে বেড়াত আর দিনে ওর মধ্যে ঢুকে থাকত।"

"ওপরের পাল্লা দুটো কোথায়?"

"আমরা এসে আর দেখিনি, মা তুমি নিশ্চয় দেখেছ?"

"দেখব না কেন ! ছোট থেকেই দেখেছি, সব ভাইবোনের জামাকাপড় তো এতেই রাখা হত।"

"জলের ছিটে লেগে লেগে তলার দিকটার কাঠে..."

পুলিন টর্চ নেভাল। তুষারকণা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, "কাঠ কি পচে গেছে ?"

"না।"

"এটা কি বিক্রি করা যাবে ?"

"যাবে।"

"আপনি বসুন। মা চায়ের জল বসাবে ?"

দেয়ালঘেঁষে একটা বেঞ্চ। এটাও পুরনো, পুলিন এই বেঞ্চে বসেই কথা বলে গেছে।

"আপনার দাদামশাই একটা চেয়ারে বসতেন, সেটা কোথায় ?"

"ওটা ঘরে রেখেছি, পায়া ভেঙ্গে গেছে...আচ্ছা কীরকম দাম এটায় পাওয়া যাবে ?"

তুষারকণার ব্লাউজের হাতাটা খুবই ছোট। গরমের আর বাড়িতে পরার জন্যই হয়তো এভাবে তৈরি করিয়েছে। শাড়িটা কমদামী ছাপা। গোছের কাছে উঠে রয়েছে পিঠের আঁচলটাও খাটো। পুলিনের চোরা চাহনি বারদুয়েক ওর কোমর থেকে গড়িয়ে নামল উরুর উপর দিয়ে। সুখদায়ক একটা অস্বস্তিতে সে ভরে গেল। কেমন যেন একটা জটিলতার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে ওর খোলাবাহুর ডৌল, কোমরের ভাঁজ, তলপেটের স্ফীতি, পাছার বক্রতা। ব্যগ্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে। পুলিন ওর মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হল। কত সরল ওর চোখদুটি !

"দাম নেবেন না এটার বদলে জিনিস নেবেন ?"

"একটা খাট কি এটা দিয়ে হয়ে যাবে ?"

"কণা জল ফুটে গেছে।"

রান্নাঘরের দিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে যখন, তুষারকণার গোটা শরীরটা তখন দেখে নেবার সুযোগ পুলিন নিল। ধীরে-ধীরে সে আড়ষ্ট হয়ে গেল। এভাবে সে একসময় ছায়াকেও দেখত। মাঝেমাঝে ধরাও পড়ে যেত। ছায়া চোখ নামিয়ে নিত। ষোলবছর বয়স, বুঝতে পারত। কম কথা বলত...বলতই না প্রায়।

"নিন, খেয়ে দেখুন, লেবু চা।"

"তাহলে বাড়িতে লেবু ছিল।"

"একটা ছিল...এখানে ভাল চা পাওয়াই যায় না। ভ্যারাইটি স্টোর্স থেকে এনে দিয়েছে আমাদের কাজের মেয়েটা...বাজে।"

www.BanglaBook.org

"স্টেশনে একটা দোকান আছে জুপিটার টি হাউস, ভাল চা রাখে, ওখান থেকেই কিনি আমি...বাহ্ চমৎকার করেছেন তো। গদাইটা ভাল করতে পারে না। আপনার যদি দরকার হয় গদাইকে টাকা দেবেন, ও কিনে আপনাকে দিয়ে যাবে।"

পুলিন দ্বিতীয় চুমুক দিল। লেবুটা বেশিই পেকে গেছে। চিনিও একটু বেশি।

"একটা ভাল ডাবল বেড হয়ে যাবে। এই ত্রিদিব নগরেই একজনকে করে দিয়েছি, মাস দেড়েক আগে, চব্বিশ শো টাকায়।"

"চব্ বিশ্ শো !...এটার দাম ?"

বিশ্বাস না হবারই কথা। কাঠের মর্ম সবাই বোঝে না। পুলিন মিটমিট চোখে তাকিয়ে রইল। এখন সে তুষারকণার অনেক কাছে এসে গেছে বলে নিজেকে মনে করল।

"আপনার কি মনে হচ্ছে দামটা কম হল ? পড়াশুনোর জন্য একটা ছোট ডেস্ক আর চেয়ারও দিতে পারি আপনার ছেলের জন্য...কী নাম ওর ? খুব সুন্দর ছেলেটি। ঘুমোচ্ছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরই বাবুই ঘুমিয়ে পড়ে।"

"তবে খাটটা কিন্তু তাহলে আর অত ভাল হবে না।"

"আচ্ছা, একটা ডবলের বদলে দুটো সিঙ্গল খাট হবে ?"

"হতে পারে।"

তুষারকণা অভিভূত। ও যদি তিনটে খাট চায় তাতেও সে রাজি হয়ে যাবে। খালি পেয়ালাটা মেঝেয় নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, তুষারকণা হাত বাড়িয়ে নিল।

"আপনার কি দুটো খাটই চাই ?"

"হ্যাঁ একটা আমার আর একটা ওর জন্য।"

"আপনি কালই গিয়ে পছন্দ করে আসবেন। যদি পছন্দমত না পান, তৈরি করে দেব। আর কালকে লোক পাঠাব এটা নিয়ে যাবার জন্য, কখন আসবে ?"

পুলিন উঠে দাঁড়াল।

"যখন হোক্, দাঁড়ান মাকে জিজ্ঞেস করি, আমি তো আটটার মধ্যে বেরিয়ে যাব।"

ও রান্নাঘরের দিকে গেল। পুলিন ধীরে-ধীরে এগিয়ে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তখন চোখে পড়ল উঠোনের একধারে তিনচারটি গোলাপ গাছ। একটিতে ফুটেও রয়েছে।

"দশটা-এগারোটা নাগাদ পাঠান। আলমারির জিনিসগুলো নামাতে হবে

তো।"

"বেশ।...আপনারও গোলাপের সখ! আমার খুব প্রিয় ফুল।"

উত্তরের জন্য পুলিন কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল। কোন উত্তর না পেয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে সদর দরজার কাছে গিয়ে সে খিলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দিতে তুষারকণা এসেছে।

"আপনি কি রত্না স্টুডিওয় ছবি তুলিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ," প্রশ্নের আকস্মিকতায় অপ্রস্তুত দেখাল, "খুব তাড়া ছিল ছবিটার জন্য, দেখলাম বাড়ির কাছেই রয়েছে দোকানটা।"

"দুটো ছবি তুলেছিল, তার একটা দোকানের শো কেসে রাখার জন্য।"

"হ্যাঁ, তাইই বলেছিল। আমি এককপি চেয়েছিলাম। তারপর আমারও আর মনে নেই, লোকটাও বোধহয় ভুলে গেছে।"

"আপনি দেখেছেন কি ছবিটা?"

"নাহ্, শো-কেসে রেখেছে নাকি! দেখতে হবে তো! আপনি দেখেছেন?"

"অপূর্ব।...আপনাকে চাইতে হবে না, আমিই চেয়ে নেব। কলেজ স্ট্রিটে চেনা দোকান আছে ফটো বাঁধানোর, একেবারে বাঁধিয়ে নিয়েই আসব।...আচ্ছা চলি, তাহলে কাল লোক পাঠাচ্ছি এগারোটা নাগাদ, আর আপনি খাট পছন্দ বা অপছন্দ যাই হোক করে যাবেন।"

ফেরার সময় পুলিন কৃতজ্ঞ বোধ করল। তুষারকণা বড় নরম একটা অনুভব তাকে দিয়েছে। বহুদিন হল সে এমন একটা পূর্ণতার স্বাদ নিজের মধ্যে পায়নি।

কিছুই নয়, সাধারণ কথাবার্তা, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যেমনটা হয়ে থাকে। ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের সঙ্গেও তো সে এইভাবেই কথা বলেছে।

উপযাচক হয়ে একটার পর একটা কাজ নিয়েছে সে। ছেলের জন্য স্কুলের খোঁজ করার প্রতিশ্রুতি, চা কিনে দেব বলা, দোকান থেকে ফটো চেয়ে নিয়ে বাঁধিয়ে দেবার দায় নেওয়া...মাত্র কয়েকঘন্টার মধ্যে! কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে তো তার মনে হচ্ছে না। বহুদিনের পরিচিতের মতই সাবলীল কথাবার্তা হয়েছে।

'অপূর্ব' শব্দটা মুখ ফসকে কি ভাবে যে বেরিয়ে এল! বলেই সে ভয় পেয়ে গেছল। একমাত্র এটাই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আলোর দিকে পিছন ফিরে ছিল তাই ওর মুখে তখন কী ভাব ফুটে উঠেছিল বুঝতে পারেনি। যদি বিরক্তি দেখত তাহলে বলত, 'সুকুমারের হাতটা অপূর্ব।"

পুলিন আপন মনে হেসে উঠল। হিন্দি গান গাইতে গাইতে কাশীনাথ

www.BanglaBook.org

আসছে। তারই মত করে হয়তো এতক্ষণ কোথাও সময় কাটিয়ে ফিরছে, সুখকর কোন সান্নিধ্য, প্রফুল্ল কোন পরিবেশ থেকে। পুলিন মন্থর হল।

কাশীনাথ সম্ভ্রমভরে দাঁড়িয়ে পড়ল গান থামিয়ে।

"সিনেমা দেখতে গেছলে নাকি?"

"আজ্ঞে না, ওপারে গেছলাম গ্রামের এক মাসীর কাছে, নার্সিং হোমটায় আয়ার কাজ করে।"

"তোমার দেশ কোথায়? কথার টান শুনে মনে হচ্ছে দোখনো!"

পুলিন টর্চটার কাচ পাঞ্জাবির হাতায় ঘষতে শুরু করল। যেন এই কাজটার জন্যই সে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"ক্যানিং লাইনে ঘুটিয়ারি শরীফ ইস্টিশনে নেমে ছ-সাত মাইল ভেতরে।"

হৃদপিণ্ডের একটা স্পন্দন ফস্কে গেল পুলিনের। ক্যানিং! ওই দিকেই ছিল ছায়ার দেশ। শিবানী বাপের বাড়ি থেকে ওকে আনিয়েছিল। তার ছোট শালা মহাদেব তালদি থেকে এসে একদিন সন্ধ্যায় ছায়াকে পৌঁছে দিয়ে যায়।

"বাড়িতে আছে কে?"

"সবাই আছে। বাপ মা ভাই বোন।"

"বাড়িতে মাসেমাসে কিছু পাঠাও টাটাও নাকি সবই..."

"আজ্ঞে বাবু, ছ' বছর কাজ করে দুশো দশ টাকা মাইনে হয়েছে, খেয়ে পরে আর থাকে কী যে পাঠাব? বড়বাবুকে বললুম একটা চালাঘর করে দিন, তাহলে ঘরভাড়াটা বাঁচে।"

"একা মানুষ এখানে ভালই তো আছ, ঘর ভাড়া নিয়ে থাকার দরকার কি?"

"চিরকাল কি আর পুরুষমানুষ একা থাকে।"

কাশীনাথের এটা প্রশ্ন নয়, প্রমাণসহ যেন একটা উপলব্ধি পেশ করা। টর্চের আলো ওর মুখের উপর ফেলে পুলিন বলল, "বিয়ে করছ?"

চোখ পিটপিট করে মুখটা পাশে ঘুরিয়ে কাশীনাথ লাজুক হাসল, পুলিন টর্চ নিভিয়ে, "আচ্ছা", বলেই হাঁটতে শুরু করল।

সামনের দরজা বন্ধ। ভিতরে ঠুকঠাক শব্দ শুনে পাশের দরজা দিয়ে সে দোকানে ঢুকল। গদাই টুকরো কয়েকটা ফালিকাঠ নিয়ে বসে পেরেক মারছিল, পুলিনকে দেখে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

"করছিস কি আলো জ্বেলে?"

"পিঁড়ি বানাচ্ছি।"

"কার জন্য?"

"ভোলার মা বলেছিল, 'কেমন কাজ শিখেছিস দেখি, একটা পিঁড়ি বানিয়ে

দিস্ তো,' তাই··· ।"

চোখ জ্বলজ্বল করছে। নিজের হাতে বোধহয় এটাই ওর প্রথম কাজ···সৃষ্টি ! ভয় রয়েছে যদি বকুনি খায়, দ্বিধান্বিত গর্বকে আড়াল করে লজ্জাও ফুটে রয়েছে।

"কাল সকালেই শ্যামসুন্দরকে খবর দিবি এসে যেন দেখা করে, একটা আলমারি আনতে হবে···ভুলবি না ।··· দেবার আগে পিঁড়িটা পালিশ করে দিস।"

পুলিন যাবার জন্য ঘুরেই আয়নায় নিজেকে দেখে থমকে গেল।

কেউ কি বিশ্বাস করবে এক সময় সে সুদর্শনই ছিল। একটাই ছবি ছিল তার, পোস্টকার্ড সাইজের। অফিসের অনিল মল্লিক বিয়েতে উপহার দিয়েছিল। কব্জা দেওয়া নিকেলের ফ্রেম, পাশাপাশি দুটো ছবি রাখা যায়। ফ্রেমটা সামান্য ভাঁজ করে মুখোমুখি ছিল তার আর শিবানীর ছবি কাঁধ সমান উঁচু স্টিলের আলমারিটার উপর।

বৌভাতের দু সপ্তাহ পর সন্ধ্যাবেলায় ছবি তুলতে হাতিবাগানে একটা স্টুডিওয় তারা গেছল। ফিরে আসার পরই শিবানীর হাঁপানির টান ওঠে। পুলিন সেদিনই জানতে পারে রোগটা ওর ছোটবেলার, তার কাছে এটা লুকিয়ে গেছল।

একবার সে ছায়াকে দেখেছিল ঘর মুছতে মুছতে একদৃষ্টে ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোমার পাশে তোমার বৌকে শাঁকচুন্নীর মত দেখায়।' খাটে উপুড় হয়ে থাকা ছায়া বলেছিল।

'শাঁকচুন্নী কখনো দেখেছিস ?' পুলিন বলে ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে থুতনী রেখে।

'কুচ্ছিরি দেখতে মেয়েমানুষকেই শাঁকচুন্নী বলে···যেমন হাড় জিরজিরে সিড়িঙ্গে, কালো, তেমনি খ্যাঁচ খ্যাঁচে, কী দেখে বিয়ে করেছিলে ?

'কী করব, তোকে তো আগে দেখিনি, দেখলে ওকে আর বিয়ে করতাম না।' হাল্কা সুরে সে বলেছিল, ফ্রকের পিঠের হুক খোলায় ব্যস্ত থেকে।

মুখ পিছন দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে পুলিনকে দেখার চেষ্টা করে ছায়া বলেছিল, "তাহলে আমাকে করতে ?"

"হু···করতাম।'

বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিতেই মশারির গায়ে চৌকো শাদা কাগজের চাঁদের আলো সাঁটা হল। এত মেঘ, এত বৃষ্টির পরই জ্যোৎস্না ! পুলিনের মনে হল, তার জীবনেও আলো আসবে।

www.BanglaBook.org

॥ ছয় ॥

শম্ভু এসে জানিয়ে গেছে শুক্রবার তিনটের সময় শেয়ালদা স্টেশনে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে অনুকে নিয়ে থাকবে। শম্ভুর বন্ধু প্রিয়ব্রতও আসবে। শঙ্কর আর তার এক বন্ধু মৌলালির মোড়ে অপেক্ষা করবে। সেখান থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে সবাই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে যাবে।

'ছেলেটা তাহলে রাজি আছে ?'

পুলিন তার ঘেরা কামরায় বসে গলা নামিয়ে বলেছিল। শম্ভুর চোখে সে নিশ্চিন্তি দেখতে পায়নি।

'শঙ্কর তো প্রথম থেকেই বলছে, বিয়ে করব। একটা ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে ওকে বিধাননগর স্টেশনের গায়ে ট্রাম স্টপে দেখা করতে বলি। পাড়ায় দেখা করতে বলিনি কেননা ওর মুভমেন্টের ওপর নজর রাখতে বাড়ি থেকে চর লাগিয়েছে।

'ঠিক সময়েই এসেছিল। ওকে বললাম শুক্রবার চব্বিশ তারিখে রেজিস্ট্রির দিন ঠিক হয়েছে। ওটা বিয়েরও দিন, তিনটে থেকে লগ্ন শুরু ন'টা পর্যন্ত থাকবে। ও বলল, ভাববেন না, আমি শেয়ালদা স্টেশন থেকে দূরে কোথাও অপেক্ষা করব। নিজেই বলল যুব কল্যাণ অফিস বাড়ির নিচে দাঁড়াবে।'

'বাড়ি থেকে কি এখনো প্রেসার দিচ্ছে বিয়ে না করার জন্য ?'

'তাতো কিছু বলল না। আর জিজ্ঞেস করেই বা কী হবে, জানিই তো ওদের বাড়ির মনোভাব। তবে মতলব কিছু একটা এঁটেছে মনে হয়। পরশু ওর মেজদা বাসস্টপে খুব অমায়িক ভঙ্গিতে আমাকে বলল, আগে অ্যাবোর্শনটা করিয়ে নিন তারপর বিয়েতে ওরা উদ্যোগ নেবে। এমাসে না হোক পরের মাসেই বিয়ে দিয়ে দেবে।'

'না না না, খবরদার নয়।' পুলিন আঁতকে ওঠার মত চেয়ারে সোজা হয়ে দু হাত নাড়ে।

'আরে আমিও কি বুঝিনা মতলবটা, কার্যোদ্ধার হয়ে গেলেই কলা দেখাবে। এতেই বুঝলুম ব্যাপারটা নিয়ে ওরাও ভাবছে···ভাবুক, শুক্রবার চুপচাপ কাজটা চুকে যাক তো ! আমি আর দেরী করতে রাজি নই পুলিনদা, কেলেঙ্কারী যা হবার তো হয়েইছে, আরো কিছু ঘটার আগে··· ।'

'আর কে কে জানে ?'

'শঙ্কর বলেছে একজন বন্ধু সঙ্গে থাকবে, তাহলে সে জানে আর এদিকে শুধু মা আর আমার বন্ধুটি। পুলিনদা প্লিজ, শুক্রবার···উইদাউট ফেল।'

ওদের একটা কিছু উপহার দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু ওদের তো ঘরই নেই সুতরাং ঘরে রাখার জিনিস দেওয়া নিরর্থক। বরং কাজে লাগবে এমন কিছুই ভাবা উচিত। অবশেষে পুলিন ভেবেচিন্তে ঠিক করে, শাড়ি আর শার্ট পিস দেবে। আড়াই শো টাকার কাছাকাছি বোধহয় পড়বে। এর কমে, দেবার মত কাপড় হয় না। দুটো জিনিসই মন্মথ বস্ত্রালয়ে পাওয়া যাবে।

এরপর পুলিনের মনে হয়েছিল, শাড়িটা পছন্দ করে দেবার জন্য তুষারকণাকে বললে কেমন হয়! কিছু কি মনে করবে? এসব কাজ তো মেয়েরা ভালই বাসে। ইউনিকে জিনিস কিনতে আসে কি শুধু একা খদ্দেরই! তাদের পছন্দ করিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে একটি দুটি মহিলা তো প্রায়ই থাকে।

তুষারকণার একটা খাটও পছন্দ হয়নি। ইউনিকে এসে চারটি সিঙ্গল খাট দেখেছিল। অফিস থেকে ফেরার সময়।

'আপনি বরং দুটো খাট করিয়েই দিন। নক্সাটক্সা, ফুল লতাপাতা এসব থাকবে না, খাঁজে ধুলো জমে বিশ্রী দেখায়। মশারির জন্য চারকোণে শুধু চারটে স্ট্যাণ্ড, ছত্রিমত্রির দরকার নেই।'

পুলিন শুধু বলে, 'তাই হবে।'

'আলমারিটা নিয়ে এসেছেন?'

'এনেছি। দেখে বুঝতে পারিনি কতটা ভারি! দুটো লোক গেছল, তারা তো তুলতেই পারেনি, আর একটা লোক গিয়ে নিয়ে আসে।···ওটাকে ভেতরে কারখানায় রেখেছি, ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।'

'ওটার কাঠগুলো তো খুলে ফেলবেন?'

'থাক তো এখন, পরে দেখা যাবে। অনেকে তো পুরনো ডিজাইনের আসবাব ঘরে রাখে বনেদী প্রমাণ করার জন্য। পাল্লা দুটো আর একটা পায়া তৈরি করে নিতে হবে।'

তুষারকণা দোকান থেকে বেরোতেই পুলিন ডেকেছিল, 'শুনুন···আপনার ছবিটা দেখে যাবেন।'

'ওহ্ ভুলেই গেছলাম।'

রত্না স্টুডিওর শো-কেসের সামনে গিয়ে ও দাঁড়াল। ইউনিকের সিঁড়ির ধাপ থেকে পুলিন লক্ষ্য করে ওর মুখ, প্রসন্নতায় ঝলমলিয়ে উঠেছে। নিজেকে সুন্দর করে দেখতে পেলে সবাই খুশি হয়। সুকুমার কী যেন বলছে, শুনতে শুনতে ওর চোখে লজ্জা ফুটে উঠল, ঠোঁট টিপে হাসি চাপার জন্য গালে টোলও পড়ে।

পুলিন তখন এগিয়ে যায়।

'দিদিকে বললুম, ছবিটা যদি রাজ কাপুরকে পাঠিয়ে দিই তাহলে পনেরো

www.BanglaBook.org

দিনের মধ্যে বোম্বাইয়ে স্ক্রিন টেস্টিংয়ের জন্য প্লেনের টিকিট যদি না আসে তো সুকুমার না বলে ছাড়পোকা বলবেন···দাদা তোমারও বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'কে বলল হচ্ছে না?' পুলিন মজা পাচ্ছিল। সুকুমারকে ফর্মুলা শেখাবে কে? বরং ওর কাছ থেকেই শেখা যায়।

'আমাকে এককপি দেবেন বলেছিলেন।'

কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে। লজ্জাটা লুকোতে আঁচল দিয়ে মুখ মোছে, একপায়ে ভর রেখে, মাথাটা একটু হেলিয়ে, ভ্রু কুঁচকোয়, ভাবখানা যেন এসব কথা অনেক শুনেছে।

'সে আর বলতে! আজ সকালেই দাদা এসে তাগিদ দিয়ে বলে গেছে, কথা দিয়ে কেন কথা রাখিনি···আপনি নাকি খুব চটে গেছেন আমার উপর, এখুনি যেন এনলার্জ করে একহাত লম্বা একটা প্রিন্ট করে দিই।'

তুষারকণার বিস্ময়টা স্বাভাবিকই ছিল। পুলিন অপ্রতিভ হয়ে ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। সুকুমার যে এভাবে সামনাসামনি বলে দেবে সে ভাবতে পারেনি।

'আমি কি বলেছি একহাত লম্বা প্রিন্ট করে দিতে?···এখুনি করে দিতে?'

কিছু একটা প্রতিবাদ না জানালে ওই সময় নিজেকে বড় খেলো মনে হত। সে বুঝতে পারছিল না তুষারকণার গম্ভীর হয়ে যাওয়াটা তার হেনস্থা দেখে মজা পেয়ে নাকি গায়ে পড়ে অযাচিত কাছে আসার চেষ্টার জন্য? বুদ্ধিমতী···কিছু একটা নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে।

'জানেন দিদি, একটা ছবি তুলে দিয়ে তবে দাদাকে শান্ত করি···পুলিনদা, ছবি যা একখানা হবে না···'

'এটা দেব আনন্দকে পাঠালে কী হবে?'

তুচ্ছতার স্তরে কথাবার্তাকে নামিয়ে দেবার জন্য পুলিন বলেছিল। কিন্তু মনে মনে অসম্ভব রেগে উঠেছিল সুকুমারের উপর। ফক্কুড়ির একটা সীমা আছে।

তুষারকণা তখন ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বলে, 'যেদিন হোক সুবিধামত একটা কপি আমাকে দেবেন, সাইজটা ছোট হলেও চলবে।'

ও চলে যাবার পর পুলিন গনগনে স্থির চোখে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের ভাষা পড়ে নিয়ে হাত জোড় করে বলেছিল, 'মুখের আগল আমার কম, ক্ষ্যামাঘেন্না করে দিও···একটু মজাটজা না থাকলে জীবনটা বাজে হয়ে যায়। তিনদিনের মধ্যে দুটো ছবিই পেয়ে যাবে।'

মনের মধ্যে খচখচ করেছিল পরের দুটো দিন। কী ভেবে নিয়েছে কে জানে। তুষারকণার আসা-যাওয়ার সময়টায় সে কামরার মধ্যে বসে থেকেছে।

নিজেকে ওর দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখার জন্য। ক্ষুদ্র হয়ে গেছি ভেবে যে আড়ষ্টতা বোধ করছিল সেটা কেটে যায় শম্ভু এসে যখন বলল, শুক্রবার রেজিস্ট্রির দিন ঠিক হয়েছে, শেয়ালদায় তিনটের সময় যেন ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে সে থাকে।

"দেবু আজ দুপুরে আমি কলকাতায় যাব। দোকানে থাকিস, সন্ধ্যে হয়ে যাবে ফিরতে ফিরতে।"

"আমার একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে।"

"কতদূরে ?"

"পাড়াতেই।"

"আমি এলে পর যাস।"

পুলিন মন্মথ বস্ত্রালয়ে গেল।

"বিয়েতে দিতে হবে শাড়ি আর শার্টের পিস।"

নিচু তক্তপোষে শাদা চাদর পাতা। মন্মথ কর ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে। পুলিনের কথা শুনে মন্মথ বলল, "বাজেট কত ?"

"শ' দুই।" একটু কমিয়েই সে বলল। ইউনিকেও এই প্রশ্নটা সে করে। খদ্দের বাজেটের যে অঙ্কটা বলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা ছাপিয়ে গিয়ে জিনিস কেনে। সেটা হয় তার জিনিস দেখানর কায়দায়। মন্মথ করও নিশ্চয় বিক্রির কায়দা করবে !

"তাঁতের নেবেন না বোম্বাই প্রিন্ট ?"

"যা হোক হলেই হল, আমি তো আর পরব না।"

"আপনি ওই শোকেসে শার্ট পিস, প্যান্ট পিস রয়েছে, ওগুলো দেখুন, দাম লেখাই আছে।"

"জেনুইন মিলের তো ?"

"নির্ভাবনায় থাকুন। এখানে দু নম্বরী মাল পাবেন না।"

পুলিন উঠে-গিয়ে কাচের সামনে দাঁড়াল। ভাঁজ করে রাখা কাপড়গুলো পিন দিয়ে আঁটা, তাতে দাম লেখা কাগজ সাঁটা। লাল কাপড়ে শাদা ফুটি দেওয়া একটা জামার পিস সে পছন্দ করল। পঁচাত্তর টাকা দাম লেখা। তাহলে শাড়ির জন্য রইল একশো পঁচিশ।

যথেষ্ট, শম্ভুর বোনের জন্য···তার নিজের নয় ! বাড়িতে পরা যাবে, বাইরেও পরা যাবে এমন শাড়িই বেশি দরকার হয়।

"কোটা নিয়ে যান, এখন খুব চলছে।"

"দিন্।"

www.BanglaBook.org

লাল একটা শাড়ি সে বেছে নিল। তার আগে একশ কুড়ি টাকা দামটা পাড় উলটে দেখে নিয়েছিল। পাঁচ টাকা বাঁচল বাজেট থেকে। দু-চার টাকা কমানোর জন্য সে অনুরোধ করল না। এই দোকানের কাঠের যা কিছু কাজ ইউনিকেরই করা। বারো হাজার টাকা দেবার পর মন্মথ হাত জোড় করে বলেছিল, বাকি তিনশো আর নাই বা নিলেন। সে ছেড়ে দিয়েছিল।

পলিথিনের থলি হাতে ঝুলিয়ে সে মন্মথ বস্ত্রালয় থেকে বেরিয়ে দেখল সুকুমারের কাঁধে ব্যাগ, স্কুটারে স্টার্ট দিচ্ছে।

"ছবিটা আজ পেলে ভাল হত সুকুমার, কলকাতায় যাচ্ছি, বাঁধাতে দিয়ে আসতাম।"

"কাল ঠিক দোব, প্রমিস···খুব ব্যস্ত, গায়ে হলুদের ছবি তুলতে যাচ্ছি।···কাল না হলে পরশু অবশ্যই।"

সওয়া দুটোর ট্রেনটা ধরার জন্য পুলিন কুড়ি মিনিট আগে বেরোল। হাতে পলিথিন থলিটা। শম্ভু যা বলে গেছে তাতে লোক হবে ছজন। রেজিস্ট্রি সেরে সবাইকে নিয়ে মিষ্টিমুখ করাবে, এই সিদ্ধান্তটা সে আজ সকালে নিয়েছে। কাছাকাছি নিশ্চয় মিষ্টির দোকান পাওয়া যাবে। সেখানে বর-বৌয়ের হাতে কাপড় তুলে দেবে। ছ' জনের মধ্যে সে বয়সে বড়, তারই খরচ করা উচিত যদিও এটা শম্ভুর দায়। ছ' জনে কত টাকার খাবে ? খুব বেশি হলে সত্তর-আশি। রেজিস্ট্রার আর সেখানকার লোকেদেরও একবাক্স সন্দেশ দিতে হবে।

প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করার সময় তার মনে হল একটা কৌটোয় সিঁদুর নিয়ে যাওয়া উচিত। সই করবার পর স্বামী সিঁদুর দিয়ে দেবে স্ত্রীর সিঁথিতে। এটাই সে শুনেছে, শম্ভুও নিশ্চয় জানে। কিন্তু যদি ও ভুলে যায় ! লাইনের ওপারে বিশ্বকর্মা ভাণ্ডারেই কাঠের কৌটো আর সিঁদুর পাওয়া যাবে। সে কয়েক পা গিয়েই ফিরে এল। যদিও ঠিক সময়ে কখনোই আসে না, ট্রেনটার আসার সময় হয়ে গেছে। যদি আজ কারেক্ট টাইমে এসে যায়।

আশ্চর্য, প্রায় এসেও গেল ! মাত্র দেড় মিনিট দেরি করেছে। এটা কোন লেটই নয়। কোন কামরাতেই ভিড় নেই, পুলিন জানলাতে বসার জায়গা পেল। পাখা প্রত্যেকটাই ভেঙ্গে নেওয়া কিন্তু আজ ভ্যাপসা গরমটা নেই। পাঞ্জাবি গায়ে লেপ্টে থাকবে না ঘামে। মেঝেও নোংরা নয়। জানলার অধিকাংশ পাল্লা তুলে নেওয়া, বৃষ্টি নামলে ভিজতে হবে কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। পুলিনের মনে হল, সকাল থেকে সবকিছুই ঠিকঠাক মসৃণভাবে চলেছে···

তিনটে বাজতে পাঁচ, তখন পুলিন প্ল্যাটফর্মের বাইরে এল। কালেক্টরের

চোখ ও মন ঝুড়ি মাথায় একটি লোকের উপর গেঁথে যাওয়ায় পুলিনের টিকিট হাতেই থেকে গেছে। সেটা দিয়ে ঘাড় চুলকে নিয়ে সে দূরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে তাকাল।

শম্ভুকে সে দেখতে পেল। সেই একই শার্ট, প্যান্ট আর হাতের ব্যাগটা, যা গত এক বছরেরও বেশি ওর ছোটখাট, দুবলা চেহারার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। রাস্তা পার হবার সময় ওর পাশের দুজনের দিকে পুলিনের নজর পড়ল। নিশ্চয় ওর বোন আর বন্ধুই হবে।

"ঠিক সময়েই এসেছি, ঘড়ি দ্যাখ।"

"পুলিনদা এই আমার বোন অনুরাধা আর আমার বন্ধু প্রিয়ব্রত।"

প্রথমে মুখে, তারপরই পুলিনের চোখ ওর পেটের দিকে নিবদ্ধ হতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। ব্যাপারটা যে সে জানে, অনুকে তা বুঝতে দিলে নিষ্ঠুরতাই হবে।

"থাক্ থাক্···সুখী হও বোন, শান্তিতে থাকো।"

পুলিন ঝুঁকে ডানহাতের আঙুল অনুর মাথায় ছোঁয়াল। এটাই কি জীবনে একটি মেয়ের কাছ থেকে তার প্রথম প্রণাম পাওয়া? বিজয়ার দিনে শিবানী তাকে প্রণাম করত। ওকে কি মেয়ে বলা যায়? তার থেকে শিবানী এক বছরের বড়ই ছিল, যেটা সে জেনেছিল মামলার সময়।

নমস্কার জানাল প্রিয়ব্রত। শম্ভুর মতই ছোট্ট দেহ কাঠামো, সৌম্য, শান্ত চাহনি, চশমার কাচটা মোটা। চুল উঠে গিয়ে কপালটাকে প্রশস্ত করেছে। শম্ভু বলেছিল কলেজে ফিজিক্স পড়ায়, ছাত্রীকে বিয়ে করেছে রেজিস্ট্রি করে।

"এই তাহলে আজকের নায়িকা।"

অনুর মুখের উপর দিয়ে হাসি ভেসে গেল। চমৎকার মুখ, শম্ভু বলেছিল ঠিকই···সুন্দরীই। বাড়ির প্রবল বাধা আপত্তি সত্ত্বেও ছেলেটা কেন বিয়ে করতে চায়, সেটা পুলিন এখন বুঝতে পারল। কিন্তু তুষারকণার মুখটা যে মনের মধ্যে এক ঝলক কেন ফুটে উঠল, সেটা তার বোধগম্য হল না। সে কি তুলনা খুঁজছে?

"পুলিনদা, এখান থেকে হেঁটেই যাই, মৌলালি তো কাছেই।"

শম্ভুর ভিতরে চাপা অস্থিরতা কাজ করছে। গলার স্বর কঠিন, দ্রুত।

"এইটুকু পথ, হেঁটে ছাড়া কি ট্যাক্সিতে যাব?"

সে আর শম্ভু আগে, পিছনে ওরা দুজন। শেয়ালদা কোর্ট ছাড়াতেই পুলিন বলল, "আর দেখা হয়েছে কি?"

"কে শঙ্কর?···না।"

www.BanglaBook.org

ওরা আর কথা বলেনি, শম্ভু মাঝে মাঝে হাঁটার গতি বাড়িয়ে ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ছিল, ভ্রূ কুঁচকে। নীলরতন হাসপাতালের দেয়াল আর ট্রাম লাইনের মধ্যে সরু পথ। কাদা, পেচ্ছাপের গন্ধ, আবর্জনায় পথটা হাঁটার অযোগ্য। তাছাড়া পিছন থেকে ট্রাম আসছে কিনা দেখার জন্য বারবার মুখ ফিরিয়ে তাকাতে হচ্ছিল।

"লাইনের ওদিক দিয়ে চল বরং, নিশ্চিন্তে হাঁটা যাবে।"

পুলিনের কথা মতো ট্রাম লাইন পেরিয়ে এল ওরা।

"এইখানে দাঁড়াই।"

লাল ইটের বাড়িটার সামনে ট্রাম স্টপে শম্ভু তাদের অপেক্ষা করতে বলল। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দু ধারে এমনকি পিছনে জগদীশ বোস রোডের ওপরেও তাকাল।

"এখনো তো এসে পৌঁছয়নি," পুলিন হাতঘড়ি দেখল, "তিনটেয় কি আসার কথা?"

"হ্যাঁ। বলা ছিল আমরা স্টেশন থেকে তিনটেয় রওনা দিয়ে হেঁটে আসব।"

"তাহলে আসার সময় পেরিয়ে যায়নি।"

প্রিয়ব্রত চুপচাপ। হয়তো অনুর সঙ্গে পথে দু' চারটে কথা বলে থাকতে পারে। অনু মুখ তুলে বাড়িটার দেয়ালে রঙিন চিনেমাটির টুকরো দিয়ে গড়া বিরাট ম্যুরালটার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে।

এক যুবকের ডানহাতে জ্বলন্ত মশাল, বাঁ হাতটা সামনে বাড়িয়ে, এক লালপাড় শাড়ি পরা যুবতীর হাতে ধানের শীষ। পুলিনের মনে হল দেয়ালের মেয়েটির আদল রয়েছে অনুর মুখে। দুজনেরই অনুত্তেজিত টলটলে চোখ। দিঘির মত।

শঙ্করকে বা তার বন্ধুকে পুলিন কখনো দেখেনি। তবু সে লোকজনের, বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলেদের লক্ষ্য করে যাচ্ছে। দুজনকে তার মনে হয়েছিল শঙ্কর হতে পারে। কালো ডোরা দেওয়া শাদা স্পোর্টস শার্ট পরা ছেলেটি তাদের কাছ দিয়েই চলে গেল। যাবার সময় অনুর দিকে দু' তিনবার তাকায়। না তাকালেই পুলিন আশ্চর্য হত। ছেলেটি একা, সুতরাং শঙ্কর নয়। তার সঙ্গে একজন বন্ধু থাকার কথা।

অন্য ছেলেটি সুন্দর দেখতে, বয়স আরো কম। আজকের দিনে শঙ্করের যেমন সাজগোজ করা উচিত ছেলেটি সেই ভাবেই সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরেছে। সঙ্গে প্যান্ট শার্ট পরা সমবয়সী একজন। পুলিন আশ্বস্ত বোধ করেছিল। কিন্তু ওরা জগদীশ বোস রোডে একটা খালি ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল।

'শম্ভু সাড়ে তিনটে বেজে গেল।'

পাংশু হয়ে গেছে শম্ভুর মুখ। সে ব্যাকুল ভাবে শেয়ালদার দিকে তাকিয়ে ট্রাম বাস মোটর এবং কয়েক হাজার লোকের মধ্যে থেকে শঙ্করকে খোঁজার চেষ্টা করল।

"কিছু বুঝতে পারছি না পুলিনদা! আমি তো ওকে পরিষ্কারভাবে বলেছি, শুক্রবার, চব্বিশে, তিনটেয়, মৌলালির মোড়ে যুবকল্যাণ অফিস বাড়ির সামনে, তিন চারবার বলেছি!...ওর কিছু হল না তো?"

"কি আবার হবে?"

শম্ভু কথা বলতে পারল না। উদ্বেগ ফুটে উঠেছে প্রিয়ব্রতর মুখেও। সে ঘড়ি দেখল, এই নিয়ে অন্তত চারবার।

"শম্ভু, রেজিস্ট্রারকে বলা আছে চারটের মধ্যে পৌঁছব।"

"কিন্তু শঙ্কর না এলে তো..." শম্ভু তাকাল বোনের দিকে। "অনু তোর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কি দেখা হয়েছে?"

"না।"

মৃদু অথচ ঋজু স্বর। পুলিনের মনে হল মেয়েটি যেন এই রকম একটা পরিস্থিতির জন্য তৈরিই হয়ে রয়েছে।

পুলিন লক্ষ্য করেনি দুটি ছেলেকে ট্রামলাইন পেরিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে। লক্ষ্য না করার কারণ, ওদের কাউকেই তার শঙ্কর মনে হয়নি। দু জনেরই শীর্ণ দেহ, কালো রঙ এবং মুখে নিচু স্তরের রুচি, চাহনিতে সতর্ক ধূর্তামি। একজনের চোয়ালটা লণ্ঠনের মত, অন্য জনের মুখটা চ্যাপ্টা। ওদের চোখ অনু এবং শম্ভুকে পর্যায়ক্রমে দেখে যাচ্ছে।

দুজনে শম্ভুর সামনে দাঁড়াল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল শম্ভুর মুখ।

"শঙ্কর আসবে না, মিছিমিছি আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন।"

"য়্যাঁ!" ফ্যালফ্যাল করে শম্ভু তাকিয়ে।

"বাড়ি চলে যান।"

"আসবে না!" শম্ভুর স্বর ভূতে পাওয়ার মত।

"যা বলছি শুনুন, শঙ্কর জীবনেও আর আসবে না...অন্য ভগ্নীপতি খুঁজুন।"

ধীরে ধীরে, অচঞ্চল ভঙ্গিতে যেন সুপরামর্শ দিচ্ছে বিপন্ন বন্ধুকে এমন ভাবে লণ্ঠন-চোয়াল কথা বলে গেল। পুলিনের শরীরের মধ্যে একটা কম্পন শুরু হয়েই থেমে গেল ক্রোধ এবং ভয়ের মাঝামাঝি জায়গায়।

"তোমরা কে?"

www.BanglaBook.org

দুজনে আড়চোখে পুলিনের দিকে তাকাল। লোকটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে কি আনবে না, এমন একটা দ্বিধা ওদের চাহনিতে দেখা গেল।

"আমরা কে, তা জেনে আপনার কোন লাভ হবে না...দাঁড়িয়ে থাকতে চান তো থাকুন, তবে বিয়ে করতে শঙ্কর আসছে না।" লণ্ঠন-চোয়াল এরপরই আঙুলটা শম্ভুর দিকে তুলে গলাটা খাদে নামিয়ে শান্ত স্বরে বলল, "আপনাদের পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে...নিজে থেকে না যান তো বাধ্য করা হবে, আটকাতে পারবেন না।"

যেমন আচমকা এসেছিল তেমনিভাবেই দুজনে চলে গেল। মন্থরগতিতে ট্রামলাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে শেয়ালদার দিকে যাচ্ছে। একজন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দাঁড়াল সিগারেট ধরাতে। একবারের জন্যও তাকিয়ে দেখল না পিছনে কি ভগ্নস্তূপ তারা রেখে যাচ্ছে।

"এরা কারা?...আমরা এখানে কী জন্য দাঁড়িয়ে তাই বা জানল কি করে!"

"ব্যাপার কি শম্ভু? এরা তো গুণ্ডা মনে হচ্ছে!"

প্রিয়ব্রতর স্বর বসে গেছে ভয়ে। শান্ত, নির্বিরোধী লোক, ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলার রাস্তা খুঁজে পাবার জন্য সততই উৎকণ্ঠায় থাকে, চারধারে তাকিয়ে বোধহয় আরো কিছু গুণ্ডা আসছে কিনা খোঁজ নিল।

অনুর মুখে কোন বিকার নেই, অদ্ভুত গাছাড়া ভাব, তবে বিব্রত হয়েছে যে, বোঝা গেল তার কথায়। "দাদা দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, ফিরে চলো।"

"কোথায়?" শম্ভু একটা ঘোরের মধ্য থেকে শব্দটা টেনে বার করল।

"বাড়ি চলো।"

"পাড়ায় থাকতে দেবে না!...আসার সময় এই দুজনকে দমদম স্টেশনে দেখেছি, এদের একটা গ্যাং আছে, এদের ভাড়া করেছে শঙ্করের বাবা।"

শম্ভু অসহায় চোখে পুলিনের দিকে তাকাল। ভরসা চাইছে। কিন্তু ভরসা দিতে হলে বাজে কথা ছাড়া তার আর কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা জীবন নিয়ে টানাটানির পর্যায়ে চলে গেছে। শম্ভুর কোন সামর্থ্যই নেই যে পাল্টা হাঙ্গামায় নামতে পারে।

"চল্ শম্ভু, লাভ নেই আর দাঁড়িয়ে।"

"আমার একটা কাজ আছে শম্ভু, আমি যাচ্ছি...ঘাবড়াসনি, বাড়ির অমতে বিয়ে তো, প্রথম প্রথম এইরকম হয়, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রিয়ব্রত হনহনিয়ে কয়েক সেকেণ্ডেই তিনজনের থেকে তার ব্যবধানটা বাড়িয়ে ফেলল।

ফেরার জন্য অনুই প্রথম পা বাড়াল। মুখ থমথমে। নিশ্চয় মনে আঘাত পেয়েছে। অপমানটা ওরই তো বেশি লাগার কথা। দাদা, মা, বিপন্ন তার জন্যই, এই চিন্তায় কি নিজেকে অপরাধী ভাবছে না? পুলিন ওর মুখ দেখার চেষ্টা করল। একই রকম থমথমে। ওর সামনে মাটিতে কাদাজল। হিসেব করে লম্বা পা ফেলে সাবধানে সেটা ডিঙ্গিয়ে গেল। শম্ভুর মত ওর অনুভূতিগুলো অসাড় হয়ে যায়নি।

এতক্ষণে পুলিনের খেয়াল হল, তার হাতে পলিথিন থলিটা ধরা রয়েছে। আশ্চর্য, মনেই ছিল না!

সেও কি তবে ভয় পেয়েছে!···বাড়ি ফিরেছিল রাত পৌনে বারোটায়, অফিসের বলাই আর তার বৌয়ের সঙ্গে হাতিবাগানে সিনেমা দেখে। ওরা চলে গেল রায়বাগানের দিকে। গজগজ করতে করতে সদর খুলে দিয়েছিল একতলার পান্নাবাবুর বৌ। তিনতলায় উঠে দরজায় ঠুকঠুক শব্দ করেছিল। দরজা খুলে দিয়েছিল ছায়া। একটা আলো জ্বলছে না! ভিতরটা পুরো অন্ধকার।

ঘন, জমাট একটা ছায়ার মতই ও দাঁড়িয়ে ছিল। ছায়া তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল, আচমকা, অপ্রত্যাশিত···থরথর কাঁপছিল ওর শরীর, শ্বাস প্রশ্বাসে অস্বাভাবিক গভীরতা, নখ দিয়ে তার বগলের নিচের মাংস খামচে ধরেছিল, প্রসব যন্ত্রণার মত শব্দ বেরোল ওর মুখ দিয়ে। জোর করে ওকে বিছিন্ন করার সময় পুলিন চাপাস্বরে না বলে উঠেছিল।

···শোবার ঘরের দরজার পাশে দালান আর রান্নাঘরের সুইচ। দালানের আলো জ্বেলে সে ঘরের ভিতরে তাকায়। আলোটা ত্রিভুজের আকার নিয়ে শোবার ঘরে খাটের পায়া পর্যন্ত মেঝেয় ছড়ানো। ত্রিভুজের কিনারে লাল তরল পদার্থটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রগুলি ছিঁড়ে গেছল তার মাথার মধ্যে।

"য়্যাঁ কী বললি?"

"এখন বাড়িতে গিয়ে কি দেখব কে জানে!"

"পাড়া প্রতিবেশীরা কেমন লোক?"

শম্ভু শুধু মাথা নাড়ল। সাবওয়ে দিয়ে নেমে আবার আবর্জনা, কাদা মাড়িয়ে ভিড় ঠেলে ওরা স্টেশনের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় এল।

"ফাঁকা থ্রেট করেনি পুলিনদা।"

অনু একটু পিছিয়ে হাঁটছে। পুলিন গলা নামিয়ে শম্ভুর গা ঘেঁষে বলল, "ওরা চায়না ছেলের অপকর্মটা জানাজানি হোক, চায়না এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হোক···তা বোনকে আবার বুঝিয়ে বল। নিজের চোখেই তো দেখল ব্যাপারটা

www.BanglaBook.org

কোথায় গড়িয়েছে···যে ছেলে বিয়ে করতে আসব বলেও এল না, দুটো গুণ্ডা পাঠিয়ে দিল···জানাজানি হল কী করে? নিশ্চয় ও বাড়িতে বলে দিয়েছে···"

"হয়তো ওকে আটকে রেখেছে।"

চমকে দুজনে ফিরে তাকাল। অনু তাহলে শুনেছে তার কথা! খেয়াল রাখা উচিত ছিল ও পিছনেই রয়েছে।

"তাও হতে পারে। কিন্তু বলবে কেন বাড়ির লোকেদের?"

"বন্ধুকে বলেছিল, হয়তো সে বাড়ির লোককে জানিয়ে দিয়েছে।"

পুলিন চুপ করে গেল। সিঁড়ি ভেঙ্গে তারা স্টেশনের ঢাকা চত্বরে উঠল। আর ঘণ্টা খানেক পর থেকে ভিড় শুরু হবে। একধারে আর্ট স্কুলের ছাত্ররা মেঝেয় বসে থাকা যাত্রীদের স্কেচ করছে। কিছু লোক তাদের কাজ দেখছে। উঁচুতে ইলেকট্রনিক টাইম টেবলে লেখা ফুটে রয়েছে, কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে কখন কোন গাড়ি এখন ছাড়বে। আধঘণ্টা পর ছাড়বে কল্যাণী সীমান্ত, শম্ভুর মুখের দিকে পুলিন তাকাল।

"এটাতেই চল্···তাড়াতাড়ি ফেরাই ভাল।"

কিছু একটা অস্থিরতা ওকে যাঁতায় ফেলে যেন পিষছে। মুখটা কুঁকড়ে যন্ত্রণা সইতে সইতে শম্ভু বারবার উদ্দেশ্যহীন তাকাচ্ছে চারধারে। ভয় পেয়েছে তো বটেই। ওকি ধরে নিয়েছে গুণ্ডারা এখানেই ঝাঁপিয়ে পড়বে? ···ছুরি মারবে, বোমা ছুঁড়বে? অবশ্য এখন সব জায়গাতে সব কিছুই হতে পারে! তাই বলে এখুনি কিছু হচ্ছে না, ওরা সময় বেঁধে দেয়নি পাড়া ছাড়ার জন্য।

পুলিন পকেটে হাত ঢোকাল। "আমি টিকিট কেটে আনছি···দুটো দমদম তো? তুই এটা একটু ধর।"

পলিথিন থলিটা শম্ভুর হাতে দিয়ে সে টিকিট কাটতে লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। দূর থেকে থলিটার দিকে তাকিয়ে পুলিন মাথা নাড়ল। এতক্ষণে কোন মিষ্টির দোকানে বসে তাদের খাবার কথা। ভেবে রেখেছিল তখন সে শাড়ি আর শার্ট পিসটা দুজনের হাতে দেবে।···শম্ভু কি সঙ্গে করে সিঁদুর এনেছে? ওরও কি একবার মনে হয়নি, সিঁদুর এতক্ষণে অনুর সিঁথিতে লেগে থাকার কথা!

"অনু চা খেয়ে আসি, চলো।"

"এখন থাক।"

"শম্ভু?"

"চলুন···আয় অনু।"

পুলিন চায়ের সঙ্গে তিনটে দরবেশও কিনল। প্লেটটা অনুর সামনে ধরতে সে মাথা নাড়ল, তারপর কি ভেবে একটা তুলে নিল। শম্ভুও নিল এবং গোটাটা মুখে

পুরেই গিলে ফেলল। পুলিন অবাক হয়ে গেল ওর খাওয়ার রকম দেখে।

"ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে, আমি ভাবতে পারছি না পুলিনদা।"

"থাক্ তোকে আর ভাবতেও হবে না। চা'টা খেয়ে নে, সময় হয়ে এল গাড়ি ছাড়ার।"

গরম চা বড় বড় চুমুকে খেয়েই শম্ভু হেঁচকি তুলল। মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরে এদিক ওদিক তাকিয়ে ছুটে রাস্তার দিকে চলে গেল বমি করার জন্য।

ট্রেন ছাড়বে দু নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে, কিন্তু তখনো ট্রেন এসে পৌঁছায়নি। ওরা সামনের দিকে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্ল্যাটফর্মে ক্রমশই লোক বাড়ছে।

"লোডশেডিং হয়েছে নাকি ?···এখনো ট্রেন এল না, পাঁচটায় তো ছাড়ার কথা।"

পুলিনকে উদ্দেশ্য করেই লোকটি বলেছে।

"ঠিক সময়ে লাস্ট কবে ট্রেন চলেছে মনে করতে পারেন ? ভারিক্কি চালে সে উত্তর দিল।

"এমার্জেন্সির সময় চলেছিল।"

"গুঁতো খেয়ে, চাকরি যাবার ভয়ে তখন সবাই কাজ করত। আবার গুঁতোর ব্যবস্থা হোক···"

পুলিন কথা শেষ না করেই ঘুরে দাঁড়াল। মান্নাবাবু আর তার বৌ···ওরা সামনের বাড়ির দোতলার লোক, আলাপ নেই কিন্তু পুলিনকে নিশ্চয় চেনে। বহুদিন বাদে সে শ্যামপুকুর পাড়ার লোকের মুখ দেখল। এভাবে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ানোর কোন মানে হয় না, দশ বছরে কেউ আর চেহারাটা তার মনে করে রাখেনি নিশ্চয়। শুধু ভয়ঙ্কর কোন ব্যাপার নিয়ে কথা উঠলে তাদের নাম হয়তো দু' চার জন করবে।

তবুও সে পাড়ায় মুখ দেখাতে পারত না। গলির প্রত্যেকে তাকে দেখলেই তাকিয়ে থাকত অদ্ভুত দৃষ্টিতে। অবশেষে সে ভয় পেতে শুরু করেছিল। দৃষ্টিগুলো তাকে হুমকি দিত দূর হ, দূর হ। এমনও হয়েছে, পরপর তিনদিন সে তিনতলা থেকে নামেনি। এদের দৃষ্টি থেকে পালিয়েই সে বাগুইপাড়ায় গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। মান্না দম্পতিকে দেখে দশ বছর আগের লুকিয়ে পড়ার সেই চেষ্টাটাই ফিরে এসেছে। এখন এসবের কোন মানে হয়কি।

পুলিন আবার ঘুরে দাঁড়াল। লোকটা সরে গেছে পাখার নিচে। অনু সামনেই, সে তার সঙ্গে কথা বলার ছলে মান্নাদের চোখের উপর নিজেকে হাজির রাখতে চায়।

www.BanglaBook.org

"তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট তো শিগ্গীরই বেরোবে, পরশুর কাগজেই দেখলাম, বোধহয় শনিবারে।"

"আমিও দেখেছি।"

"পাস তো করবেই···শম্ভু বলেছিল লেখাপড়ায় তুমি ভাল।"

হাসল। মান্নাবাবু বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখটা ঘোরাচ্ছেন। পুলিনের সঙ্গে চোখাচোখি হল, দু তিন সেকেণ্ড চাহনিটা রেখে সরিয়ে নিলেন।

চিনতে পারেনি···কিংবা পেরেছে। এখন তাকে চিনে, স্মৃতিকে খোঁচাখুচি করে রোমগুলোকে সুড়সুড়ি দেবার উৎসাহটা বোধহয় আর নেই।

"পাস করে কী করবে ? কলেজ ?"

"দেখি।"

ট্রেন আসছে দু নম্বরেই। লাইনের ধার থেকে ওরা পিছিয়ে এল। সেই সময় কে যেন হাত চেপে ধরতেই পুলিন চমকে শিউরে উঠল।···শম্ভু।

"তোমার বাড়িতে গিয়ে আজ রাতে আমরা থাকব, অনুর জন্যই।"

ফিসফিস করে যেন মিনতি জানাল। ট্রেনটা মন্থর গতিতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছে। জানলার ধারে বসার জন্য যারা কামরার হাতল ধরতে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে দৌড়চ্ছে তাদের একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পুলিন টলে পিছিয়ে যেতেই শম্ভুর হাতটা ছেড়ে গেল।

ওঠার জন্য ধাক্কা ধাক্কি, ঠেলাঠেলি শেষ হবার পর তারা উঠল। তিনজনের জন্য আসনে চারজন বসাটাই রীতি হয়ে গেছে এবং তারই সুবাদে অনু বসার জায়গা পেল। আর একটা জায়গাও ছিল। শম্ভু প্রায় ঠেলেই পুলিনকে বসিয়ে দিল।

"একটা স্টেশন পরেই তো নামব।"

একদৃষ্টে তার মুখের দিকে শম্ভু তাকিয়ে রয়েছে। কী যেন তখন বলছিল।···রাতে থাকতে চায়। থলিটা কোলের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। শাড়ির একটা কোণ থলি থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল অস্বাভাবিক তৎপরতায়।

কামরাটা ভরে গেছে। জানালা দিয়ে সে প্ল্যাটফর্মে তাকাল। ব্যস্ত পুরুষ ও মেয়েরা কামরাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে চলেছে। একটু ফাঁকা দেখলেই উঠে পড়বে।

তুষারকণাকে দেখতে পেল পুলিন। প্রায় চেঁচিয়েই ফেলছিল : 'এই যে' বলে। সামনে দিয়ে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে তাদের কামরাতেই ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। দেখতে না পেলেও পুলিন অনুমান করল, দরজা জুড়ে

পথ বন্ধ করে নিশ্চয় এখন পাঁচ-ছ'জন দাঁড়িয়ে। হয়তো উঠতে পেরেছে কিংবা আবার অন্য কোন কামরায় ওঠার জন্য ছুটেছে। মনটা হঠাৎ তিক্ত হয়ে উঠল অযথা ক্ষোভে।

শম্ভু রাতে থাকতে চেয়েছে। তা আমার কাছে কেন ? এইসব ঝামেলার মধ্যে আমি কেন জড়াব ! বিরক্ত চোখে পুলিন তাকাল শম্ভুর দিকে। তখনই ট্রেনটা ছাড়ল।

॥ সাত ॥

দমদমে নেমে যাবার সময় শম্ভু বলল, "চলি পুলিনদা, যা হয় আপনাকে জানাব···আয় অনু।"

প্ল্যাটফর্মে নেমে শম্ভু জানলা দিয়ে তাকাল। পুলিন হাতটা তুলে মাথা হেলাল। ও ম্লান হাসল।

"আসিস কিন্তু।"

শম্ভু কথাটা বুঝতে পারেনি তাই ঝুঁকে জানলার কাছে মুখ এনে যখন "কী বললেন ?" বলল, তখনই ট্রেন ছেড়ে দিল। জানলার পাশে ছুটতে ছুটতে সে আবার বলল, "কী বললেন ?"

পুলিন কিছু বলেনি। সে তখন তুষারকণাকে দেখতে পেয়েছে। চোখ ও মনের ব্যস্ততাটা বদলে গেল এক লাইন থেকে ট্রেনের অন্য লাইনে যাওয়ার মত।

ঝাঁকুনিটা মাথার মধ্যে স্থির হয়ে যেতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে তুষারকণার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাত নাড়ল।

"এই যে···এই যে।"

ঠাসাঠাসি যাত্রী, এমনকি দুই বেঞ্চের মধ্যের সরু জায়গাতেও। কেউ কেউ মুখ ঘুরিয়ে দেখল, কাকে এভাবে ডাকছে ? ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব।

পুলিনকে দেখতে পেয়ে তুষারকণা মাথা হেলিয়ে, এক চিলতে হাসি ফোটাল।

"চলে আসুন, বসার জায়গা আছে।"

হাত তুলে তুষারকণা জানিয়ে দিল, আমি ঠিক আছি। পুলিন ধীরে ধীরে বসে পড়ল।

বাগুইপাড়া স্টেশনের অনেক আগেই উঠে পড়ে সে দরজার দিকে এগোল।

www.BanglaBook.org

"এইটুকুর জন্য ভীড় ঠেলে যাওয়া আবার নামার জন্য আসা···তার থেকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভাল।"

"তা যা বলেছেন···তবে ভীড়ের মধ্যে নানান রকমের লোক থাকে তো,···"

মৃদু স্বরেই পুলিন বলেছে। দুজন যাত্রী মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে তারপর তুষারকণার দিকে তাকাল। তাদের দৃষ্টিতে কৌতূহল। অস্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠল তুষারকণার মুখে।

"খাট শুরু করেছেন নাকি ?"

"আপনার কি খুব তাড়া আছে ?"

"না, তা নেই।"

"আমার ভাল মিস্ত্রিটা জ্বরে পড়েছে, ওকে দিয়েই করাব ঠিক করেছি···তিন চার দিনের মধ্যেই এসে যাবে।"

তুষারকণা আর কথা বলল না। স্টেশন এসে গেছে। নামার যাত্রীদের চাপে পুলিনের বাহুতে তার বাহুর চাপ পড়েছে। এই প্রথম স্পর্শ !···একেবারে অন্য রকম অনুভূতি জেগেছিল ছায়াকে স্পর্শ করে। রক্তের ছোটাছুটির ঘষায় শিরাগুলো গরম হয়ে ফুলে উঠেছিল, পেশীর মধ্যে হামা দিয়ে এগোচ্ছিল বাঘ···আর এখন হাতটা অসাড় লাগছে, মনে হচ্ছে কেউ বরফ চেপে ধরেছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে লাইন পার হয়ে তারা পূবদিকে এল।

"চা খাবেন ?"

"আমি দোকানে চা খাইনা।"

"যে চায়ের দোকানটার কথা বলেছিলাম, জুপিটার, সেটা অশথতলার বাঁ দিকে, কিনবেন ?"

"এখন থাক, ফুরোয়নি।"

ওরা কথা বিনিময় না করে আরো কিছুটা হাঁটল। অশথতলায় পৌঁছে ডানদিকে ঘুরল।

"বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থাটা কি হয় দেখেছেন !"

পুলিন হাঁটছে মাথা নীচু করে। তুষারকণার গোড়ালি, শায়ার লেস দেখতে তার ভাল লাগছে। একটা সাইকেল রিক্সা পিছন থেকে ভেঁপু দিল। ওরা রাস্তার কিনারে সরে গেল। রিক্সায় অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার অরুণপ্রকাশ ও এক প্রৌঢ়া, বোধহয় স্ত্রী।

"রিক্সায় যে গেল তাকে চেনেন ?"

"না।"

"আমার পিছন দিকের পাড়ায় থাকেন, উনি ছোটবেলায় নাকি আপনাদের

বাড়ির গাছের আম খেতেন, আপনার মাকেও চেনেন···ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে, ড্রেসিং টেবল আর খাট দেখতে এসেছিলেন দোকানে।"

"কি নাম ?"

"অরুণপ্রকাশ মজুমদার।"

"মার কাছে এখানকার এক মজুমদারদের কথা শুনেছি।"

নিরাসক্ত স্বরে যেভাবে বলল, তাইতে পুলিনের মনে হলো এক মজুমদার প্রসঙ্গে ওর আগ্রহ নেই।

রত্না স্টুডিও দেখা যাচ্ছে। শো-কেসে কনুই রেখে সুকুমার দুটি কিশোরীর সঙ্গে কথা বলছে।···কালাচাঁদ এই সময় সিঙ্গাড়া ভাজে, ত্রিদিবনগর আর কমলাপুরীতে ওর কিছু বাঁধা খদ্দের আছে।···মুদির দোকানে সবুজ আর গোলাপী কাগজে মোড়া সাবানগুলো ভালই সাজিয়েছে···মন্মথ কর এখন দোকানে, যদি তাকে এখন থলি হাতে ফিরে আসতে দেখে তাহলে পরে জিজ্ঞাসা···

পুলিন থলিটা পাকিয়ে বগলে রাখল।···শাড়ি আর শার্টের কাপড়টা নিয়ে সে এখন কী করবে ? শার্ট নিজের জন্য করা যায় কিন্তু শাড়িটা ? অনুকেই দিয়ে দেওয়া উচিত, ওর জন্যই তো কেনা। কিন্তু কি কারণ দেখিয়ে এটা দেবে ?···বিয়েতে তোমাকে দেব বলে কিনেছিলাম !···তোমার জন্মদিন তাই দিচ্ছি। কিন্তু জন্মদিন কি পালন করে ?···শম্ভু কেমন ভাবে যেন তাকিয়েছিল হাতটা চেপে ধরে···'তোমার বাড়িতে গিয়ে আজ রাতে আমরা থাকব, অনুর জন্যই'···কেঁপে গেছে ছেলেটা, এত ভয় পাওয়ার মতই কি ব্যাপারটা ?···সে নিজেও কি এই রকম ভয় পেয়েছিল যখন থানার সেকেণ্ড অফিসার তাকে বলেছিল, 'থানায় চলুন।' তিনতলা থেকে রাস্তা পর্যন্ত বাড়ির আর পাড়ার লোক গিজগিজ করছিল। তখন প্রায় মাঝরাত।

ইউনিকের সামনে এসে তুষারকণা শুধু মাথাটা হেলিয়ে অস্ফুটে 'চলি' বলে এগিয়ে গেল। পুলিন অন্যমনস্কের মত বলল, 'আচ্ছা'।

দেবু চেয়ারে বসে সামনের টেবলে পা তুলে বই পড়ছিল, ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

"এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন যে ?"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই পুলিনের মনে পড়ে গেল···'শম্ভুর কাছে শুনলাম তুমি পাশ করেছ, এই নাও।'

থলিটা শোবার ঘরে রাখতে গিয়ে সে আলমারিটার সামনে দাঁড়াল। তলার টানা দুটো আধ-খোলা, উপরের তাকগুলোর কোণে কোণে ধুলো, মাথার নক্সাদার

www.BanglaBook.org

কার্নিসে ঝুল, মাকড়সার সাদা ডিম। অজিত সরু কাঠের টুকরো থেকে একমাপে ছোট ছোট বাতা তৈরি করছে। করাত চালান থামিয়ে সে তাকাল।

"জিনিসটা কেমন ?"

"পেলেন কোথায় ? আসল বার্মা টিক্ !"

পুলিন হাসল।

"গদাইকে পরিষ্কার করতে বলেছিলাম, গেল কোথায় ও ?"

"করছিল তো। মাথার উপর থেকে ছেঁড়া কাগজ, বইটই বার করল।···খেলতে টেলতে গেছে হয় তো।"

ঘরে ঢুকেই তার চোখ পড়ল, নীচু টেবলটায় মলাট ছেঁড়া, দোমড়ান একটা বাংলা ম্যাগাজিন, পাতাছেঁড়া অ আ ক খ শেখার বই আর একটা পকেট ইংরিজি-বাংলা অভিধানের অর্ধেক। গদাইয়ের কাজ ! দরকারী ভেবে রেখে গেছে।

কাপড়ের থলিটা আলমারিতে তুলে রেখে সে অ আ ক খ-র বইটা তুলে নিল।

"দাদা আমি যাচ্ছি।"

"এখুনি !···সুবোধকে চা বল্, খিদে পেয়েছে, চারটে সিঙ্গাড়া নিয়ে আয়, তুই খাবি ?"

"না, আমি তাড়াতাড়ি যাব।"

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগ বার করার সময় পুলিনের আবার মনে পড়ল, রেজিস্ট্রির পর মিষ্টি খাবার জন্য যে টাকা নিয়ে গেছল, সেই টাকা থেকেই সিঙ্গাড়া আনাচ্ছে। শম্ভু আর অনুরও নিশ্চয় এখন খিদে পাচ্ছে।

"এই যে, আপনি আছেন দেখছি।"

অরুণপ্রকাশ দোকানে ঢুকতে ঢুকতে ছাতাটা বন্ধ করলেন। বৃষ্টির প্রথম দমকাটা কেটে গেছে। কাছাকাছি যারা যাবার বিনা ছাতায় এখন তারা বেরিয়েছে।

"তখন রিক্সা করে আসার সময় দেখলাম আপনাকে একটি মেয়ের সঙ্গে ফিরছেন।"

"উনিই অবিনাশ মুখুজ্জের নাতনি।"

"হ্যাঁ, আমার বৌও তাই বলল, বাসুর মেয়ে। আমি অবশ্য আগে দেখিনি, চিনিও না।···ওর স্বামী তো এখন জেলে রয়েছে।"

পুলিন ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসল। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা তার চুলের গোড়া স্পর্শ করল। খুলির চামড়া সিরসির করছে। সামনে মাথাটা ঝুঁকিয়ে সে

বলল, "কি বলছেন ?"

"তাই তো বাড়িতে শুনলাম। ব্যাঙ্কে ম্যানেজার ছিল···কাদের সঙ্গে যোগসাজস করে ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করে···মানে ছ-সাত লাখ টাকা ঠকায়। ধরা পড়ে গেল। কাগজে তখন খবরটা বেরিয়েছিল, অবশ্য আমি আর জানব কী করে যে এই ম্যানেজারই বাসুর জামাই। পাড়ার বিকাশবাবু ওই ব্যাঙ্কের চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চে কাজ করে, ওর বৌয়ের কাছ থেকে আমার বৌ শুনেছে।"

"আপনি ঠিক বলছেন ?···এরই স্বামী ?"

"বাসুর তো আর জামাই নেই, তাহলে এরই স্বামী হবে !"

"ক'বছরের জেল হয়েছে ?"

"পাঁচ বছরের···আরো বেশিই হতো, কিন্তু পুলিশ টাকাটা উদ্ধার করায়···অবশ্য বিকাশবাবুর ধারণা সবটা উদ্ধার হয়নি, এদিক সেদিকে বেশ খানিকটা সরিয়ে রেখেছে।"

"কিন্তু ওরা যেভাবে রয়েছে, দেখে তো মনে হল না টাকাকড়ি আছে।"

"কি জানি, যা শুনেছি তাই বললুম···যা বলতে এসেছি পুলিনবাবু, এদিকে এক মুশকিল হয়েছে, ছেলের বাড়ি থেকে বলছে খাট চাই না, সোফা কাম বেড চাই।"

"বেশ, তাই দিন।"

"আপনার এখানে তো ওটা পাওয়া যাবে না।"

"স্টেশনের ওপারেই তো দোকান আছে, যুগল দত্তর দোকানে পেয়ে যাবেন।"

"কিন্তু ইন্সটলমেন্টে কি দেবে ?"

"আপনি কথা বলে দেখুন···আচ্ছা কদ্দিন জেলে আছে ?"

"বোধহয় বছর চারেক।"

"ছাড়া পাবার সময় হয়ে গেছে।"

পুলিন রাস্তার দিকে তাকিয়ে প্রায় আপনমনেই বলল।

রাস্তা দিয়ে শব বহন করে যাচ্ছে দশ-বারোজনের একটি দল। নীচু স্বরে হরিধ্বনি দিল। রজনীগন্ধার গোছা বাঁধা রয়েছে খাটের চারকোণে চারটে তোড়ার মত। শ্বেত পদ্মের পাপড়ি ছড়ান সারা দেহে। শবের গলায় গোড়ের মালা, কপালে চন্দন ফোঁটা, পায়ের চেটো দুটি আলতা মাখা। শ্মশান যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই কম বয়সী, ফুলপ্যান্ট পরা, কোমরে গামছা বাঁধা। পিছনে মন্থরগতি একটি মোটর গাড়িতে কিছু স্ত্রীলোক। খই ছড়াতে ছড়াতে ওরা রথতলার মোড় ঘুরে গেল।

www.BanglaBook.org

"ত্রিদিবনগরের, এ ব্লকের···ওঁর বাড়ির কাজ আমি করেছি।"

"চেনেন ?"

পুলিন চুপ করে রইল। মুখটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। হাড়ের উপর শুধু চামড়া পরান। চোখের পাতা তন্দ্রাচ্ছন্ন মত। এইখানে বসেই চা খেয়ে গেছেন চার বছর আগে।

"কী হয়েছিল ?"

"স্টমাক ক্যানসার।"

"তাহলে তো শমন ধরিয়েই দিয়েছিল।···পুলিনবাবু ড্রেসিং টেবলটা কালই নেব, বিয়ে পরশু।"

"পরশুই।"

এইবার নিশ্চয় নিমন্ত্রণ করবে। পুলিন অস্বস্তিতে দেহের ভার বদল করতে নড়ে বসল। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধের কিছু নিমন্ত্রণ সে পেয়েছে গত চার-পাঁচ বছরে, একটিতেও যায়নি। পরে অবশ্য কেউ বলেওনি, 'কেন এলেন না ?'

"নিয়ে যাবেন, তৈরি তো আছেই···দাম সে যখন হোক···পিছনেই তো থাকেন।"

ওঁর সঙ্গে পুলিনও উঠে দাঁড়াল। দরজা পর্যন্ত সঙ্গে গেল।

"তাহলে···একটা অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল আপনার কাছ থেকে।"

হঠাৎ পুলিন স্বচ্ছন্দ বোধ করতে শুরু করল। তুষারকণাকে ঘিরে থাকা হালকা গাম্ভীর্য, কাঠিন্য, নিরাসক্ত ভঙ্গি অথচ সহজ কথাবার্তা যে দূরত্ব তৈরি করে দেয় সেটা যেন অনেক কমে গেল। সে যেন একটা সুড়ঙ্গর সন্ধান পেল, যেটা দিয়ে এগোন যায়।

কিন্তু কোথায় পৌঁছতে চায় সে ! তুষারকণার হৃদয়ে ? স্বামীকে কী আর গ্রহণ করবে ? সবাই জানে, অন্তত চেনা পরিচিতরা, আত্মীয় প্রতিবেশীরা তো মনে করে রেখেছেই। তাদের কাছে কি করে মুখ দেখাবে। ছেলে আর মাকে নিয়ে এখানে লুকিয়েই রয়েছে বলা যায়।

প্রতারককে কি ও ভালবাসবে ? এক বিছানায় কি শুতে পারবে ?···সিঙ্গলবেড খাট, একটা নিজের আর একটা ছেলের জন্য তৈরি করাচ্ছে। টাকা কী সরিয়ে রাখতে পেরেছে ? পুলিশ নিশ্চয় বাড়ি তল্লাশ করেছে। কিভাবে সরান টাকা রাখবে, কোথায়ই বা রাখবে ? গহনাগাটি তৈরি করিয়েছে ? কিন্তু গলায় সরু একটা হার, কানে দুটো পাথর ছাড়াতো গায়ে আর কোন সোনা নেই, অবশ্য ওগুলো ইমিটেশনও হতে পারে !

জমি জায়গা কিংবা বাড়ি কিনেছে কি বেনামীতে ? বোধহয় নয়, ধরা পড়ে যাবেই।...হয়তো টাকা সরিয়েছিল কিন্তু মামলা চালাতে গিয়ে উকিল আর পুলিশের খাঁই মেটাতে সবই গেছে...দেনাও হয়ে থাকতে পারে।

স্বামীকে কি ঘৃণা করে ? ছাড়া পাবার পর লোকটা তো এখানেই আসবে। ও জেলে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে কি দেখা করে ? গেলে, কখন যাবে ? অফিস থেকেই তো যাবে। রবিবার তো বেরোয় না, তাহলে চোখে পড়তই।...বোধহয় দেখা করে না। না করার কারণ ? মুখ দেখতে চায় না, সম্পর্কও আর রাখতে চায় না। চাকরি করছে, সংসারে লোকও কম, বাড়ি ভাড়া লাগছে না, স্বামী ছাড়াই তো চলে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও যাবে।

কিন্তু শুধুই জীবনযাপন, যেমন তেমন করে ...এত কষ্ট করে, এটা কি মেনে নেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ? শুধু শরীর নিয়েই তো জীবন নয় ! মন বলেও একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিস আছে, আর সেটা অনড় অচল নয়, বদলায়...যত দিন যায়, বছর যায় মন বদলায়।

"আরে দাদা, তখন থেকে কি বিড়বিড় করছ আর মাথা নাড়ছ !"

সুকুমারের মুখের দিকে পুলিন হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল। একেবারে অপরিচিত মুখ, পরিষ্কার...একটা আঁচড়ও নেই যা দেখে বোঝা যাবে লোকটা নষ্ট চরিত্রের না ধার্মিক !

"আজ একটা বিয়েতে গেছলাম কিন্তু বিয়েটা হল না।"

"সে কী ! কোথায় ?...মেয়ের তাহলে কী হবে ? "আজ রাতের মধ্যেই তো বিয়ে দিতে হবে নইলে...।"

"নইলেটইলের ব্যাপার এটা নয়। রেজিস্ট্রি বিয়ে, মেয়েকে নিয়ে শেয়ালদায় অপেক্ষা করলাম রেজিস্ট্রি অফিসে যাব বলে, পাত্র এল না।"

"ওহ প্রেমের বিয়ে, তাই বলো। এসব কেস আমার জানা আছে, ও পাত্রটি আর কোনদিনই আসবে না, কেটে গেছে।"

সুকুমারের মুখে দাগ পড়ছে। পুলিন এবার ওকে সনাক্ত করতে পারছে।

"আমারও তাই মনে হয়। দুটোই কম বয়সী, বাচ্চা। তার ওপর ছেলেটার বাড়ি থেকেও ঝামেলা করছে।...মুশকিলটা তো এইখানেই, রোজগারপাতি নেই, বাপের হোটেলে রয়েছে, বাপকে অমান্য করে কিছু করার জোর পাবে কোত্থেকে।"

"সেদিক থেকে বরং কাশীনাথই সাকসেসফুল। যাই রোজগার করুক একটা মেয়ে ঠিক জুটিয়ে নিয়েছে, বিয়েও করবে বলেছে।"

"কাশীনাথ।"

www.BanglaBook.org

"হ্যাঁ কাশীনাথ, তাহলে বলছি কি ? ওপারে মঙ্গলা নার্সিং হোমে মেয়েটা আয়া না ঝি কি যেন একটা কাজ করে।"

"আমায় বলেছিল ওর কে এক মাসি...."

"আরে সে তো হল মাসি আর এটা একটা ছুঁড়ি। মাসিরই কি যেন হয়টয়...আজ দুপুরে মেয়েটাকে এনে বলে ছবি তুলব, তাও কালারে ...বুঝুন।"

পুলিন হাসল। সে নিজেও তো ছবি তুলিয়েছে ; কাশীনাথ তোলালেই সেটা একটা বলার মত বিষয় হয়ে ওঠে।

"রীতিমত পোজ করে...পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে...হাসতে বললুম অমনি সেকি বিরাট হাসি, দন্ত বিকশিত পাতাল রেল যেন...দুজনেরই। বাধ্য হয়ে বললুম, ওরে আর হাসতে হবে না ক্যামেরার লেন্স ঘাবড়ে যাচ্ছে।"

"কত টাকা নেবে ছবিটার জন্য ?"

"কুড়ি।"

পুলিন চোখ দুটো যতটা সম্ভব বড় করল। কাশীনাথের এটা তো তিন দিনের মাইনে।

"পুরো টাকাটাই অ্যাডভান্স দিয়ে গেছে, আর কে দিল, জানেন, মেয়েটা। আর কাশীনাথ বাবাজী ওকে দিল একটা ব্লাউজ, ওই শ্রীময়ী থেকে করিয়েছে।"

"বিয়ে করে থাকবে কোথায়, সিদ্ধেশ্বরী বিল্ডার্সের গোডাউনে ?"

"সে ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে।"

ঠিক এইভাবে যদি শম্ভুও বলতে পারত তার বোন সম্পর্কে। এবার যখন আসবে তখন ওকে কি বলবে পুলিন সেটা ঠিক করে ফেলল। 'আর ঝামেলার মধ্যে যাসনি, অ্যাবোর্সনটা করিয়ে ফেল। দেখলি তো, গুণ্ডা পর্যন্ত লাগিয়েছে। জানাজানি হবার আগে ব্যাপারটা চুকে যাওয়া ভাল। এরপর ভাল একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দে। আকাছার এ রকম হচ্ছে।'

খাওয়ার পর পুলিন, ছেঁড়া বইগুলো টেবলের উপর দেখে বিরক্ত হল। কোনটাই কাজে লাগার মত নয়। বই পড়ার অভ্যাস তার নেই। শিবানী অফিস লাইব্রেরী থেকে ডিটেকটিভ গল্পের বই আনত। কয়েকবার পড়ার চেষ্টা করেছিল। সাত-আট পাতার বেশি এগোতে পারেনি।

ঘর থেকে এগুলোকে বিদেয় করতে হবে। সকালে তার ঘুম থেকে ওঠার আগেই গদাইয়ের মা এসে ঝাঁট দেওয়া, মোছা, বাসনমাজার কাজ সেরে ফেলে। ছেঁড়া বইগুলো বাইরের দালানে ফেলে রাখলে, জঞ্জাল গণ্য করে গদাইয়ের মা রাস্তায় ফেলে আসবে নয়তো উনুন জ্বালাতে বাড়ি নিয়ে যাবে।

খাটের উপর বসে পুলিন প্রথমে বর্ণপরিচয়টা ছুঁড়ল। দরজার মাঝখান দিয়ে

উড়ে গিয়ে দালানে পড়ল। অভিধানের আধখানা কিছুটা ভারি। দু আঙুলে ধরে দোলাতে দোলাতে ছুঁড়ে দিল। বর্ণপরিচয়ের উপর পড়ে ছিটকে গেল। ম্যাগাজিনটাও সে একই ভাবে দু আঙুলে চিমটের মত ধরে দুলিয়ে দুলিয়ে ছাড়ল।

দরজার ফ্রেমে লেগে ঘরের মধ্যেই পড়ল পাতাগুলো ছত্রাকার হয়ে। এটাই কিনা শেষকালে বেধে গেল। পুলিন সামান্য অপ্রতিভ হয়ে উঠল বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য।

কুড়োবার জন্য নীচু হয়েই সে মূর্তির মত নিথর হয়ে গেল। খোলা পাতা দুটোয় মুখোমুখি তিনটে রঙিন ছবি। তার একটিতে আটকে গেছে তার চোখ।

একটা উঠোনে লাইন দিয়ে জনাকুড়ি মেয়ে, কেউ ফ্রক, কেউ শাড়ি পরে। তাদের হাতে থালা। টিনের ড্রামে ভাত। তার সামনে উবু হয়ে বসে একজন স্ত্রীলোক বাটিতে ভাত তুলছে। থালা বাড়িয়ে রয়েছে একজন।

লম্বা হলঘর। কয়েক হাত দূরত্বে পরপর সারিবদ্ধ চৌকো রক। শোবার জায়গা। রকগুলোর মধ্য দিয়ে চলার পথ, বহু মেয়ে রকগুলোর উপর বসে রয়েছে।

তৃতীয় ছবিটায় চারটি মেয়ে বসে সেলাই করছে। পিছনে দুটো রঙিন ডুরে শাড়ি শুকোচ্ছে। পাঁচিলের পিছনে গাছের ডাল। হলুদ কাপড়ে লাল সুতো দিয়ে একজন ফুল তুলছে আর একজন বুনছে। চটের আসনে পশমের নকসা। অন্য দুজন কী সেলাই করছে দেখা যাচ্ছে না। খুব কাছ থেকে তোলা ছবিটা। মুখগুলো বড় আর স্পষ্ট। এই চারজনের মধ্যে একটি মুখ পুলিনকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

ছায়া। ....কোন সন্দেহ নেই। মুখ নীচু করে গভীর মনে সেলাই করছে।

পুলিন ম্যাগাজিনটা তুলে নিয়ে, একবার ত্রস্ত চোখে বাইরে তাকিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিল। পা ঝুলিয়ে খাটে বসে ছবিটা চোখের সামনে ধরল। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না আবার ছায়াকে দেখতে পাবে।

যৌবনের মধ্যাহ্নে পৌঁছনো একটা মুখ। ভরন্ত গাল, গলা, কাঁধ। দশ বছর আগেও ছায়া গোলগাল ছিল। বয়সের তুলনায় বড়ই দেখাত। ভারী হবার প্রবণতা ছিল ওর শরীরে। রঙটা একটু উজ্জ্বল লাগছে। তখন মাগুর মাছের মত ছিল গায়ের চামড়া। মুখটা সেইরকম চৌকোই ঠোঁট দুটো পুরু, ভুরু মোটা, ছড়ান নাকে একটা সবুজ পাথরের নাকছাবি। চুলটা কান ঢেকে পিছন দিকে টেনে বাঁধা। কপালটা চওড়া আর উঁচু দেখাচ্ছে।

পুলিন নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল ছবিটার দিকে। মুখ নামিয়ে থাকায় বোঝা

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে না চাহনির মধ্যে কী রয়েছে। সে খুঁজে পাচ্ছে না, কোর্টে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা সেই দুটো চোখকে, যেখান থেকে ধক ধক করে বেরিয়ে আসছিল ঘৃণা। ....একটা বীভৎস হিংস্র ইচ্ছা।

ঠোঁট দুটো চেপে ধরা, অত্যন্ত কোমল ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। দেখা যাচ্ছে না পায়ের থ্যাবড়া পাতা, হাতের বেঁটে আঙুল, সবসময় ময়লা জমে থাকত নখের মধ্যে। কথা বলার সময় উপরের মাড়ি বেরিয়ে পড়ত। গলার স্বরটা থেকে জলে শূন্য কলসী ডোবাবার মত শব্দ পাওয়া যেত। কথা বললে শব্দগুলো জড়িয়ে যায়।

বাঁ কানের পাশে গালে একটা আধ ইঞ্চি কাটা দাগ আছে। ছবিতে সেটা দেখা যাচ্ছে না। এগার বছর বয়সে, চার মাইল দূরে সারা রাত যাত্রা দেখে ফেরার পর ক্রুদ্ধ বাবা ইঁট ছুঁড়ে মেরেছিল। নয় ভাইবোনের মধ্যে সপ্তম, ওর বাঁচা-মরায় কিছু এসে যায় না। বাবা ভ্যান রিকসা চালাত। এখনো চালায়।

লোকটা এসেছিল তার কাছে।

'বাবু আমার মেয়েটার কী হবে? ....ফাঁসি?'

'না না, এইটুকু মেয়ের কী ফাঁসি হয়? দেশের আইনে বলা আছে কমবয়সীদের ফাঁসি দেওয়া যাবে না।'

ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, 'ওর জন্য উকীল দিয়ে আপনি মামলা লড়বেন না? ....ওকে তো আপনিই নষ্ট করেছেন।"

পুলিন চমকে উঠেছিল।

'কে বলল আমি নষ্ট করেছি?'

লোকটা চুপ করে থাকে। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একগুঁয়ে ভাবটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল, যা বলেছে তার থেকে একচুলও কথা বদলাবে না।

'ও তো নষ্ট হয়েই এখানে এসেছিল। তালদিতে যে বাড়িতে ওকে কাজে লাগিয়েছিলে সে বাড়ির চাকরের সঙ্গে বাড়ির কর্তার রাতে মারামারি হয়েছিল কেন তা ওখানকার অনেকেই জানে, তুমিও জান,..... দুজনের কাছেই ও রাতে যেত।'

সেই একগুঁয়ে ভঙ্গিটা বদলাল না। শুধু মুখ তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ওকে বিয়ে করবেন বলেছেন।'

'আমি! ....ছায়াকে! পাগল হয়েছ নাকি? কে বলেছে একথা?'

'কাল জেলে দেখা করেছি ওর সঙ্গে.... বলল।'

পুলিনের মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। এটা আবদার না স্পর্ধা! একটা

নিরক্ষর কুৎসিৎ, লোভী, নির্বোধ, অজ পাড়াগেঁয়ে, সে কিনা হতে চায় তার বৌ ! এমন অসম্ভব স্বপ্ন দেখবার সাহস পেল কোথা থেকে ?

'তুমি কি ওর কথা বিশ্বাস কর ?'

'হ্যাঁ।'

পুলিন ফ্যালফ্যাল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছিল ! হৃদপিণ্ডের শব্দ শোনার ব্যবস্থাগুলোও শরীরের মধ্যে ভেঙে পড়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপরই সে ক্ষ্যাপার মত চিৎকার করে উঠেছিল।

'ব্ল্যাকমেল করতে চাও, ব্ল্যাকমেল ?... বেরোও, বেরোও এখান থেকে।'

লোকটা ঘাবড়ে গেছল তার চোখমুখ দেখে। কলকাতায় তিনতলার ঘর গ্রামের রাস্তায় ভ্যান রিক্সা চালান কঠিন পা দুটোকে নড়বড়ে করে দেয়। বিদেশে পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলা লোকের মত ওকে দেখাচ্ছিল।

'বাবু, ছ-সাতটা মুখে দুবেলা ভাত যোগাতি হয়।...ও মেয়েকে আমার আর দরকার নেই, আপনি আমাকে কিছু টাকা দিন। আমি আর আসব না।'

ছায়ার বাবা আর একদিন কলকাতায় এসেছিল সল্টলেকের জুভেনাইল কোর্টে সাক্ষী দিতে। এক হাজার টাকা নিয়ে উকিলের শেখান কথা বলে, কাঠগড়া থেকে নেমে সেই যে চলে গেছে আর কখনো পুলিশ তার মুখ দেখেনি। লোকটা কথা রেখেছে।

ওর সাক্ষীতেই পুলিন খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি। অবশ্য পান্নাবাবুর বৌয়ের কাছেও সে কৃতজ্ঞ।

একটা লেখার সঙ্গে ছবিগুলো ছাপা হয়েছে। বিষয়টা কি, সেটাই এতক্ষণ দেখা হয়নি। পাতা ওল্টাল :

"অন্ধকারের হাতছানিতে সাড়া দিয়েছিল যারা"

হাসিতে পুলিনের ঠোঁট বেঁকে উঠল। কি অদ্ভুত হেডিং। সাড়াটা কে দিয়েছিল'...শুধুই কি ছায়া ?

ধীরে ধীরে বিছানায় এলিয়ে সে বালিশে মাথা রাখল। চোখ বুজে রইল। কিছুক্ষণ, ভেঙে পড়া সাহস আর ছড়িয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলোকে জড়ো করার জন্য।

বাইরে হালকা শব্দ উঠল। ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে এল জানালা দিয়ে। বৃষ্টি নেমেছে। পুলিন ম্যাগাজিনটা চোখের সামনে তুলে ধরল।

www.BanglaBook.org

॥ আট ॥

লেখাটা দুটি মেয়ের। ওরা কিশোর অপরাধীদের নানান রকম অপরাধের নমুনা সংগ্রহ করেছে জুভেনাইল কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে। তারপর একটা সাক্ষাৎকার হাসপাতালের এক মনোবিদের সঙ্গে আর গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে পাওয়া কিছু তথ্য। তারপর জেলে গিয়ে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গেও তারা কথা বলেছে।

লেখাটার উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বোলাতে বোলাতে সে সেই জায়গায় পৌঁছল যেখানে ছায়ার সঙ্গে লেখকরা কথা বলছে।

"খুন করে আট বছর জেল খাটছে এই মেয়েটি। বয়স বলল চব্বিশ। শহুরে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের মতই তার সাজসজ্জা, কথাবার্তা অথচ বাঁকুড়ার এক গ্রামের মেয়ে এই লতিকা ঢালি।"

পুলিন অবাক হয়ে গেল। বাঁকুড়া ?...লতিকা ? কিন্তু এ তো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার খেজড়ি গ্রামের ছায়া ঢালি। পদবীটা তো ঠিকই রয়েছে। সে আবার নজর বুলোল লেখার উপর দিয়ে। একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল : "গোপনীয়তার প্রয়োজনেই নাম বা বাসস্থান বদলাতে হয়েছে।"

"স্বচ্ছ দৃষ্টি তুলে ধরে খুশিয়াল কণ্ঠে এই যুবতী বলল, 'সামনের মাসে আমি ছাড়া পাব।' তার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। বললাম, 'বাইরের পৃথিবী তুমি এই আট বছর কি দেখনি ?'

'না দেখারই মত।'

"ওর চোখে তীব্র কৌতূহল। জীবনকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য যেন আকুলি বিকুলি করছে লতিকার মন।

'খুন করেছিলে কেন ?'

"প্রশ্নটা শুনে যেন লজ্জা পেল। মুখ নামিয়ে বলল, 'তখন মাথার মধ্যে কি যে হয়ে গেল, মাথাটা আমার অল্পেই গরম হয়ে যেত। দিনরাত আমার পেছনে লাগত, হাতে কাজ না থাকলেও যেমন তেমন করে কাজ বানিয়ে আবার কাজ ধরিয়ে দিত। হাঁপানির রুগী ছিল। অপিসে কাজ করত, স্বামীর সঙ্গে একই অপিসে। সেদিন হাঁপের টান ওঠায় আপিস যায়নি। সকাল থেকে আমার পেছনে লেগেছিল। শেষে আর রাগ সামলাতে না পেরে বাটনা বাটার নোড়াটা দিয়ে...'

"মনে হল লতিকা যেন সেদিনের দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। শিউরে উঠে চুপ করে রইল। মনে হল কৃত কর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ

হচ্ছে। কিন্তু তারপরই উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'কতদিন বাড়ির লোকেদের দেখিনা, এবার দেখব।'

'কেন বাড়ি থেকে কেউ দেখা করতে আসত না?'

'শুধু বাবা আসত।'

'বাড়ির লোকেরা তোমার সম্পর্কে কী ভাবে? কী করবে তুমি ফিরে গিয়ে, বিয়ে?'

'জানি না আমাকে ওরা কিভাবে নেবে। ভাইটাইরা তো বড় হয়ে গেছে। একটা ভাই সাঁতার কাটে, তার নাকি খুব নাম হয়েছে। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, পাশের গ্রামেই। ওখানে কেউই আমায় বিয়ে করবে না। একটা কাজকম্মো দেখে কোথাও চলে যাব। বাড়িতে না থাকাই ভাল, সবার তাহলে অসুবিধে হবে।' চাপা কুণ্ঠিত স্বরে সে বলল।

ছায়ার সঙ্গে কথাবার্তার শুধু এইটুকুই ওরা লিখেছে। ম্যাগাজিনটা বুকের উপর রেখে পুলিন চোখ বন্ধ করে বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল। জলের ছাঁট এসে মেঝে এবং আলমারির ধার ভিজিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সে উঠল না জানালা বন্ধ করতে।

শিবানীকে মেরে ছিল কাটারির উল্টোদিক দিয়ে, বাটনা বাটার নোড়া দিয়ে নয়। ছায়া বা লতিকা মিথ্যা কথা বলেছে। ডাক্তারি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, অন্তত সাত আটবার ঘুমন্ত শিবানীর খুলির পিছন দিকে আঘাত করা হয়েছিল। ঘটনাটা বিকেল ছটা নাগাদ ঘটেছে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে শিবানী তখন ঘুমোচ্ছিল।

রাত বারোটায় পুলিন সিনেমা দেখে না ফেরা পর্যন্ত অন্তত ছ ঘন্টা ছায়া ছিল লাসের কাছাকাছি। তখন ওর মনের মধ্যে কি চিন্তা হচ্ছিল, এটা বহুদিন পর্যন্ত তাকে বিভ্রান্ত করেছে। ঘর অন্ধকার করে ছ ঘন্টা থাকতে হলে প্রচুর সাহস অথবা উন্মাদের স্তরে চলে যাওয়া দরকার। বোধহয় শেষেরটাই ঘটেছিল।

ছায়া তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তারপর সে আলো জ্বালল, তারপর সে ঘরের মধ্যে মেঝেয় রক্ত দেখতে পায়। আলোটা সাদা ত্রিভুজের মত অন্ধকার ঘরের মেঝেয়।

'তারপর একটা চিৎকার শুনলুম। একবার দুবার তিনবার।'

'তখন আপনি কী করছিলেন?'

'পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম, স্কুল ফাইনাল...ইতিহাসের।'

'চিৎকারটা কোথা থেকে এল বলে আপনার মনে হয়েছিল?'

'ঠিক আমার ওপরতলা থেকে।'

www.BanglaBook.org

'তখন কী করলেন?'

'ভাবলুম আমার স্ত্রীকে তুলে বলি, একটু দেখ তো ওপরে কে যেন পাগলের মত চিৎকার করল। গলাটা তো পুরুষ মানুষের মতই লাগল। কিন্তু আমার স্ত্রী তখন ঘুমিয়ে কাদা। তাই আমি নিজেই ওপরে গেলাম।'

'বাড়ির অন্য লোকেরা···তারাও কী বেরিয়েছিল?'

'একতলায় কথার আওয়াজ পেয়েছি, ওরাও কী হল কী হল করছিলেন।'

'ওপরে গিয়ে কী দেখলেন?'

'দরজা বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিলাম। দ্বিতীয়বার ধাক্কা দিতেই দড়াম করে পাল্লা খুলে বেরিয়ে এলেন পুলিনবাবু। চোখমুখ উন্মাদের মত।'

'কিছু বললেন কি তিনি?'

'হ্যাঁ। বললেন, চিৎকার করেই বললেন, খুন, খুন, ও খুন করেছে আমার বৌকে···আঙুল দিয়ে দেখালেন ওর কাজের মেয়েটাকে···আমি করিনি ও করেছে।'

'আসামীকে তখন কী অবস্থায় দেখলেন?'

'দেখে অবাক লেগেছিল। দেয়ালে হেলান দিয়ে, যেন আধঘুমে, এমনভাবে তাকিয়ে ছিল। মুখে পাতলা একটা হাসি।'

ম্যাগাজিনটা বুক থেকে গড়িয়ে মেঝেয় পড়ে যেতেই পুলিনের চটকা ভাঙ্গল। সেটা তুলে নিয়ে আবার চোখের সামনে ধরল। অক্ষরগুলো আর আগের মত দেখাচ্ছে না। ইরেজার দিয়ে যেন কেউ ঘষে দিয়েছে।···আবছা লাগছে, কোথাও একেবারেই সাদা, কোথাও কালো কালো ছোপ। তার স্মৃতিও অনেকটা এই রকমই হয়ে এসেছে। গত দশটা বছরের এই পালিয়ে থাকার কঠিন, নিঃসঙ্গ চেষ্টা ঘষে দিয়ে গেছে তার জীবনটাকে। কিছু কিছু জায়গায় চামড়া উঠে কাঁচা মাংস বেরিয়ে পড়েছে, সেখানে স্পর্শ করলেই জ্বালা করে।

কলেজে পড়ার সময় থেকেই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল, মধুর এক দাম্পত্য জীবন। কী করে যে এমন একটা বাসনা তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল তার কোন হদিশ সে পায়নি। আবেগপ্রবণ সে ছিল না। কিন্তু কয়েক মাস হল তার মধ্যে এটা দেখা দিয়েছে। কী যেন একটা অস্থিরতা, জীবনকে ভোগ করার একটা ইচ্ছা তারমধ্যে তোলপাড় করছে। আর পাঁচটা মানুষের মত স্বাভাবিক গৃহস্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা···এত যন্ত্রণা এত কষ্ট সহ্য করার পর, সে কি দাবী করতে পারে না?

ছায়া এখন কোথায়? দশ বছরে নিশ্চয় সে অনেক বদলে গেছে। ছবিতে, কথাবার্তাতে মনে হচ্ছে 'কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।' বয়স বেড়েছে, কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে, নিশ্চয় বুঝেছে কি বোকার মতই না স্বপ্ন দেখেছিল,

পুলিনের বৌ হবে।

কিন্তু ওর তো জেল হয়েছিল আট বছরের জন্য ? দশটা বছর কেটে গেছে তারপর। তাহলে ম্যাগাজিনে যে বলছে সামনের মাসে ছাড়া পাবে ? উঠে বসল সে বিছানার উপর।

পুলিন সূচীপত্রটা খুঁজে পেল না। প্রতিটি পাতা তন্নতন্ন দেখল, কোথাও সাল তারিখ পেল না।

কবে এই লেখিকাদের সঙ্গে ছায়ার দেখা হয়েছে ? পুলিন মুহ্যমানের মত বিছানায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পর তার মনে হল, ম্যাগাজিনটা পুরনো, সম্ভবত দু'বছর আগের।

ছায়ার দু'বছর আগেই জেল থেকে বেরিয়ে আসার কথা। নিশ্চয়, পুলিনের খোঁজ করবে। এটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক কাজ হবে। কিন্তু শ্যামপুকুরে যাবে কি ? সেখানকার লোকেদের মধ্যে, সবাই না হলেও, কেউ কেউ ওকে চিনবে। প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি··· দুটো মাথাওলা শিশু বা হলুদ রঙের জবা ফুল··· দেখার মত বিস্ময় নিয়ে সবাই তাকিয়ে থাকবে ছায়ার দিকে। মুহূর্তে খবরটা রটে যাবে, আর এবাড়ি সেবাড়ি থেকে মুখগুলো বারান্দা বা জানলা থেকে উঁকি দিতে শুরু করবে।

কিন্তু গিয়েছিল কি ?

ছায়ার মত মেয়ে কি ছেড়ে দেবে তাকে ? ম্যাজিস্ট্রেটের রায় শুনে কি ভাবে তাকিয়ে থেকেছিল তার দিকে। একটা খুন করার মত কাজ যে জন্য করেছে, সেটা আদায় না করে ও ছাড়বে না। আজীবন ও খুঁজে বেড়াবে পুলিনকে। দেখা হলে প্রথমেই ও বলবে, 'এখন তো বৌ করতে আর কোন বাধা নেই।'

ছায়া নিশ্চয় শ্যামপুকুরে ইতিমধ্যে গিয়েছে। সেখানে না পেয়ে খুঁজে খুঁজে যাবে তার অফিসে। অফিসেও কয়েকজন তাকে দেখেছে। মামলা চলার সময় অনিল, দেবজ্যোতি আর বিজিতবাবু কোর্টে গিয়েছিল কয়েকদিন অফিসে ছুটি নিয়ে। ওরা গেছল নিছকই রসাল কেচ্ছার হাঁড়িটা কিভাবে ভাঙ্গা হচ্ছে তাই দেখতে। বিজিতবাবু বেঁচে থাকলে বয়স হবে সাতষট্টি, নিশ্চয় রিটায়ার করে গেছেন। কিন্তু অনিল, দেবজ্যোতি আছে অবশ্য যদি না মরে গিয়ে থাকে বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

শ্যামপুকুরের পাড়ার দু তিনজনকেও পুলিশ কোর্টে দেখেছে। বোধহয় কাজকর্ম নেই। সময় কাটাতেই যেত। ওরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত শুধু। ছায়াকে জেরা করার জন্য কাঠগড়ায় তুললে ওরা ছায়ার দিকে দৃষ্টি ফেরাত।

www.BanglaBook.org

'যাকে তুমি খুন করেছ তার স্বামী পুলিন বিহারী পালের সঙ্গে তুমি বিছানায় শুয়েছ কি ?'

'না।'

'পুলিন বিহারী পাল কি দুপুরে অফিস থেকে বাড়ি চলে আসত ?'

'না।'

'হ্যাঁ, আসত।'

'না।'

'বাড়ির অনেকেই দেখেছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'তোমাকে দুপুরে পুলিন পালের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছে সামনের বাড়ির লোক।'

'আমি শুইনি।'

'শিবানী পাল তোমাকে সন্দেহ করেছিল তোমার সঙ্গে তার স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাই তুমি তাকে খুন করেছ।'

'না।'

ছায়া এখন কোথায় ?

উকিল অনেকক্ষণ জেরা করেছিল ওকে। তার আর ছায়ার মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল, এমন একটা কথা ওর মুখ দিয়ে বলাতে চেয়েছিল। পারেনি। একগুঁয়ের মত ছায়া শুধু 'না' বলে গেছল।···কেন ? তাকে বাঁচাবার জন্য ?

শ্রান্ত লাগছে। পুলিনের চোখের পাতা ভারী হয়ে নেমে আসছে। আধ ঘুমের মধ্যে ছায়ার মুখটা গলে যেতে যেতে ঝাপসা হয়ে শুধুই একটা মুখ হয়ে গেল। এটা যেকোন ষোল বছর বয়সী মেয়ের মুখ হতে পারে। ঘুমের মধ্যেই সে ভয়ে ঘেমে উঠল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল মুখে রোদ লাগায়। শূন্য চোখে দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুয়ে রইল। রাতে আলোটা নেভান হয়নি। গদাইয়ের মা কি এখনো কাজে আসেনি ? মাথা তুলে দেখল দালানটা পরিষ্কার।

টেবলে রাখা চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গদাইয়ের মা আলোটা নিভিয়ে দিতে পারত। প্রতিদিনই পুলিনের দাঁত মাজা হয়ে যায় চা তৈরি হবার আগেই। ম্যাগাজিনটা টেবলে রাখা। তার মনে পড়ল, এটা সে নিজে টেবলে রাখেনি। হয়তো মেঝেয় পড়ে গেছল, গদাইয়ের মা কুড়িয়ে তুলে রেখেছে।

সে খাট থেকে নেমে আলো নেভাল, রাতে বৃষ্টি হওয়ায় জানলা দিয়ে তাজা একটা গন্ধ পেল, গাছপালা, মাটির কিন্তু ভ্যাপসানি ভাবটা কাটেনি।

গদাইয়ের মা ঘরে এল।

"চা কি গরম করে দোব ?"

"দাও।"

"আপনি কি বাজার যাবেন না গদাইকে পাঠাবেন ?"

"কেন, কি হয়েছে আমার যে বাজার যেতে পারব না।"

পুলিন নিজেই অবাক হয়ে গেল তার হঠাৎ রুক্ষ হয়ে ওঠার জন্য। কিছু গোলমাল তারমধ্যে ঘটেছে। ছায়া দু'বছর আগে ছাড়া পেয়েছে, এটাই কি তাকে ভয় পাইয়েছে ?

"ঠিক আছে গদাইকে ডেকে দাও।"

দোকানে বসে সে দেখল তুষারকণা ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে তাকাল একবার কিন্তু চোখ ইউনিকের দিকে নয়। সুকুমার বোধহয় দোকানে বসে আছে।

আরো কিছু লোক ব্যস্ত হয়ে পুলিনের চোখের সামনে দিয়ে ষ্টেশনের দিকে গেল। এরা রোজ কলকাতায় যায় অফিস করতে। এক সময় তার মনে হত, এইভাবে গোঁতাগুতি করে ট্রেনে উঠে রোজ অফিস যাওয়া আবার একই ভাবে ফিরে আসা, ভ্যাপসা গরমে দরদর ঘাম, দুর্গন্ধ, ঝগড়া, ট্রেনের মাঝপথে থেমে যাওয়া, লেট হওয়া আবার বাসে বা ট্রামে ওঠা, আবার সেই ট্রেনেরই মত অবস্থার মধ্যে পড়া, এ সবের হাত থেকে সে বেঁচে গেছে।

কিন্তু ইদানিং তার ক্লান্তি লাগছে এই একইভাবে প্রতিদিন দোকানে বসায়। রথতলা আর বাগুইপাড়া স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া, তাও প্রতিদিন নয়, গোণাগুণতি কয়েকটা লোকের মুখ দেখা, কথা বলা এবং কথাগুলোও মামুলি।

এক ধরনের স্থবিরত্বর মধ্যে সে দিন কাটাচ্ছে, পোড়ো বাড়ির মত নিজেকে মনে হচ্ছে। এখন তার ঈর্ষা হয় এই ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের দেখলে। ঝক্কি ঝামেলা কষ্ট নিয়েই ওরা নদীর স্রোতের মত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের, সারা দিনে ওরা বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুযোগ বেশি পায়।

নদীর নীচে থিতিয়ে পড়া পলির মত সে জমে উঠছে প্রতিদিন। জমতে জমতে পাথর হয়ে যাবে কিংবা ইতিমধ্যে হয়ত হয়েও গেছে। পুলিন অশান্ত বোধ করল। এখনি বেরিয়ে গিয়ে খানিকটা ঘুরে আসতে ইচ্ছা করছে।

কোথায় যাওয়া যায় ? দিল্লি, বোম্বাই, কাশী, হরিদ্বার, দার্জিলিং, পুরী··· শম্ভুর বাড়ি ? ওদের কিছু ঘটেছে কিনা, শঙ্কর কেন এল না, এসব জানা দরকার। তার মধ্যে কৌতূহল ব্যাপারটাই কি মরে যাচ্ছে ? জীবন্ত বোধ করার বড় লক্ষণ তো এটাই।

www.BanglaBook.org

দেবু এখনো আসেনি। ওকে দোকানে রেখে তাহলে বেরিয়ে পড়তে পারত। দুপুরে খাওয়ার পর ছাড়া আর যাওয়ার সময় করা যাবে না।

"পুলিনবাবু, তাহলে কখন ওটা পাঠাচ্ছেন ?"

অরুণপ্রকাশ দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে

"এখুনি পাঠাচ্ছি।"

"ঘন্টাখানেক পরে আসব ?"

"আপনাকে আর আসতে হবে না, বাড়ি তো জানাই, আপনার নাম বললে···"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নাম বললে যে কেউই দেখিয়ে দেবে।"

তৃপ্ত দেখাল মাষ্টারমশাইকে। উনি চলে যেতেই পুলিন গদাইকে ডাকল।

"শ্যামসুন্দরকে বলে আয় একটা ড্রেসিং টেবল এই পিছনের পাড়ায় দিয়ে আসতে হবে, এখুনি।"

দেবু বিকেলেও এল না। দোকান ফেলে পুলিনও বেরোতে পারল না। ওর না আসার কারণ হিসাবে সে ধরে নিল, নিমন্ত্রণ খাওয়ার অন্যতম প্রাপ্তি, পেটের গোলমাল দেবুর ঘটেছে।

বিকেলে কাশীনাথ এল এবং কিন্তু কিন্তু করে যা বলল তাতে পুলিন অবাকই হল।

"খুব কম দামী একটা খাট, দুজনে শোয়ার মত, কত পড়বে ?"

"খাট কী হবে ! তাও দুজনের জন্য ? তুমি তো একা মানুষ।"

সরাসরি উত্তর না দিয়ে হাসল। পুলিনও বুঝতে দিতে চায় না ওর বিয়ের উদ্যোগটা সে জানে।

"বলুন না কত পড়বে ?"

"আগে আমার কথার উত্তর দাও।"

"খাট কেনে তো শোবার জন্য।"

"এতকাল কোথায় শুতে ?"

"চিরদিন কি বেঞ্চিতে শোয়া যায় ?"

"তা যায় না। কিন্তু দুজন কেন ?"

"বৌও শোবে।"

"বিয়ে কচ্ছ। মেয়ে ঠিক হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ।"

"কে ঠিক করল, বাবা ?···মা ?"

"আমিই ঠিক করেছি।"

লাজুক হল কাশীনাথ। পুলিন মজা পাচ্ছে।

সুকুমার বলেছিল, 'মাসিরই কি যেন হয়টয়।' মেয়েটা মঙ্গলা নার্সিং হোমে আয়া বা ঝি।

"তুমি তো সবসময় এখানেই থাক, এরমধ্যে আবার পাত্রী যোগাড় করার টাইম পেলে কখন। বাহাদুর ছেলে তো! অবশ্য দেখতেও তো সিনেমার হিরো হিরো মতন।"

কাশীনাথ মাথা চুলকোতে লাগল। দুশো দশ টাকা মাইনে পায়। ওর গেঞ্জি বা জুতোর দিকে তাকালে সেটা বোঝা যাবে না। নিশ্চয় আধপেটা খেয়ে এইসব কিনেছে। তাহলে বাড়িতে টাকা পাঠাবে আর কী করে। এইসব অশিক্ষিত গাড়োলদের মাথা খায় হিন্দি সিনেমা···পুলিন বিরক্ত হল।

"এই মাইনেতে দুজনের চলবে?"

"ও কাজ করে। ওপারে মঙ্গলা নার্সিং হোম, চারতলা বাড়ি, খুব বড় সাইন বোর্ড, নীচে ওষুধের দোকান, সেখানে আয়ার কাজ করে। দিনে কুড়ি টাকা, অবশ্য ঠিকে কাজ। বারোটা বেড আছে, সব সময়ই ভর্তি থাকে!"

"তাহলে তো ভালই আয় করে। তা আলাপ হল কী করে?"

"আপনাকে সেদিন বললাম না, গ্রামের মাসির কথা, নার্সিং হোমটার প্রথম দিন থেকেই আছে, আজ এগারো বচ্ছর। ওর সেজো বোনের মেয়ে···ও পারেই বাপুজি কলোনীতে ঘরভাড়া নিয়ে মাসি থাকে। সেখানেই···।"

"খাটের তো দাম বেশি, তক্তপোষ কিনে নাও না কেন।"

"আমিও তাই বলেছিলুম, ও বলেছে খাটই কিনবে।"

"ও কিনবে, তুমি নয়?"

"আমার অত টাকা কোথায়। মাসির কাছে থাকে, খায়, একশোটা করে টাকা দেয় আর বাকি টাকা জমায়।"

"কোন খাট নেবে পছন্দ করো···আটশো হাজার, আবার পাঁচশো টাকারও আছে। তোমার তো ডবল বেড লাগবে, খাট রাখার ঘর আছে তো?"

"ঘর একটা ঠিক করে ফেলেছি ওই কলোনীতেই, ঘরটা বড়ই।"

"তাহলে এখানে যে কাজটা করছ···?"

"ছেড়ে দেব। নার্সিং হোমের মালিক যে ডাক্তারদিদি, তাকে মাসি বলে রেখেছিল···দুমাস পরেই কাজে লাগব। এখন যে লোকটা দরোয়ান সে কাজ ছেড়ে দিচ্ছে।"

"ভাল। কবে খাট চাই? বিয়েটা কবে?"

"এখনো দিন ঠিক হয়নি। ···খাট আমি তো পছন্দ করব না, ও পছন্দ করবে। তাহলে ওকে এনে দেখাই।"

www.BanglaBook.org

"তাই দেখাও।"

"কমসম করে দেবেন তো?"

"দোব দোব, তৈরি দামেই তোমায় দোব। বিয়েতে আমাদের সবাইকে বলবে তো?"

একগাল হেসে কাশীনাথ মাথা কাত করল। তারপর ঝপ করে পুলিনের পায়ের ধুলো নিল।

"থাক্ থাক্।"

টগবগে ভঙ্গিতে গোড়ালি তুলে তুলে কাশীনাথের হাঁটার ধরন দেখে পুলিন আপন মনে হাসল। এখন ওপারে যাচ্ছে। রথতলাটা এখন নীলাম হলে বিনা দ্বিধায় সবার উপরে দর দেবে কাশীনাথ।

দেবু তিনদিন এল না।

তিনদিন পুলিন দোকানে বসে, ঘরে শুয়ে আর তুষারকণার জন্য দুটো খাট তৈরির ব্যাপারে মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলে কাটাল।

ম্যাগাজিনটা সে আলমারিতে তুলে রেখেছে। বার করে পড়বার ইচ্ছা কয়েকবার হয়েছিল, কিন্তু সেটা দমন করে শুধু এই জন্যই, নিজেকে একটা অসুস্থ, ভীত পশুর মত অনুভব করতে আর সে চায় না। ছায়া কোথায় আছে। কী ভাবে আছে তা নিয়ে সে মাথাব্যথা করতে রাজী নয়। গত দু বছরের মধ্যে যখন তাদের দেখা হয়নি তখন আর দেখা হবেও না।

তবু চোখের উপর সবাক চলচ্চিত্রের মত ভেসে ওঠে কিছু কিছু ঘটনা।··· ওর চলার ভঙ্গি··· কৌতূহলী চাহনি··· বসা বা দাঁড়ানো··· কণ্ঠস্বরের ফিসফিস, চেঁচিয়ে ঝগড়া করা··· থুথু ফেলা, দাঁতে নখ কাটা, গায়ের গন্ধ, মুখের গন্ধ···নরম পেশী, চর্বি···।

পুলিন চেয়ারের হাতল ধরে বা বিছানায় বালিশ আঁকড়ে ছায়া নামক স্মৃতির সঙ্গে যুঝেছে। ম্যাগাজিনটা সে আলমারি থেকে বার করেনি।

দেবুটা ঠিক এই সময়েই কামাই করল। ও থাকলে দোকানে ওকে রেখে কলকাতায় গিয়ে সময় কাটিয়ে আসতে পারত। কত জায়গা রয়েছে, বেলুড় মঠ, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ব্যাণ্ডেল চার্চ···পুরনো অফিসে গিয়েও অনিলের সামনে দাঁড়িয়ে ওকে চমকে দিতে পারত।

'কিরে চিনতে পারিস?'

অনিল কি আঁতকে উঠবে ভূত দেখার মত! পুলিন দশ বছরে নিশ্চয় কিছু বদলেছে। ওজন নিলে দেখা যাবে অন্তত দশ কেজি বেড়েছে আর সেটা চর্বিই। দুই গালে, ঘাড়ে, বাহুতে, বুকে আর পেটে তো বটেই। মোটা হলে চেহারাটা

বদলাবেই কিন্তু ঘনিষ্ঠরা একনজরেই চিনে নেবে। আর অনিল খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল, কলেজ জীবন থেকে। কেমিক্যালস, লোহার পাইপ, জুট মিল, কয়লার কারবারী এই অফিসে অনিলের তদ্বিরেই চাকরিটা সে পেয়েছিল

শিবানীর সঙ্গে বিয়েতে উদ্যোগ আর চেষ্টা ছিল ওরই। অফিসের বড় হলঘরটার শেষ প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে টেবলটায় মুখোমুখি দুটো টাইপ মেশিনে দুজনে বসত, অনিল আর শিবানী। পুলিনের টেবল ছিল হলের মাঝামাঝি, দেবজ্যোতি আর বিজিতবাবুর সঙ্গে বসত।

একদিন অনিলই বলেছিল, 'বিয়ে কর এবার।'

'কাকে? কোথায় মেয়ে? আর বেশ তো আছি।'

'একটা ঘরে থেকে আর হোটেলে দুবেলা খেয়ে কিছুদিন চলে···একটা সংসার পাত এবার। তুই শিবানীকে বিয়ে কর।'

পুলিন প্রথমে তার প্রতিক্রিয়াটা মুখে ফুটিয়ে তোলার মত অনুভূতি স্নায়ু মারফৎ পেশীতে পাঠাতে পারেনি। বজ্রাহতই হয়েছিল। পরে বলেছিল, 'শিবানীকে!' অফিসে যে চারটি মেয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে ওকেই প্রথম দিনে চোখে পড়েছিল। ওর মুখ আর শরীর স্বাভাবিকত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে মজা বা করুণার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে। ওর ছবি আঁকতে হলে পেইন্টারের থেকে স্বচ্ছন্দ বোধ করবে কার্টুনিস্ট।

'দেখতে ভাল নয়, আমি মানছি। এই নিয়ে ওকালতি করব না। ওর থেকে ভাল দেখতে দশ হাজার মেয়ে লাইন দিয়ে আসবে তোকে বিয়ে করতে।' অনিল যে যথেষ্ট প্রস্তুত হয়েই সওয়াল করতে নেমেছে পুলিন তা বুঝে গেছল।

'একই অফিসে স্বামী-স্ত্রীর চাকরি এটা বিরাট সুবিধের, দুজনের মোট আয় কত দাঁড়াবে ভেবে দেখ। অসুখ বিসুখে সেবা পাওয়া, আরো ঘর, বড় জায়গা নিয়ে থাকা। ভাসমান জীবনে একটা সিকিউরিটি, আস্থা, নোঙ্গর ফেলা। তাছাড়া শিবানীদের অবস্থা খুবই ভাল, এক মেয়ে, একটা ভাই। যথেষ্ট জমিজায়গা, মাছের আড়ত আছে। ও নিজে চাকরির টাকা খরচ করে না, বাড়িতেও দিতে হয় না, জমিয়ে জমিয়ে সোনার গয়না করেছে, খুব হিসেবী। সব দিক দিয়েই তোর লাভ। চেহারা, যৌবন, সৌন্দর্য চিরকাল কি থাকে কারো?'

পুলিনের মনে হয়েছিল বস্তাপচা এইসব যুক্তির মধ্যে একটাই শুধু গ্রাহ্য করা যায়, শিবানীর সঙ্গে অনেক টাকা আসবে। এই বাস্তব তথ্যটিই তার মনে ধরে। তার খুব দরকার···স্বচ্ছলতা।

'শিবানী কি জানে, তুই আমাকে বলবি?'

'জানে না। আগে তোর কাছেই কথা পাড়লুম, এবার ওকে গিয়ে বলব যদি

www.BanglaBook.org

তুই হ্যাঁ বলিস।'

'তোর এত উৎসাহ কেন?'

'আট বছর চাকরি করছে শিবানী আমি পাঁচ, সামনা সামনি বসি, দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বই বলতে পারিস হয়ে গেছে। অনেক সুখ দুঃখের কথা আমাদের হয়। ওর বাড়ি থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, উত্তরে অনেক চিঠিও এসেছিল। কিন্তু সাহস পায়নি ও এই চেহারা নিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে বেরোতে। জানতই সবাই রিজেক্ট করবে।'

'আমিও তো করতে পারি।'

'সেটা ও জানতে পারবে না, শুধু আমিই জানব।'

পুলিন রাজি হয়ে যায়। একদিন অফিসের পর অনিল ওদের দুজনকে একটা ইংরাজী গুপ্তচর কাহিনীর সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। পাশাপাশি বসেছিল পুলিন আর শিবানী। সে মৃদু গন্ধ পেয়েছিল সেন্টের। বিদেশীই হবে। শিবানী এসব মাখে বলে সে জানত না। আড়ষ্ট হয়ে সারাক্ষণ ছিল। হাতলে একবার হাতে হাত ঠেকে যেতে হাত নামিয়ে নেয়। প্রচুর ঘুঁষোঘুঁষি, ক্যারাটে, পিস্তল, বিছানায় মেয়ে পুরুষের প্রায় নগ্ন শরীর ছবিটায় ছিল। সিনেমা ভাঙ্গার পর অনিল বৌকে বাপের বাড়ি থেকে আনার অজুহাত দিয়ে ওদের দুজনকে রেখে চলে যায়।

এরপর সে শিবানীকে ট্রেনে তুলে দিতে যায়। রাত হয়ে গেছে, একা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় তাই পুলিন ওর সঙ্গে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। শিবানী যেতে দেয়নি। 'এত বছর ধরে এ লাইনে যাতায়াত করছি, কিছু ভাববেন না, আমি ঠিকই পৌঁছব।'

'কাল অফিসে আসছেন?'

অর্থহীন প্রশ্ন কিন্তু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আর কী বলা যায় রাত সওয়া নটায়! শিবানী মাথাটা হেলিয়ে ছিল খুকির মত।

শিবানীকে এই প্রথম সে উজ্জ্বল দেখেছিল। গভীর প্রত্যাশা এবং তা পূরণের সম্ভাবনা যে আর মরীচিকা নয়, এটা বুঝে গিয়ে ওর চাহনিকে প্রশান্তি দিয়েছিল আর কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল। পুলিনের বুকের মধ্যে তখন একটা মোচড় দেয়। সেটা প্রেমের জন্মকালীন ব্যথা ওঠার জন্য ঘটেছিল এমন সিদ্ধান্তকে সে কোনদিনই মানতে পারেনি। মোচড়টাকে সে মমতার বেশি অন্য কিছু বলে গণ্য করেনি।

ওদের বিয়ে হবে শুনে অফিসে অনেকে প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। প্রেম করে বিয়ে হচ্ছে না শুনে তারা আশ্বস্ত হয়। তবু পুলিন লক্ষ্য করে, তার সঙ্গে

কথা বলার সময় অনেকেরই মুখের ভাব, গলার স্বর বদলে যায়। একটা বুদ্ধিহীন, সরল, ভালোলোক ঠকতে চলেছে অথচ তারা বারণ করতে পারছে না, এমন একটা অসহায় ভঙ্গি তাদের আচরণে ফুটে উঠত।

অনিল সেটা লক্ষ্য করে একবার বলেছিল, 'বিয়েটা হয়ে যাক। সুখী দাম্পত্য জীবন কাকে বলে তারপর সেটা এরা দেখতে পাবে।'

অনিল হৃদয়ের গভীর থেকে কথাগুলো বলেছিল। পুলিনকে তা ছুঁয়ে ছিল।

কিন্তু এখন গিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালে অনিল কী করবে, কী বলবে? মামলার রায় বেরোবার পর ওর কথামতই সে চাকরিটা ছেড়ে দেয়। 'পুলিন এই অফিসে আর তুই টিকতে পারবি না, এখানকার চোখগুলো তোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবে।' অনিল সত্যিই বন্ধু ছিল।

'চিনতে পারব না কেন? তুই পুলিনই তবে তখন তোকে চিনতে পারিনি।'

'তখন এইজীবন এই জগৎ সম্পর্কে তোর ধারণাটা কাঁচা ছিল, আমারই মত। বলেছিলি আমার নিজের জন্য নাকি আস্থা, নোঙ্গর আরও কি কি সব দরকার। অথচ কত রকম ঘটনা যে জীবনে ঘটতে পারে, জীবনের ধারাকে বদলে দিতে পারে সেটা হিসাবে ধরিসনি।'

'সাবধানে অনুমান করা উচিত ছিল। পুলিন এখন তুই কী করছিস?'

'একটা জীবন কাটাচ্ছি।'

'কেমন জীবন?'

'মোটামুটি নিশ্চিন্ত জীবন। সকালে ঘুম থেকে উঠি রাতে ঘুমোতে যাই। কিছুতে জড়িয়ে নেই, কিছুই আমাকে জড়ায় নি।'

'তুই বেঁচে আছিস তো!'

টেবলে খট করে একটা শব্দ হতেই পুলিন চোখ খুলল। সুকুমার দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতে হলুদ রঙের বড় একটা খাম। ডান হাতে পেপার ওয়েট।

"দাদা স্বপ্ন দেখছিলে?"

"আমি ঘুমোইনি তো।"

"তাহলে বিড়বিড় করে কাকে বলছিলে, বেঁচে আছি বেঁচে আছি···হাগি মুতি, খাই শুই···।"

"তাহলে বোধহয় স্বপ্নই দেখছিলাম···মনে করতে পারছি না কি দেখেছি।"

"লাকি ম্যান। স্বপ্ন যত কুইক ভুলে যাবে ততই ভাল। নইলে ল্যাজের মাছির মত ভনভন করে বড্ড ডিস্টার্ব করে।"

"হাতে ওটা কি?"

"এই নাও ছবি দুটো। তোমার আর ওনার···সাইজটা ঠিক হয়েছে?"

www.BanglaBook.org

পুলিন নিজের ছবির দিকেই তাকিয়ে রইল। চেনা যায় না, তাকে এত কমবয়সী দেখায়।

"যা বলেছিলাম, এখনো তোমাকে···।"

"থাক্ থাক।"

"একটুও বাড়িয়ে বলছি না, ছবিটা আমার তোলা বলেও নয়, এখনো ছাঁদনা তলায় তোমাকে বসান যায়।"

"কার সঙ্গে বসব?"

"মেয়ের অভাব আছে নাকি!··· করবে?"

সুকুমার ঝুঁকে পুলিনের হাত চেপে ধরল। চোখের মণি বড় হয়ে উঠেছে। আশা···স্বপ্ন ওর চোখে।

"কে ভোগ করবে এই বিষয়-আশয়, ব্যবসা? কে খাবে তোমার পয়সা?"

"সবাই এই কথাই বলে। আমি বলি শ্যাল কুকুরে খাবে।"

"কোন মানে হয় এইভাবে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকার?"

"তাহলে মানুষ সন্ন্যাসী হয় কেন?"

"তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে, পারপাস আছে। তারা ঈশ্বরকে খোঁজে, বুঝতে চায়, যা বোঝে সেটা মানুষকে জানায়···তুমি কী করছ? দিনের পর দিন দোকানে বসে বসে শুধু কাঠের গন্ধ শুঁকছ আর ব্যবসার কাজে একটু আধটু বেরোচ্ছ। তার থেকে বরং একটা বিয়ে করো··· আগে কি তা করেছ?"

"করেছি।"

"মরে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আর সেই জন্য বুকে তাজমহল গড়ে শাজাহান হয়েছে? ···দ্যাখো দাদা, প্রেমট্রেম খুব ভাল জিনিস কিন্তু একা একা এসব হয় না। ভালবাসা নেবার জন্য একটা লোকও তো চাই ধকধক করে, নড়াচড়া করে এমন একটা প্রাণও তো চাই। তোমার মরা বৌ কি তোমার কাছে এসে কথা বলে না পা টিপে দেয়?"

পুলিন শুধু ওর হাত নাড়াটা লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কথায় বাধা দেবার চেষ্টা করল না। সুকুমার ধরেই নিয়েছে, বৌয়ের স্মৃতি জীইয়ে রাখার জন্য সে নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছে। ওর দোষ নেই, চিন্তার এই ছাঁচটাই সবাই মেনে নিয়েছে। ছাঁচটা খুব হৃদয়গ্রাহী।

"আমার পিসতুতো বোন, স্কুল ফাইনাল পাস। দেখতে এনার থেকে কম নয়। বয়সও এনার থেকে অনেক কম।"

পুলিন সচকিত হল। সুকুমার এভাবে কথাটা বলল কেন! তুষারকণার সঙ্গে

তুলনাটা আসছে কেন ? ওকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা কেন ? সুকুমার কিছু কি লক্ষ্য করেছে··· হাবভাব, চোখ মুখ, গলার স্বর। তুষারকণার সঙ্গে কথা বলার সময় সে কি বদলে যায় ? এমন কি এই ছবিটার দিকে তাকিয়েও !

"সাত ভাই বোনের মধ্যে থার্ড, অবস্থা ভাল নয়, শুধু বড় ভাইটি চাকরি করে, বাবা নেই। তোমাকে আমি ছবি দেখাব, যদি পছন্দ হয় তাহলে পিসিমাকে আসতে বলব।"

পুলিন স্মিত হাসল শুধু। হ্যাঁ বা না, কোনটাই সে বলল না। অনিলও একসময় এই ভাবে তাকে বোঝাতে চেয়েছিল

"আমাকে পছন্দ হবে ? বয়স কত জান ?"

"পুরুষ মানুষের আবার বয়স। বুলিকে শুধু একবার দেখবে আর সঙ্গে সঙ্গে পনেরো বছর বয়স কমে যাবে।"

"পনেরো !"

"কেন, আরো কমাতে চাও নাকি ?"

আদি রসাত্মক কিছু টিপ্পনি কাটতে গিয়েও সুকুমার সংযত হল, বোধহয় পিসতুতো বোনের তাতে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায়।

"আমি আসছি। এ দুটোর জন্য কিছু তোমাকে দিতে হবে না।"

পুলিনের চোখ টেবলে পাশাপাশি পড়ে থাকা ছবি দুটোর দিকে। একদৃষ্টে সে তুষারকণার মুখের দিকে তাকিয়ে। পার্টিশানের ওধারে পায়ের শব্দ উঠল। পুলিন মুখ তুলে আলমারির আয়নায় তাকিয়ে দেবুকে দেখতে পেল।

"এসেছিস, ভালই হল। আমি একটু কলকাতা যাব।"

॥ নয় ॥

শেয়ালদা স্টেশনের পশ্চিমের ফটক থেকে বেরিয়ে ফ্লাই ওভারের তলা দিয়ে পুলিন মহাত্মা গান্ধী রোডে এল। ক্ষেত্রনাথের ছবি বাঁধানোর দোকান বৈঠকখানার মোড়ে পূরবী সিনেমার উল্টোদিকে। ফুটপাথে তরিতরকারী, সব্জি নিয়ে বসে গেছে ফড়েরা।

এদের চাষী বলে শহরের লোক কিন্তু পুলিন তা মনে করে না। গ্রামের বাগান, ক্ষেত বা হাট থেকে মাল কিনে এনে কলকাতায় বসে গেলেই সে চাষী হয় নাকি ! তাজা হয় বটে এদের জিনিসগুলো কিন্তু দামও বাজার থেকে কম নয় বরং বেশিই। একটা নারকেল সাড়ে তিন টাকা দিয়ে একবার সে কিনেছিল, তেমন পুরু শাঁসের নারকেলই গদাই সওয়া তিনটাকায় আনে বাগুইপাড়া স্টেশনের

www.BanglaBook.org

রাস্তার বাজার থেকে।

তবু দেখতে ভাল লাগে স্তূপ করে রাখা টাটকা কাঁচাপেঁপে, ঝুড়ি ভরা পেয়ারা, বেগুন, ওল, কাঁচকলা, শশা। পুলিন থলিভরা বাজার করে ফেলল মনে মনে। ইদানিং খাওয়ার ব্যাপারে তার জিভ একটু বিলাসী হয়ে পড়েছে। গদাইয়ের মা পরশু সর্ষে বাটা দিয়ে চাল-কুমড়োর তরকারি রেঁধেছিল তার ফরমায়েসে। কচুরমুখী অনেকদিন খাওয়া হয়নি, এই কথাটা তার এইমাত্র মনে পড়ল।

"আরে পুলিনবাবু··কতদিন পর এলেন !"

ক্ষেত্রনাথ উবু হয়ে ফ্রেমের জন্য কাঠে পালিস লাগাচ্ছিল। হাঁটু থেকে লুঙ্গিটা নামিয়ে দিল।

"অনেক দিন পরই এলাম।"

পুলিন বেঞ্চটায় বসল। লম্বা এক ফালি ছোট্ট দোকান। দেয়াল ঘেঁষে কাত করে রাখা কাঁচ, ফ্রেমের কাঠ। তিন দেয়াল জুড়ে বাঁধানো ছবি নানা রকম ফ্রেমে মেঝেয় গোছা করে দাঁড় করান কালী, রাধাকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের বাঁধানো রঙিন পট, দোকানের বাইরেও কয়েকটি ঝোলান। দড়িতে ধুতি আর খদ্দরের রঙিন পাঞ্জাবি, অপরিচ্ছন্ন মেঝেয় পেরেক, ন্যাকড়া, কাঠের টুকরো, হাতুড়ি, একধারে পুরনো তিনটি টিন আর কৌটো।

"আছেন কেমন ?"

"চলে যাচ্ছে, ব্যবসার অবস্থা তো বোঝেনই।"

"আপনার তো বড় কাঠের মাল, একটা বেচলেই তিন-চারশো টাকা লাভ।"

"তাই ভাবেন বুঝি, ভালো তাই ভাবুন।"

"জিনিসের দাম যা বেড়েছে, খদ্দের তো তা বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে এখনো চার টাকায় বুঝি ঠাকুরের পট পাওয়া যায়, ছবি বাঁধানো যায় ! দশটা টাকা নিয়ে বাজার করতে যান আলু, কচু শাক, কিনতেই শেষ। মাছটাছ কেনার কথা ভাবতেই পারি না।"

ক্ষেত্রনাথের বাবা এই দোকান দিয়েছিল পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। পুলিন তাকে দেখেনি। কলেজে পড়ার সময় ক্ষেত্রনাথের বড়ছেলেকে সে সন্ধ্যায় পড়াত। সাত মাস পড়িয়েছিল। টেনেটুনে ক্লাস সেভেনে তুলে দিয়ে পুলিন নিজেই বিদায় নেয়—একটা বেশি টাকার টিউশনি পেয়ে। ছেলেটি শান্ত স্বভাবের স্বল্পবাক এবং মাথাটি ছিল গোবরে ভরা।

পুলিন তারপরও সম্পর্ক রেখে গেছে। যখনই এই অঞ্চলে আসে ক্ষেত্রনাথের তারা মা আর্ট গ্যালারিতে একবার বসে যায়। লোকটিকে বাইশ বছর আগে যেমন দেখেছিল আজও তাই আছে, অবস্থার কোন উন্নতি বা অবনতি চোখে

পড়েনি।'

"একটা কাজে এসেছি।"

হলুদ খাম থেকে সে সন্তর্পণে ছবি দুটো বার করল। "এই দুটো বাঁধিয়ে দিতে হবে। খরচের জন্য ভাববেন না, আপনার বেস্ট যে ফ্রেম আছে, ওই যে···ওই রকম চওড়া সোনালি।"

"কে হন, আপনার স্ত্রী ? ···বিয়ে করলেন কবে ?"

পুলিন লজ্জা পেল। পরিচিত কেউ এমন ভুল করলে একধরনের ছেলেমানুষী মজা পাওয়া যায়। বুকের মধ্যে চিনচিন করে উঠল···সুখের অবস্থা। তুষারকণাকে স্ত্রী ভাবতেই মনোরম একটা চাঞ্চল্য রোমকূপগুলোয় কেঁপে গেল।

ক্ষেত্রনাথের এমন ধারণা হল কেন ? ওর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরিয়ে এল কেন ? চারিদিকে দেবদেবীর ছবি। কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ সবাই যেন তার দিকেই তাকিয়ে ! পুলিনের কনুইয়ের কাছে কাঁটা দেখা দিল। ক্ষেত্রনাথ কি দৈববাণী করল ! ধীরে ধীরে সে বিহ্বলতার স্তরে পৌঁছেছে।

"অনেকদিন হল, তা প্রায়···"

"আপনার ছবিটা তো এখনকার, ওনারটাও কি ?"

"হ্যাঁ ?"

"ছেলেপুলে ?"

ক্ষেত্রনাথ চোখে তারিফ নিয়ে তুষারকণার ছবির দিকে তাকিয়ে। হৃদয়ের এক কোণায় পুলিন গর্বের ছোঁয়া পেল। তাহলে অবিশ্বাস্য নয় তার পক্ষে এমন একজনের স্বামী হওয়া। সে বেমানান নয়।

"একটি ছেলে, সাত বছর বয়স।"

পুলিন আবার দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকাল। দেবদেবী সে মানে না। কোথাও পুজো হচ্ছে দেখলে কাছে যায় না। হাত তুলেও প্রণাম করে না বিগ্রহ বা প্রতিমাকে। অথচ 'কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত আবির্ভাব', এখন যেন বিশ্বাস করা যায় বলে তার মনে হচ্ছে।

"একটিই ভাল···আর বাড়াবেন না। ছেলে মানুষ করা যে কি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার···।"

"ওকে ওর মা মানুষ করছে, আমি ওতে মাথা গলাই না।"

"শিক্ষিত ? বি এ পাশ ?"

"হ্যাঁ। চাকরি করে।"

দৈববাণীই। চোদ্দ দিনের মধ্যে এক হাজার ছাপিয়ে বিলি করলে মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বোম্বাইয়ের একজন লটারিতে বারো লাখ পেয়েছিল। পুরোটাই কি

www.BanglaBook.org

মিথ্যে ? একহাজার ছাপতে কটা টাকাই বা লাগবে। এক হাজার খামের দামই বা কত আর। ডাকে পাঠাবারই বা দরকার কি ? এক হাজার নাম ঠিকানা সে কোথা থেকে যোগাড় করবে দু সপ্তাহে ? পিওন যেমন চিঠি বিলি করে সেই ভাবেই বাড়ি, বাড়ি, দোকানে দোকানে বিলি করবে। রাত্রের অন্ধকারে, লেটার বক্সে ফেলবে, দরজার পাল্লার জোড়ের ফাঁক দিয়ে কি তলা দিয়ে গলিয়ে দেবে, খোলা জানলা দিয়ে ফেলে দেবে।

"আমি শ্রীকৃষ্ণের একটা ছবি নেব। আজ নয়, একটা কাজ আছে সেটা শেষ করার পর। কাছেই একটা ছাপার প্রেস রয়েছে, আছে না ?"

"একটা কেন, অনেক রয়েছে। কি ছাপাবেন ?"

"একটা ছোট হ্যান্ডবিল।"

"দোকানের জন্য ? অনেকেই এখন এভাবে বিজ্ঞাপন করছে, শস্তা হয়।"

পুলিন হঠাৎ একটা অস্থিরতা বোধ করতে শুরু করল। দোকানের সামনে দিয়ে ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ি, হাত রিক্সা, অটো রিকসার চলাচল, তাদের সম্মিলিত আওয়াজ, ব্যস্ত পদচারী, এদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ হবার তাড়না সে অনুভব করছে। এখন সে তার মানসিক পরিবেশটাকে ফুলের বাগান করে রাখতে চায়।

তুষারকণা ভীড়ের মধ্যে বেমানান।

"কাজ আছে ক্ষেত্রবাবু, এখন চলি। কবে আসব ?"

"দিন সাতেক পরই আসুন। সন্দেশ হাতে করে আসবেন কিন্তু, বিয়েতে ফাঁকি দিয়েছেন।"

"নিশ্চয় খাওয়াব।"

খাওয়াবার জন্যই সে পকেটে টাকা নিয়ে সেদিন মৌলালির মোড়ে অপেক্ষা করেছিল ওদের সঙ্গে। ···শম্ভুর তারপর কী হল ? আর তো আসেনি। যে রকম ভয় পেয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা ও করছে। যদি ঘটত তাহলে নিশ্চয় ছুটে আসত। বলেছিল 'যা হয় আপনাকে জানাব।' আসেনি যখন বুঝতে হবে কিছু ঘটেনি।

তা হলেও একটা খবর নেওয়া দরকার। পুলিন ঠিক করল ফেরার সময় দমদমে নেমে ওদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেবে। অনুর সঙ্গে সেদিন কোন কথাই হয়নি। কিছুটা উদাসীন দেখাচ্ছিল। মনের জোর না থাকলে ওই সময়ে, ওই পরিস্থিতিতে এত শান্ত থাকতে পারা যায় না। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, পাস করেছে কিনা সেটাও জানতে হবে।

শেয়ালদা স্টেশনে গিজ গিজ ভিড়। আজ আবার কী হল ? প্ল্যাটফর্মে

একটাও ট্রেন নেই। পুলিন বিস্ময় এবং বিরক্তি একই সঙ্গে প্রকাশ করল—"ধ্যেৎ।"

প্রতি প্ল্যাটফর্মে শুধু মাথা। আগের দিনের থেকেও লোক বেশি। নিরুপায় অপেক্ষার জন্য মুখগুলি বিরস। গরমে, ঘামে মুখের চামড়া শুকনো, ছাই রঙা, চোখ বসা। তারমানে বহুক্ষণই ট্রেন বন্ধ।

"কি হয়েছে ভাই, ট্রেন কি বন্ধ?"

সিগারেটের স্টলের পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ান এক যুবককে পুলিন জিজ্ঞাসা করল।

"কারেন্ট নেই বেলা চারটের থেকে। টিটাগড়ের কাছে নাকি তার ছিঁড়ে গেছে।"

"এতক্ষণেও তার জোড়া গেল না?··· ট্রেন লাইন তো দুটো, তার কি দুটো লাইনেই ছিঁড়েছে?"

"একটা দিয়েই চালাচ্ছে। এইমাত্র কৃষ্ণনগর ছেড়ে গেল।"

পুলিন প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসার সময় শুনতে পেল লাউডস্পীকারে বলা হচ্ছে —"অনুগ্রহ করে শুনবেন, টিটাগড় ও ব্যারাকপুরের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। একটি লাইন দিয়ে ডাউন ট্রেন চালাতে হওয়ায় ট্রেন এসে পৌঁছতে দেরী হচ্ছে। বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পূর্ণ হলেই ট্রেন চলাচল আবার স্বাভাবিক হবে।"

দলেদলে মেয়ে পুরুষ ট্রেন ধরার জন্য আসছে। এখন অফিস থেকে বাড়ি যাবার সময়। বড় বেসময়ে এসে পড়লাম, বরং তখন ক্ষেত্রনাথের দোকান থেকে সোজা প্রেসে গিয়ে যদি কথাবার্তা বলে নেওয়া যেত, তাহলে খানিকটা সময় কাটিয়ে এখানে আসা যেত। কখন যে স্বাভাবিক হবে কেউ বলতে পারে না। এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কী করার আছে।

পুলিন তাই করল। সে প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল। টাইমটেবলের বোর্ডের নীচে সে দাঁড়াল বাইরে যাবার গেটের দিকে মুখ করে। যারা আসছে তাদের মুখ তো দেখা যাবে···ব্যস্ত হয়ে আসতে আসতে হঠাৎ ভিড় দেখেই মুখে হতাশ প্রশ্ন ফুটে ওঠার ধরনটা।

অপেক্ষা করতে করতে, বাতাসহীন, বদ্ধ ঢাকা জায়গায় হাজার খানেক লোকের শ্বাস প্রশ্বাসের গন্ধ, অবিরাম বলা কথার একটানা শব্দ, একই রকম অভিব্যক্তির মুখ ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্কের কোষগুলোকে অসাড় করে দিতে লাগল। ক্লান্ত লাগছে তার, এখন কোন ট্রেন এলে তাতে উঠবে কি করে? এত লোক তো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

www.BanglaBook.org

পুলিন চোখ বন্ধ করে রইল। মাঝেমাঝে একটা রাগ মাথায় ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। তার ছেঁড়ে কেন? ছিঁড়েছে না চুরি হয়েছে। চোর ধরার জন্য লোক আছে, তারাও কি চোরদের সঙ্গে যোগসাজস করেছে?

"অনুগ্রহ করে শুনবেন, ব্যারাকপুর ও টিটাগড়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়া বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধার হয়েছে।···"

একটা চাপা শব্দ প্ল্যাটফর্ম থেকে উপরে উঠে টিনের ছাদে ধাক্কা দিল। আশ্বস্ত হবার পর উদগ্রীব হওয়া। ট্রেন যে দিক থেকে আসবে সব মুখ এখন সেইদিকে ফেরান। পুলিনও মুখ ফেরাল এবং দেখল তুষারকণা দাঁড়িয়ে।

কাঁধে ব্যাগ, তারমধ্য থেকে ছাতার বাঁটটুকু বেরিয়ে, মেরুণ খোলের শাড়িতে সবুজ পাড়, কপালের কাছে চুলের বিন্যাস ভেঙ্গে রয়েছে, চোখে ক্লান্তি আঁচল দিয়ে থুতনি মুছল।

বুকের মধ্যে থরথর করল পুলিনের। কী অদ্ভুত সব যোগাযোগ। প্রথমে সুকুমার কী সব বলে গেল···তুমি কী করছ? দিনের পর দিন দোকানে বসে··· কে খাবে তোমার পয়সা? তার থেকে বরং একটা বিয়ে করো···ভালবাসা নেবার জন্য একটা লোকও তো চাই। কিন্তু ধকধকে সচল প্রাণ কি তুষারকণা!

ক্ষেত্রনাথ কেন বলল, আপনার স্ত্রী? অনেক সময় অনেক লোকের মুখ দিয়েই ভবিষ্যদ্বাণী বেরোয়। ক্ষেত্রনাথ হয়তো তেমনই একজন।

তাকে দেখতে পায়নি তুষারকণা। না দেখাই ভাল। সে শুধু ওকে দেখে যাবে, প্রাণভরে দেখে যাবে আড়াল থেকে। ওর মুখ ঘোরান, হাত নাড়ান, একপায়ে ভর রাখা, চোখ সরু করে তাকান প্রতিটি ভঙ্গি সে শুষে নিয়ে জমা করে রাখবে স্মৃতিতে।

দুটো ট্রেন আসছে। ইলেকট্রনিক গন্তব্য নির্দেশকে বনগাঁ আর নৈহাটির নাম জ্বলে উঠেছে। নৈহাটি দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে। একটা ট্রেন ওই লাইন ধরেই ঢুকছে। নামার জন্য কামরাগুলোর দরজায় লোক দাঁড়িয়ে। ওরা নামার জন্য যে পা রাখবে সেই জায়গাটুকুও প্ল্যাটফর্মে নেই। সাত-আট সারি পুরু মানুষের লাইন প্ল্যাটফর্মের কিনারা বরাবর দাঁড়িয়ে ট্রেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। ট্রেন এখনো থামেনি।

ও গেল কোথায়? পুলিন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখ ট্রেনের দিকে রেখেছিল আর তার মধ্যেই তুষারকণা হারিয়ে গেল। নিশ্চয় ভিড়ের মধ্যে ঢুকেছে। এখন ট্রেনে ওঠা অসম্ভব, এমনকি পুরুষদের পক্ষেও।

পুলিন ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে গেল দু নম্বর প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে প্রত্যেক কামরার দরজায় নামার লোকের সঙ্গে ওঠার লোকের ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে।

পুলিন ধাক্কা দিয়ে, সামনে থেকে দু হাতে ঠেলে লোক সরিয়ে এগোতে লাগল। শুধু খোঁপা আর মুখের পাশটুকু ছাড়া আর কিছু এখন দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম কামরার দরজার সামনে জনা তিরিশ লোকের জমাট চাপ। তার মধ্যে তুষারকণার থাকা সম্ভব নয়। ভিতরের লোকেরা নামতে পারছে না, চিৎকার করছে পথ পাবার জন্য। দুটি লোক কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কামরার মধ্যে ভেসে গেল তোড়ে লোক ঢুকে পড়ায়। দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকারা চটকে পিষে যাচ্ছে। কাতর স্বরে অনুনয়, অনুরোধ, হুমকিতে ফল হচ্ছে না।

পুলিন একটু দূর দিয়ে মানুষের দলা পাকানো বেহুঁশ চাপটাকে এড়িয়ে দ্বিতীয় কামরার দরজার সামনে তুষারকণাকে খুঁজল। এখানে অবস্থাটা আরো নির্মম। কয়েকজন কামরার মধ্যে ঢুকে আর এগোতে পারছে না ভিতর থেকে পাল্টা ঠেলা পেয়ে। কয়েকজন কামরা থেকে নামতে পেরেছে বটে কিন্তু প্ল্যাটফর্মের লোকেদের ব্যগ্রতা আর ট্রেনে ওঠার মরীয়া ইচ্ছার দ্বারা যে সম্মিলিত বুদ্ধিভ্রংশ তৈরি হয়েছে সেটাকে আর ভেঙে বেরোতে পারছে না।

হঠাৎ একটি লোক পাগলের মত তার দু হাত ছুঁড়তে শুরু করল।

"বেরোতে দিন, বেরোতে দিন।" কোনরকমে একটা পা তুলে লোকটি সামনে ছুঁড়ল। একজন "উহ্‌" বলেই কুঁজো হয়ে গেল। নেশাগ্রস্তের মতো ভিড়টা দরজার কাছে সামনের ও পিছনের ঠেলায় টলছে। কিছু লোক দরজার দিকে যাবার চেষ্টায় চেপ্টে রয়েছে ট্রেনের গায়ে।

পুলিন দেখতে পেল তুষারকণাকে। শুধু মাথাটুকু দেখা যাচ্ছে। দরজার সামনে পৌঁছে গেছে। কি করে পৌঁছল তাই নিয়ে অবাক হবার সময় নেই। ওর বেরিয়ে আসা উচিত নয়তো মারা পড়বে।

"তুষারকণা, তুষারকণা..."

পুলিন চিৎকার করে উঠল। বোকার মতো কেন যে চেঁচিয়ে উঠল তা সে জানে না। দাউ দাউ জ্বলন্ত বাড়ির মধ্যে জানালায় দাঁড়ানো কাউকে দেখে তার উদ্দেশ্যে নাম ধরে ডেকে লাভ নেই বরং ছুটে গিয়ে তাকে বার করে আনাটাই তখন একমাত্র করণীয়।

লোকটা এখনো বেরোতে পারেনি ভিড় ঠেলে। দু হাত ছুঁড়ে যাচ্ছে। অ্যাটাচি ব্যাগ মাথার উপর তুলে একজন এগোতে চাইছে, তার বুকে ঘুঁষি লাগল, তার পাশেই তুষারকণা, পরের ঘুঁষিটা তার ডান কানের উপর পড়ল। কি একটা শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, মুখ বিকৃত করে সে ডান কান চেপে ধরল।

"তুষারকণা!"

www.BanglaBook.org

পুলিন সামনে যে লোকটিকে পেল তার জামা ধরে টেনে সরিয়ে ভিতরে ঢোকার জায়গা বার করল। তুষারকণা ভিড়ের দোলায় দুলছে মাথাটা হাত দিয়ে ধরে। আর তিন-চারটি মানুষ পরেই তুষারকণা অথচ যেন তিন-চার মাইল দূরে।

লম্বা-চওড়া এক যুবক জলে লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে, একটা বীভৎস চিৎকার করে দু হাত তুলে কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েই সামনের লোকেদের উপর দেহভার ছেড়ে দিল। ফলে কয়েকজনের অবস্থা যখন টলে গিয়ে পড়ো পড়ো, সেই সময়ই কামরা থেকে পাল্টা স্রোত বেরিয়ে এল প্রবল বেগে।

পুলিন দেখতে পেল তুষারকণা এবং তার সঙ্গে আরো দুজন প্ল্যাটফর্মের মেঝেয় পড়ে গেছে।

দলবদ্ধ দিশাহারা কিছু লোক, যাদের দু চোখে রাগ আর ক্ষোভ, মুখে গালাগাল, মানুষের চাপ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। তাদেরই কেউ মাড়িয়ে গেল তুষারকণার পায়ের পাতা। তার আর্তনাদে কেউ কান দিল না।

দুই বগল ধরে ওকে টেনে তোলার জন্য পুলিন নিচু হয়েছে, সেই সময় পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে সে তুষারকণার পিঠের উপর হুমড়ি দিয়ে পড়ল, ওকে জড়িয়ে ধরে। এরপর যা ঘটল সেটা পুলিনের কাছে অপ্রত্যাশিত।

ধাক্কাধাক্কি হুড়োহুড়িটা থমকে গেছল। পুলিন কোনক্রমে উঠে দাঁড়াল, তুষারকণাকেও টেনে তুলল, আর তারপরই বাঁ গালে ঠাস করে চড়টা পড়ল।

"অসভ্যতার একটা সীমা আছে।"

রাগে টকটকে মুখ নিয়ে তুষারকণা তাকিয়ে। ঠোঁট কাঁপছে। চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। পুলিনের সারা দেহ অসাড় হয়ে আসছে পর পর বিদ্যুৎতরঙ্গ শিরার মধ্য দিয়ে বহে যাওয়ায়।

"চলুন, এগোন।"

পিছন থেকে ধাক্কা এসে সবাইকে ঠেলে দিল দরজার দিকে। বোধহীন দৃষ্টি নিয়ে পুলিন তার পাশের লোকেদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে যন্ত্রের মত এগোল।

একটা মুখকে সে চিনতে পারছে। ত্রিদিবনগরের সেই লোকটি, যার কাছে সে চারশো টাকা পায়।

"আরে মশাই তাড়াতাড়ি করুন...চড় খেয়েছেন তো গালে, পায়ে তো নয়....পা চালান।"

"এই রকম ভিড় হলে কিছু লোকের সুবিধেই হয়।"

"ভদ্রমহিলা ঠিক ট্রিটমেন্টই করেছেন, এই রোগের এই ওষুধ।"

"বয়স তো যথেষ্টই হয়েছে।"

কামরাটা লম্বা। পুলিন উল্টোদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। বনগাঁর ট্রেন ভরে গিয়ে দরজা থেকে মানুষের ঢেলা বেরিয়ে এসেছে।

ও এই কামরাতেই কোথাও রয়েছে। হয়তো বসার জায়গাও পেয়েছে। তাকে কি দেখতে পাচ্ছে ? দেখতে পাক বা নাই পাক চিরকালের জন্য একটা পর্দা তাদের মধ্যে টানা হয়ে গেল। দোকানের সামনে দিয়ে নিত্য যাতায়াত করবে কিন্তু সে আর দোকানের সামনে তখন বসে থাকতে পারবে না।

মুখ না ফিরিয়ে পুলিন আড়চোখে দেখার চেষ্টা করল। ছেলেটা তার দিকেই তাকিয়েছিল, চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে কেমনভাবে হাসল। দোকানের সামনে দিয়ে ওকে যাতায়াত করতে দেখেছে।···কোথায় বাড়ি ? ত্রিদিবনগর ? কমলাপুরী ? নাকি পিছনের কোন পাড়ায় ?···হাসল, হাসির অর্থটা কী ? ···পাশের আর একটি সমবয়সী ছেলেকে ফিসফিস করে কী যেন বলছে···কী বলছে ? শ্যামপুকুরেও ঠিক এইভাবে বাড়ির লোক, পাড়ার লোক তার দিকে তাকাত, নিজেদের মধ্যে মুখ টেপাটেপি করত।

বাগুইপাড়া, রথতলার আর কে রয়েছে এই কামরায় ? এত দ্রুত হয়ে গেল, কম লোকই দেখতে পেয়েছে। সবারই চোখ তো ছিল দরজার দিকে। কিন্তু একজন, দুজন দেখলেই তো যথেষ্ট।

কোর্ট থেকে ফিরে পাড়ার সেই লোকেরা কি বাড়ির মেয়েদের কাছে, চায়ের দোকানে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করত না ? বিজিতবাবুই সারা অফিসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ছায়াকে উকিলের জেরার বিবরণ। তুষারকণার চড় মারার কথাও কেউ না কেউ রথতলায় চাউর করে দেবে।

সেই লোকটা কোথায় যে তাকে এখনো টাকা শোধ করেনি ? পুলিন আবার আড়চোখে তাকাল। শ্রীময়ী টেলর্সে সলিলের কাছে মাঝে মাঝে আসে এমন একজনকে এবার সে দেখতে পেল। এও কি জেনেছে ? সলিলের কাছে গল্প করবে ?····কামরায় কেউ কি আর আলোচনা করছে ? বোধহয় না। এই দমবন্ধ করা, গাদাগাদির মধ্যে প্রত্যেকেই ব্যাজার বিরক্ত, কাঁধের জামায় ঘাম মুছতে মুছতে রসাল বিষয়ে কথা বলা যায় না।

কিন্তু এ রকমটা হল কেন ? কী দোষ করেছি ? পুলিনের মনে হল, জবাব সে কোনদিনই খুঁজে পাবে না। শুধু পুরনো ঘাটাকে খুঁচিয়ে দিল। জ্বালা করছে ···এটা কতটা অসহনীয় হয়ে উঠবে এখন তা বোঝা যাবে না। চড়টা কত গভীরে বিঁধেছে সেটাও এখন বোঝা যাবে না। রাতের পর রাত ঘুমের জন্য যখন মাথা

www.BanglaBook.org

ঠুকবে, ছবির মত চোখের উপর তুষারকণার ঘৃণা ভরা মুখটা ভেসে উঠবে, তখনই সে বুঝতে পারবে।

ওই রকম অবস্থায় অন্য কেউ যা করত সেও তাই করেছে···তুলে ধরার চেষ্টা, নইলে ওকে মাড়িয়ে আরো পাঁচ-সাতজন চলে যেত। কিন্তু একথা কে বিশ্বাস করবে ? মেয়েরা কি অকারণে চড় মারে ? তার মনের অতলে যে বাসনা সেটা কি ভেসে উঠেছিল ?

তার উপর কোন কারণে কি বিরূপ হয়েছিল ? তাকে প্রথম থেকেই কি অপছন্দ করেছে ?···বিরক্ত ছিল তার সম্পর্কে ?

কি করলাম, কখন করলাম, কিভাবে করলাম ? বিশ্বাস করা যাচ্ছে না··· চড়টা কি সত্যিই মেরেছে ! কাউকে কি জিজ্ঞাসা করবে ?

কথাবার্তায়, আচরণে কোনরকম আপত্তিকর কিছু ? কোন রকম নোংরামি ? তাকানোর মধ্যে কোন অশালীন ইঙ্গিত ?

দুষ্টু চরিত্রের লোক ভেবেই চড়টা মেরেছে কিন্তু তার মধ্যে দুষ্টুমির কী পেয়েছে ? শুনেছে কি কিছু তার সম্পর্কে ? এত বছর রথতলায় রয়েছে, তার সম্পর্কে একটি খারাপ কথাও, কি চরিত্র কি ব্যবসা, কোন বিষয়েই আজ পর্যন্ত কেউ একটা কথাও বলেনি, আড়ালেও নয়। এখনকি তাকে প্রমাণ দিতে হবে তার খারাপ কোন মতলব ছিল না।

তবে কি শিবানীর খুনের ব্যাপারে, ছায়ার ব্যাপারে কিছু জেনেছে ? কী করে জানবে ? ···কিন্তু সে নিজেই বা কি করে জানল ওর স্বামী ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করে এখন জেল খাটছে ?

এইভাবেই হয়তো তার বিষয়ে জেনেছে আর একটা বাজে ধারণা গড়ে নিয়েছে। কিন্তু কেন নেবে ? মানুষ অনেক কাজই এক সময়ে করে ফেলে, একটা কাজ করে ফেলে সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে আর একটা ভুল করে বসে। ছায়া তার দ্বিতীয় ভুল। হয়তো এটা হত না যদি না তাদের সংসারে ও কাজ করতে আসত। কিন্তু এসে গেল···সহজেই পাওয়া ছায়া তার জীবনে না এলে শিবানী বেঁচে থাকত।···সত্যিই কি বেঁচে থাকত !

কিন্তু দশ বছরে মানুষ তো বদলায়। পরিণত হয়। দশ বছর ধরে সে প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে, নিজেকে যাবতীয় সুখ থেকে দূরে রেখে কঠিন পরিশ্রম করে গেছে, নির্জনে, নিঃসঙ্গ। এর কি কোন মূল্য নেই ? এইভাবেই কি তাকে দণ্ড পেতে হবে···এত লোকের সামনে··· আবার বদনাম, ব্যঙ্গবিদ্রূপের শিকার···আবার আর একটা দশ বছর !

পুলিনের চোখের উপর বাষ্পের আস্তরণ পড়ছে। কাছের মুখগুলোকে সে

ঝাপসা দেখতে শুরু করল। একটা অভিমান তার গলার কাছে উঠে এসে নিশ্বাস চেপে ধরছে। মাথার মধ্যে গরম ভাপ। শুকনো পাতায় আগুন লাগলে যেমন পড় পড় শব্দ হয়, তেমন একটা শব্দ ক্রমাগত সে শুনতে পাচ্ছে, শিখাটা পরে দেখতে পাবে।

"ভাই আপনি কি দমদমে নামবেন ?"

পুলিন পিছনে তাকাল। শান্ত বিনীত স্বর। এক প্রৌঢ় তার মুখে তাকিয়ে।

"না।"

"আমি নামব, একটু জায়গা···"

পুলিন কুঁকড়ে, পাশে হেলে গিয়ে এগোবার জন্য যতটা সম্ভব একটা ফাঁক তৈরি করে দিল। লোকটি ঠেলেঠুলে তাকে অতিক্রম করে এগোল।

ওর পিছনে পুলিনও এগোল দমদম স্টেশনে নামার জন্য। কেন যে এখানে নামার সিদ্ধান্ত নিল তা সে জানে না। হয়তো লোকটির মিষ্টি স্বরে সান্ত্বনা ছিল।

॥ দশ ॥

শম্ভু আর খবর দেয়নি।

ওভারব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পুলিন ওর বাড়ির নম্বরটা মনে করার চেষ্টা করল। পূর্বদিকে গিয়ে খাল, তার আগে মন্দির, উল্টোদিকে একটা নার্সিং হোম, তারও আগে স্টেশনের দিকে, দ্বিতীয় গলিটা, কিন্তু বাড়ির নম্বরটা···।

দমদম রোড ধরে মিনিট ছয়-সাত হেঁটে সে গলির মুখে পৌঁছল। স্টেশনারী, হার্ডওয়ার, সিগারেট, ইলেকট্রনিক্স, মিষ্টি—দোকানগুলোর কোনো একটায় শম্ভুর নাম বললে কি বাড়ির হদিশ পাওয়া যাবে না ?

"আচ্ছা এখানে শম্ভুনাথ সাহার বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?"

খদ্দেরের সামনে দু রকমের শ্যাম্পুর শিশি রেখে লোকটি তফাৎ বোঝাচ্ছে। প্রশ্নটা কানে নিল না।

"এখানে শম্ভুনাথ···।"

"জানি না।"

পুলিন সিগারেটের দোকানটা বাদ দিল। শম্ভু সিগারেট খায় না। মিষ্টির দোকানেও খদ্দের। সে অপেক্ষা করল।

"আচ্ছা শম্ভুনাথ সাহা নামে একজন এই পাড়ায় থাকে, তার বাড়িটা বলতে পারেন ?"

কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দোকানী মাথা নাড়ল, "বলতে

www.BanglaBook.org

পারব না।"

হার্ডওয়্যার দোকানের মালিক হিসাব কষায় ব্যস্ত। পুলিনের প্রশ্নে মুখ না তুলেই মাথা নেড়ে দিল।

বিব্রত হয়ে সে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, এবার কী করবে ? এখানে কেউ বলতে পারবে না। শেষ উপায় গলির ভিতর ঢুকে কোন বাড়ির লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়।

গলিটা কোথাও সরু, কোথাও চওড়া। পাশাপাশি দুটো রিক্সা যেতে পারে। পুরনো কিছু বাড়ি থেকে বোঝা যায় অঞ্চলটা নতুন নয়। চারতলা নতুন বাড়ি তারপর টালির চালের একতলা বাড়ি। গলিটা প্রথম বাঁক নিয়েছে একটা মুদির দোকানের পাশ দিয়ে।

"ভাই এখানে শম্ভুনাথ সাহা বলে কেউ থাকে ?"

"শম্ভুনাথ ?···কি করেন ?"

"মোজাইক টালি, লোহার গ্রীল, জানালা এইসবের দালালি করে।"

"আপনি কি তার আত্মীয় ?"

পুলিন পাশে তাকাল। লুঙ্গি আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, হাতে থলি, কাঁচাপাকা চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা, লোকটির গলার স্বরে সতর্ক কৌতূহল।

"আজ্ঞে না, ব্যবসাসূত্রে পরিচয়।"

"কতদিনের পরিচয় ?···কিছু মনে করবেন না জিজ্ঞাসা করলাম বলে।"

"বছর পাঁচেক।"

"তিনি শয্যাশায়ী এখন। যান গেলেই দেখতে পাবেন। আর একটু এগিয়ে, থার্ড লাইটপোস্টের পরই, দরজায় সিঁড়ি আছে দু'ধাপ···দেয়ালে দেখবেন হাতে লেখা দু-তিনটে পোস্টার সেটা পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

পুলিন পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্তম্ভিত হল। শম্ভু শয্যাশায়ী। তাহলে যে ভয়টা করেছিল তাই ঘটেছে। নিশ্চয় শঙ্করের বাড়ির লোকেরা গুণ্ডা দিয়ে কিছু করেছে।

পুলিন লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আঁচ করার চেষ্টা করল। আরো কিছু বলতে গিয়েও যেন বলতে চায় না। থাক, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই।

থার্ড লাইট পোস্ট। পুলিন রাস্তা থেকে ওঠা দু'ধাপ সিঁড়ি দেখতে পেল। একতলা বাড়ি। রাস্তার দিকে দুটো জানলা। বন্ধ রয়েছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে প্রথমেই দরজার পাশে দেওয়ালে সাঁটা কাগজে তার চোখ পড়ল। মোটা আঁচড়ে লাল কালিতে লেখা : "এই বাড়ির মেয়ে অনুরাধা সাহা বেশ্যা। তার পেটে জারজ সন্তান রয়েছে।" তার লাগোয়া আর একটি : "পাড়া থেকে এদের

তাড়ান। পাড়ার দুর্নাম হতে দেবেন না।"

এসব কী ? এইভাবে কি পিছনে লাগা সম্ভব যদি না জানোয়ার হয় ! পুলিন লেখা দুটো আবার পড়তে গিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। তার লজ্জা করছে।

দরজার কড়া নাড়ল। তার শরীর ঝাঁ ঝাঁ করছে, গরম হয়ে উঠেছে। তারই যদি লজ্জা করে তাহলে অনুর কী হচ্ছে, শম্ভুর কী হচ্ছে ! কাগজ দুটো ছিঁড়ে ফেলে দেয়নি কেন, সেটাই আগে জানতে হবে। এইভাবে কি ওরা বাধ্য করবে পাড়া ছাড়তে !

"কে ?···কে কড়া নাড়ে ?"

নারীকণ্ঠ। যেন ভয়, দ্বিধা, অনিচ্ছা থেকে জানতে চাইছে দরজার ওধারে কে ?

"আমার নাম পুলিন, বাগুইপাড়া থেকে আসছি।"

পায়ের শব্দ সরে গেল এবং ফিরে এল। মাঝের সময়টুকুতে পুলিন দু'ধারে তাকিয়ে দেখল। স্বাভাবিক। এই সময় রাস্তা যেমন থাকে তেমনই, যেমনভাবে বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, টিভিতে শব্দ হয়, লোকজন হাঁটে, রিক্সা চলে···

"আমি শম্ভুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আপনি ওর মা হন ?"

"হ্যাঁ।"

পুলিন প্রণাম করল, শীর্ণ, ছোট চেহারা, মধ্যবয়সী। তার মুখের থেকে চোখ সরিয়ে উনি সামনের বাড়ির জানলা, বারান্দার উপর দিয়ে বুলিয়ে আনলেন।

"ভিতরে আসুন।"

দরজার পাল্লা দুটো একটু দ্রুতই বন্ধ করে দিলেন।

তাহলে ওরা যা চাইছে সেটা শুরু হয়ে গেছে। পুলিন দমে গেল। গালে চড় খাওয়ার থেকে এটা আলাদা ধরনের অপমান, লজ্জা। এটা তো সত্যিই, অনুর পেটে বাচ্চা রয়েছে।

"শম্ভু ভিতরের ঘরে, আসুন।"

দালানের মত জায়গাটার এক ধারে ভিতরের ঘরের দরজা। ভিতর থেকে শম্ভুর গলা ভেসে এল, "কে পুলিনদা নাকি, এসো।"

দরজা থেকে শম্ভুকে দেখেই সে ঘরে পা রাখতে ইতস্তত করল। পিঠে তিন-চারটি বালিশে ঠেশ দিয়ে খাটে পা ছড়িয়ে বসে। বাঁ কাঁধ থেকে প্লাস্টার কনুইয়ের নিচে পর্যন্ত, বাঁ উরু থেকে প্লাস্টার হাঁটুর নিচে পর্যন্ত। পায়জামার বাঁ দিকটা গুটিয়ে তোলা।

"কবে হল শম্ভু ?"

www.BanglaBook.org

পুলিন পাঁচ হাত দূর থেকে ফিসফিস করে বলল। কাছে যেতে তার ভয় করছে।

"এসো, খাটেই বসো····সেদিনই হল। স্টেশন থেকে হেঁটেই আসছিলাম আমরা, এই বাড়ির সামনেই···"

পুলিন খাটের কিনারে বসল। একদৃষ্টে শম্ভুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে চেষ্টা করল তার প্রতি কোন অভিযোগ ওর চোখে ফুটে উঠেছে কিনা।

'তোমার বাড়িতে গিয়ে আজ রাতটা থাকব, অনুর জন্য।' এটাই ছিল ওর সেদিনের শেষ কথা। বোধহয় নয়। ওর শেষ কথা, জানালার ধারে দৌড়তে দৌড়তে 'কি বললেন ?····কি বললেন ?'

সেদিন একটা সময়ে সে বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল, রাতে থাকতে চায় কিন্তু আমার কাছে কেন, এইসব ঝামেলায় আমি কেন জড়াব ?

তখন পর্যন্ত তুষারকণার চড়টা গালে পড়েনি।

"রাস্তার আলোটা নেভান ছিল। মিনিট দুই তিনের মধ্যেই ব্যাপারটা হয়ে গেছে।"

শান্ত ধীর স্বর। পাখা ঘুরলেও শম্ভুর কপালে বিনবিনে ঘাম। ওর মা একধারে দাঁড়িয়ে।

"শম্ভু চেঁচিয়ে ডেকেছিল আশপাশের বাড়ির লোকেদের, খুন করছে···বাঁচান, বাঁচান, কিন্তু একজনও বেরিয়ে আসেনি। অথচ কত বছরের আলাপ সবার সঙ্গে।"

অনুযোগ নয়, আক্ষেপ আর দুঃখ নিয়ে বলা মৃদু স্বরটা পুলিনের চেতনার উপর আলতোভাবে ছড়িয়ে গেল।

"কেউ বেরিয়ে আসবে না।" পুলিন ফিসফিস করে বলল। "সবারই তো প্রাণ আছে।" হাত রাখল শম্ভুর হাতের প্লাস্টারের উপর।

"আমিও মা কে তাই বলেছি।···ঝামেলার মধ্যে কে পড়তে চায়।"

পুলিনের বুকের মধ্যে একটা ধস নামল। 'ঝামেলার মধ্যে' বলল কেন ? বাংলা ভাষায় আর কোন শব্দ কি নেই ?

"প্রাণের দাম সব কিছুর থেকেই বেশি। চেঁচিয়ে ছিলাম ইনস্টিংক্ট বশে। বুদ্ধিশুদ্ধি তখন তো ঠিকমতো কাজ করে না···অন্ধকারে চার-পাঁচজন যদি হঠাৎ ঘিরে ধরে, ভয় তো করবেই। ····ওদের মূল টার্গেট ছিল কিন্তু অনু। প্রথমেই ওর তলপেটে ঘুঁষি মারে, আমি তখন ওকে জড়িয়ে ধরি। দুজনেই রাস্তায় পড়ে যাই। ···কী যে তখন মা কালীর আশীর্বাদে মাথায় খেলে গেল, অনুকে দু'হাতে দু'পায়ে জড়িয়ে ঢেকে নিয়ে বুকের ওপর শুয়ে পড়লাম····পেটের ওটাকে তো

বাঁচাতে হবে ! সাকসেসফুল হতে পারেনি।"

জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ। সাফল্যের আনন্দ ঝিলিক দিচ্ছে। পুলিন আঁকড়ে ধরল প্লাস্টার, তারপর সংশোধন করে চেপে ধরল কব্জিটা।"

"অনু কোথায় ?"

"টিউশানিতে গেছে।"

"পরীক্ষার ফল ?"

"এগারো নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিশন হল না।

" আমি তো এতটাও আশা করিনি।" "ওর শরীরের কোন ক্ষতি তো হয়নি ?"

"আমিও সেই ভয় করেছিলাম, যদি মিসক্যারেজ হয়ে যায় ওদের তো এটাই উদ্দেশ্য ছিল। কি যে লাক, কিছু হয়নি।"

"ডাক্তার দেখিয়েছ ?"

"না। আমার তো এই অবস্থা, কে ওকে নিয়ে যাবে....নিজেই যেতে চায় না, বলে ঠিক আছি মিছিমিছি কেন ডাক্তারকে পয়সা দেওয়া। কিন্তু একবার ওকে পরীক্ষা করান দরকার।"

"তোর চিকিৎসা ঠিকমত হচ্ছে ?"

"আমার আর চিকিৎসা কী ? এইভাবেই দেড়-দু' মাস পড়ে থাকতে হবে। তবে পাড়ার লোকেরা তখন হেল্প করেছিল। এখানে এক ভদ্রলোকের গাড়ি আছে, তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। ....হাঁটু আর কনুই ভেঙে দিয়েছে।"

"ওই ভদ্রলোক তখন মোটরে ফিরছিলেন, গাড়ির আলো পড়তেই ওরা আমাদের বাড়ির পিছনের পোড়ো জমি দিয়ে পাঁচিল টপকে পালায়।" শম্ভুর মা বললেন সম্ভবত এটাই বোঝাতে, নিছকই দৈববশে ওরা রক্ষা পেয়েছে মোটরটা এসে পড়ায়।

"পুলিশে গেছলি ?"

"আমি আর যাব কি করে। ....অনু গেছল থানায়। কোন সাক্ষী নেই, কাউকে চিনিও না, যা অন্ধকার ছিল তাতে চেনা মুখও চিনতে পারতাম না। ওরা কেউ সারাক্ষণ একটা কথাও বলেনি, নিঃশব্দে কাজ করেছে। থানা থেকে এনকোয়ারিতে এসেছিল, আমাকেও জিজ্ঞেসটিজ্ঞেস করল, যা বলার বললাম। কারা এটা করিয়েছে, কী জন্য করিয়েছে তাতো আমি জানি। কিন্তু প্রমাণ কই ? প্রমাণ ছাড়া আইন এক পা'ও নড়বে না।"

" দুটো গুণ্ডা গ্রেট করেছিল রাস্তায় সেটা বলেছিলি ? "

"হ্যাঁ। লিখে নিল। ওই পর্যন্তই। এর বেশি আর কিছু ওদের দিয়ে করাতে

www.BanglaBook.org

হলে টাকা খরচ করতে হবে। আমার পক্ষে তা সাধ্যের বাইরে।"

শম্ভু হাসল। হাসিটার মধ্যে হতাশ, ভীত মানুষের কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে পুলিন অবাক বোধ করল। এই শম্ভুই বলেছিল, 'সবাইকে খুন করে, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই।'

"তোর তো এখন রোজগারপাতি বন্ধ থাকবে, হাতে টাকা আছে ?"

"না। কিছু ধার দিতে পার, শ পাঁচেক ?"

"আশি টাকা মত এখন কাছে রয়েছে, বাকিটা দিয়ে যাব। ....এরপরে আর কিছু হয়েছে কি, ভয়-টয় দেখান বা মারধোরের চেষ্টা ?"

পুলিন পকেট থেকে কয়েকটা নোট বার করে গুনে শম্ভুর হাতে দিল। মুঠোয় ধরে রইল সে।

"না ওসব আর হয়নি। অনু রোজই তো বেরোচ্ছে, দুটো বাচ্চাকে পড়াতে যায় নাগেরবাজারে। তবে নতুন যা হয়েছে, ঢোকবার সময় চোখে পড়েনি ?"

পুলিন অস্বস্তিতে নড়ে বসল। প্রত্যেকটা শব্দ, অক্ষর থেকে এত নিচু পর্যায়ে মানুষের নেমে যাওয়ার সাক্ষ্য সে কখনো দেখেনি।

"মাসিমা একটু চা খাব।"

শম্ভুর মা কে সরিয়ে দিয়ে, পুলিন ঝুঁকে বলল, "এইসব পড়ার পর লোকজন কি ভাবছে বল তো ?"

"আমি কি করে তা জানব ! লোকেদের ভাবনা নিয়ে আমার কিছু করার নেই। লোক এখন আমার কাছে পোক।"

"ছিঁড়ে ফেলে দিসনি কেন ?"

"না।"

পুলিন সিধে হয়ে বসল। ঠাণ্ডা নরমস্বরের একফোঁটা শব্দটা বাজ পড়ার মত তার বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে। অস্ফুটে সে বলল, "কেন ?"

"সবাই দেখুক। পাড়ার লোক দেখুক, রাস্তা দিয়ে যত লোক যাতায়াত করে দেখুক...আমাদের ঘাড় ধরে নুইয়ে দেবে ভেবেছে কিন্তু জিততে দেব না।

অপ্রত্যাশিতভাবে শম্ভু বদলে গেল। কণ্ঠস্বরের মতই ওর গোটা শরীর কাঁপছে। শীর্ণ মুখ, অবিন্যস্ত চুল, কয়েকদিনের না কামানো দাড়িতে ওকে উন্মাদের মত দেখাচ্ছে।

"আমরা আমাদের মত করে লড়ব পুলিনদা, আমি আর অনু। সামনের বাড়ির লোকেরা পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছিল, অনু নিজের হাতে লিখে আবার দেওয়ালে মেরেছে। তুমি যা দেখলে তা অনুর হাতের তৈরি। যতবার ছিঁড়বে ততবার ও লিখে সাঁটবে।"

"ভাইবোনে কি পাগল হয়ে গেলি !"

"হয়েছি। হতে বাধ্য হয়েছি। সুস্থ স্বাভাবিক থাকলে অনেক আগেই পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে অনুর অ্যাবোর্সন করিয়ে ফেলতাম, এইসব লাঞ্ছনা অপমান সইতে হত না। কিন্তু কেন করবে ? কেন বিয়ে হবে না ? পাড়ায় অনেকে এখন চোখের সামনে এই পোস্টার সহ্য করতে পারছে না। তাদের রুচিতে বাধছে, হয়তো বিবেকেও বাধছে কিন্তু যখন চেঁচিয়ে ছিলাম সাহায্য চেয়ে তখন কিন্তু একজনও ছুটে আসেনি। পুলিনদা মেরুদণ্ডহীনদের কাছে লজ্জা পাবার কিছু আছে নাকি !"

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ এল।

"কে ?"

খিল তোলার এবং লাগানোর শব্দ হল।

"অনু এই দ্যাখ পুলিনদা এসেছে।"

হাসল অনু। স্বচ্ছ স্বাভাবিক হাসি। ওর কত মাস যেন চলছে ? রাত্রে বাড়ি ফিরল একা, এই গলি দিয়েই হেঁটে এল ! এটা কোন্ পর্যায়ের সাহস ? এত কম বয়সে প্রাণের ভয় থেকে বঞ্চিত হতে পারে দেশের জন্য যুদ্ধ করার সময় কিংবা প্রাণের থেকেও প্রিয়, এমন কাউকে রক্ষা করতে গিয়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য হুঁশ নষ্ট না হলে এই সাহস পাওয়া যায় না।

অনুর বা তার দাদার যুদ্ধ কার জন্য, কিসের জন্য ? কতদিন এই যুদ্ধ চালাতে পারবে ? পুলিনের কাছেও পরিস্থিতি এসেছিল। সে শ্যামপুকুরের বাড়িতে থেকে, অফিসে চাকরি করতে করতে যুদ্ধ করতে পারত। তা না করে পালিয়ে গেল। বাগুইপাড়ায়। পালান বলবে না সরে যাওয়া ?

আবার পরিস্থিতি এসেছে। একটা চড় তার চরিত্রের উপর নোংরা আঁচড় টেনে দিয়ে গেল আজই। এখানকার কেউ না কেউ তো তখন ওখানে ছিলই। ঘটনাটা চাউর হবে, নানান রসাল গল্প এরসঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যাপারটা ফাঁপিয়ে বিকৃত করা হবে।

কিন্তু সে নিজে তো জানে, কোন বাজে মতলব নিয়ে তুষারকণার গায়ে হাত দেয়নি।

"পুলিনদা তুমি যে দেখছি ভাবনায় পড়ে গেলে, আরে অত ভাববার কী আছে ! আমরা ঠিক মাথা উঁচু করেই এখানে থাকব।.....চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

"আমি অন্য কথা ভাবছি শম্ভু। সেদিন ট্রেনে ওঠার আগে তুই আমার বাড়িতে থাকতে চেয়েছিলি। আমি কথাটা কানে তুলিনি। যদি কথাটা রাখতাম তাহলে তোর এই দশা হত না।"

www.BanglaBook.org

"ওহ্ এই নিয়ে তুমি ভাবছ ? কে বলল এই দশা হত না ? পরের দিন হত··· তারপরের দিন হত। মোট কথা হতই।"

"শম্ভু আজ এক মহিলা শেয়ালদায় ট্রেনে ওঠার সময় অত লোকের সামনে আমায় চড় মেরেছিল। তিনি রথতলাতেই থাকেন। ভিড়ে ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে গেছলেন, লোকে মাড়িয়ে যাচ্ছিল আমি তাকে টেনে তুলতে গেছলাম।"

কেন যে বলে ফেলল পুলিন তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। বুকটা এবার যেন হালকা লাগছে। একমাত্র এরাই তার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারবে, এমন একটা ধারণা থেকেই কি বলল ? নাকি শম্ভু আর অনু তার মধ্যে আবেগকে উথলে দেওয়ায় সে স্বীকারোক্তি দিল।

"এই মহিলা আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত করেন রোজ, এর সঙ্গে আলাপও হয়েছে। এই চড় মারার খবর রথতলা এলাকায় ছড়িয়ে পড়বেই।"

পুলিন থেমে গেল। বাকি কথাগুলো আর বলার দরকার নেই, শম্ভুর বুঝে নেওয়ার মত বুদ্ধি আছে।

"আপনি কি নিজের কাছে পরিষ্কার ?"

পুলিন ভ্রূ কুঁচকে অনুর দিকে তাকাল। হঠাৎ যে সে বড়দের কথার মধ্যে এমন ধরনের প্রশ্ন রাখবে পুলিনের ধারণায় ছিল না।

"নিশ্চয় পরিষ্কার।"

"তাহলে তো জটিলতা নেই। লোকে কী ভাবছে, লোকে কী বলছে এসব তো অনায়াসেই অগ্রাহ্য করতে পারেন।"

"অনায়াসেই ?··· কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ।"

"আমরাও।" অনু কথাটা বলে হাসতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ থেকে পুলিন বেরিয়ে এল। দেবু তার জন্য বসে থাকবে। ওকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া দরকার, শরীর এখনো দুর্বল। দরজা পর্যন্ত এসেছে অনু।

"এই লেখা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়াই ভাল।"

"থাক না, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।" অল্পবয়সের অভিমান।

"তোমার একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়াই ভাল।"

"দেখাব।"

"আচ্ছা শঙ্করকে তুমি এখনো কি ভালবাস ?"

"ছ'মাস আগে হলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারতাম।"

এখনই বা পারবে না কেন ! জীবনের প্রথম পর্যায়েই ওর আবেগ জমে যাওয়া কি ভাল ?

"আবার আসব।"

॥ এগারো ॥

দেবু আর অজিত কথা বলছে মধ্যবয়সী এক দম্পতির সঙ্গে। এক নজরেই বোঝা যায় পয়সাওয়ালা। অজিত মিস্ত্রি, সে যখন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে হবে কিছু একটা তৈরি করানোর ব্যাপার। পুলিনকে দেখে ওরা মুখ ফিরিয়ে শুধু তাকাল।

"এখনো বাড়ি যাসনি?"

"যাচ্ছিলাম, এঁরা এসে পড়লেন, তাই··· কয়েকটা চেয়ার করাবেন, ফ্যান্সি ধরনের।"

দম্পতির দিকে স্মিত হেসে পুলিন ভিতরে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল। দাঁড়িয়ে কথা বলার মত জোর আর নেই, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুমিয়ে পড়ে তবে তার আগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেবু চাবি রেখে যাবার সময় যা বলে গেল সেটা শুনতে পেয়েছিল। সুকুমার কার একটা ছবি দেখাতে এনেছিল আর কাশীনাথ বলে গেছে আবার কাল আসবে। আর কাশীনাথ এসেছিল, সঙ্গে ছিল একটা মেয়ে।

শেষ রাতে কিছুক্ষণের জন্য পুলিনের ঘুম ভেঙে যায়। চিৎ হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে সে গত কয়েকদিনের নানান ঘটনা, কথাবার্তা নিয়ে একটা নক্সা বুনতে চেষ্টা করল। এত রকমের ঘটনার মধ্য থেকে কিন্তু একটা জিনিষই বারবার ভেসে উঠতে লাগল, খাটের চারকোণে গোছা করে বাধা রজনীগন্ধার স্টিক, ছড়ান শ্বেতপদ্মের পাপড়ি, চন্দনের ফোঁটা, আলতা মাখান পায়ের চেটো।

অন্ধকার ঘরে পুলিন হঠাৎই মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল, ভাবুকের মত কোন হেঁয়ালি ভরা ধারণা নয়। নিছকই বাস্তব হিসাবেই সে মৃত্যুকে দেখল।

মরতে একদিন হবেই। কোন মৃতকে দেখলে বা মৃত্যুর কথা শুনলে মনের মধ্যে কথাটা একবার দপ্ করে ওঠে। তখন সে শুধু একটা জিনিসই কামনা করে, শেষ অসুখটা যতটা সম্ভব অল্পস্থায়ী যেন হয়। একা মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিনের রোগশয্যার মত কষ্টকর আর কিছু হতে পারে না।

শম্ভুর খুব অসুবিধা হবে না। ও নিঃসঙ্গ নয়। ওকে সঙ্গ দেবার মত উত্তেজনা জানলা খুললেই পাবে। আমার ঘরের বাইরে কি আছে?··· আলমারিটা!

সকালে তাকে ঘুম থেকে তুলল গদাই।

"একটা মেয়েলোক তোমাকে কি বলতে এসেছে, বাইরে দাঁড় করিয়ে

www.BanglaBook.org

রেখেছি।"

পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে পুলিন দোকানে ঢুকে দেখল রাস্তায় একটি মেয়ে, বাড়ির ঝি বলেই তার মনে হল।

"দিদি এটা আপনাকে দিতে বলল।"

ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ। পুলিন খুলল। কোন সম্বোধন নেই—

"আলমারিটা দয়া করে ফেরত পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব। যত শীঘ্র সম্ভব। তুষারকণা মুখার্জি।"

পুলিন অবাক হল না। রাগ, দুঃখ বা অনুতাপ কিছুই বোধ করল না। এমন একটা চিরকুট যে পাবে যেন ধরেই নিয়েছে। তবে এত তাড়াতাড়ি আসবে ভাবেনি।

"তোমার দিদিকে বলো, আজই পাঠিয়ে দেব।"

মেয়েটি চলে যাবার পর সে গদাইকে বলল শ্যামসুন্দরকে খবর দেবার জন্য। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সে চা খেল দরজার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে। রাস্তা দিয়ে যেই হেঁটে যাক তাকে চোখে পড়বেই।

এক সময় তুষারকণাও তার সামনে দিয়ে স্টেশনে গেল। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে পুলিন কাগজের দিকে মাথা নামিয়ে রেখেছিল। তখন হাতটা একবার কেঁপে ওঠে, শ্বাস বন্ধ রাখে এবং কোনরকম চেষ্টা ছাড়াই শম্ভু আর অনুকে তার মনে পড়ে। তুষারকণা হেঁটে চলে যায়। হয়তো তার দিকে একবার তাকিয়ে ছিল। সে কি আশা করেছিল ও কাছে এসে কিছু বলবে?

শেষ। তার জীবনে তুষারকণা এখন থেকে শুধুই আর দশটা স্ত্রীলোকেরই একজন। এজন্য সে কোনরকম বেদনা বোধ করছে না। একটা অসাড় অবস্থার মধ্যে তার মানসিক ক্রিয়া ডুবে রয়েছে।

সারাদিন সে যান্ত্রিক ভাবে কাটাল। দোকানে নানান লোকের সঙ্গে কথা, খাওয়া, বিশ্রাম, আলমারিটা পাঠানো, স্বাভাবিক ভাবেই করে গেল।

সন্ধ্যায় সুকুমার ব্যস্তভঙ্গিতে এল। তখন দেবু ছিল না।

"কাল এসেছিলাম··· পিসিমাকে বলেছি। শুনে তো তখুনি আসতে চাইল। বারণ করলাম, আগে বুলির ছবি দেখাই, তারপর। জ্বরে পড়েছে বুলি তাই ছবি তুললাম না, সেরে উঠুক।··· দু'চার দিন দেরী হলে কিছু মনে করবে না তো?"

পুলিন মাথা হেলাল। না কিছু মনে করবে না। তার মজা লাগল না, হাসিও পেল না। সুকুমার ধরেই নিয়েছে বিয়ে করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে ব্যস্ত শুধু একটি ব্যাপার জানার জন্য, কবে রথতলায় ফিসফিস শুরু হবে।

ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। গদাইকে বলে রেখেছে, কেউ এলে ডেকে

দিতে। একসময়ে সে এসে ডাকল, "কাশীনাথদা এসেছে।"

"বল্ মাথা ধরেছে, শুয়ে আছে।"

গদাই ফিরে এল সঙ্গে কাশীনাথ। দরজার কাছ থেকে লাজুক স্বরে বলল, "আপনাকে দেখাব বলে ওকে সঙ্গে করে এনেছি। আটটা পর্যন্ত ওর ডিউটি ছিল তো।"

"আমি দেখে কী করব ? ··· আচ্ছা তুমি যাও আমি আসছি।"

পাঞ্জাবিটা গলিয়ে, চটি পরে পুলিন দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখল, একটা ড্রেসিং টেবলের সামনে ঝুঁকে একটি স্ত্রীলোক কাঠের গায়ে হাত বোলাচ্ছে, পাশে গদাই দাঁড়িয়ে। কাশীনাথ কোথায় ?

এদিকের আলোগুলো নেভান। খদ্দের এলে আলো জ্বেলে দেওয়ার কথাটা গদাই কি ভুলে গেল ? কড়া আলোয় রঙচঙে ফার্নিচার, আয়না ঝকঝকে মনোহারি হয়ে ওঠে।

পুলিন নিঃশব্দে বোর্ডের কাছে গিয়ে পরপর দুটো সুইচ টিপল। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

ড্রেসিং টেবলের আয়নায়, হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠায়, হকচকিয়ে যাওয়া মুখটার দিকে পুলিন তাকিয়ে রইল। আয়নায় প্রতিবিম্বিত পুলিনের দিকে চেয়ে আছে স্ত্রীলোকটি।

রক্তমাংসের ছায়া ! কি আশ্চর্য, হুবহু ম্যাগাজিনের ছবিটাই ! বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু সত্যিই ও ছায়া।

পুলিন এগিয়ে যেতে ভয় পেল। শেষবার যে ছায়াকে দেখেছে··· সেই চোখ, চাহনির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

অবাক হয়ে দেখছে। কেন ? অন্য কেউ হলে তাকে এভাবে একদৃষ্টে কি দেখত ? গদাই কিছু বুঝতে পারেনি। কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয় কেন তারা দুজন পরস্পরের দিকে এমন চাহনি নিয়ে তাকিয়ে। কাশীনাথ কোথায়।

পুলিনের হাঁটুর পিছনটা তিরতির করল। বাঁ কানের পাশে লাল কাটা দাগটা তো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। গাল গলা, চিবুকে চর্বির পরত পড়েছে। সেই চৌকো মুখ, পুরু ঠোঁট, ছড়ান নাক।

ভূত দেখার মত তাকিয়ে। তাইই হওয়া উচিত। সে নিজেও তো নিশ্চয় এইভাবেই ··· নিজেদের সর্বনাশের দিকে দুজনে কি দুরকম ভাবে তাকাবে ?

"কাশীনাথ গেল কোথায় রে, দেখত।"

"এখুনি আসবে, পাশের রত্নায়···"

"বলছি গিয়ে দেখ···"

www.BanglaBook.org

এত জোরে গদাই কখনো ধমক খায়নি। সে পুলিনের মুখের ভাব দেখেই ছুটে দোকান থেকে রাস্তায় নামল।

"বিশ্বাস করতে পারছি না, তুই কি··· তুমিই কি ছায়া !"

"দাদা !"

"তোমায় চেনা যাচ্ছে না।"

"এখানেই··· !"

"হ্যাঁ পেছনের ঘরটায় থাকি।"

"বাবু তোমাকে খুঁজছে আর তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে।"

গদাইয়ের সঙ্গে কাশীনাথ এল।

"খুব সুন্দর মেয়ে কাশীনাথ।"

মুখ নামিয়ে কাশীনাথ একবার মাথা চুলকোল। ছায়া নির্নিমেষে তাকে দেখে যাচ্ছে। নিশ্চয় অনেকদিনের অনেক কথার বাঁধ ভেঙে পড়ছে। স্মৃতির বন্যায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। দশ বছর পর তাদের দেখা হল।··· আরো সাত মাস কম, রায় বেরোবার দিন শেষ তারা পরস্পরকে দেখেছে।

কাশীনাথ ইসারা করছে প্রণাম করার জন্য। ছায়ার মাথায় সেটা ঢুকছে না।

"প্রণাম করো।"

পুলিন যেন স্লো মোশান সিনেমা দেখছে। ছায়া হাঁটু ভেঙে বসল। আঁচলটা গলায় জড়াল। ধীরে কুঁজো হয়ে মাথাটা নামাচ্ছে। ··· চমকে উঠল সে। কপালটা পায়ের পাতার উপর। দশ বছর পর ওর প্রথম ছোঁয়া।

পুলিন ঝুঁকে ওর মাথায় হাত রাখল। দশ বছর পর তার প্রথম স্পর্শ। কি অদ্ভুত পরিস্থিতিটা ! এখন দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা তৈরি হয়ে গেল কি ? স্পর্শের মধ্য দিয়ে সে কি কোন খবর পাঠাল ? তুষারকণার মত ছায়াও ভুল ব্যাখ্যা করবে না তো !

"থাক থাক, সুখী হও··· কাশীনাথ, প্রথম বার ও এল, আমার তো মিষ্টি খাওয়ান উচিত। বোস বোস, আরে লজ্জা পাওয়ার কী আছে, চেয়ারে বোস।··· গদাই দৌড়ে যা তো···"

পুলিন পকেটে হাত দিয়ে দেখল টাকা নেই। "কালাচাঁদকে আমার নাম করে বল, আটটা রাজভোগ দিতে। দাম পরে দেব।"

ওদের সামনের চেয়ারে পুলিন বসল। ছায়া মুখ নিচু করে বসে, ঘামছে। অসম্ভব জেদী, একগুঁয়ে, এখনো কি তাই আছে ?

"নাম কি ?"

ছায়া চুপ।

"বলো না··· নাম বলো।"

ছায়া নিজে কোর্টে বলেছিল, রাগের মাথায় কাটারি দিয়ে মেরেছে, ওর বাবাও সাক্ষীতে বলেছে মেয়ে ছোটবেলা থেকেই রগচটা। পুলিনও তাই বলেছে, কাচতে কাচতে শিবানীর শাড়ি দাঁত দিয়ে ফালা করে দিতে দেখেছে, শিবানীর চটি জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে দেখেছে।

ছায়া মুখটা আরো নামিয়ে নিল। রাগ যেন থমথমিয়ে ছেয়ে আসছে সারা মুখে। পুলিন দেখেছে রেগে ওঠার আগে ঠোঁট দুটি চেপে ঘনঘন কাঁপায়।

"ছায়া।"

মুখ তুলে তার দিকে সোজা তাকিয়ে। ওর অভিমানও পুলিন দেখেছে। দশ বছরে এটাও বদলায়নি। কপালের মাঝখানে সেই ভাঁজ ভুরু পর্যন্ত নামান।

"সুন্দর নামটা তো।··· খটি দেখলে ? পছন্দ হল, না বানিয়ে দেব ?"

"পছন্দ একটা করেছে, চারকোণে চারটে পদ্মের কলির মত··· ওই যে।"

কাশীনাথ উঠে গেল দেয়ালে হেলান দেওয়া খাটের কাছে।

"বিয়ে করেছ ?"

"না।"

"এই যে, এইটে দেখুন।"

"একা থাকো ?"

"হ্যাঁ।"

কাশীনাথ ফিরে এল। চেয়ারে আবার বসতেই ছায়া বলল, "আমি এবার যাব।"

বলেই উঠে দাঁড়াল। কাশীনাথ বিব্রত মুখে বলল, "বাবু মিষ্টি আনতে পাঠাল যে।"

সেই সময় গদাই পিছনের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "থালায় করে দোব তো ?"

দোকানের পাশের গলি দিয়ে গদাই ঢুকেছে। সবার সামনে দিয়ে খাবার নিয়ে যেতে পুলিন একদিন বারণ করেছিল।

"তুই ভাঁড়টা এখানে নিয়ে আয়।"

"আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে··· আমি যাচ্ছি।"

পুলিন জানে ওকে আটকান যাবে না। কাশীনাথ কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। কাগজ ঢাকা ভাঁড় নিয়ে গদাই দাঁড়িয়ে। ছায়া সামনের দরজার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

ওর এখন চলে যাওয়াই দরকার। পুলিন নিজের জন্যই এটা চাইছে।

www.BanglaBook.org

পরিবেশটা এমন হাস্যকর যে অসহনীয় হয়ে পড়ছে। তাদের দুজনেরই এখন নির্জনতা চাই, ভাববার জন্য। দুজনকেই অভিনয় আর ভান থেকে এখুনি বেরিয়ে নিজেদের মুখোমুখি হয়ে এই ধাক্কাটা সামলাতে হবে।

আট বছর জেলে কাটিয়ে, বিয়ে করতে যাওয়া অশিক্ষিত গ্রামের মেয়ে, কি ধরনের ভাবনা ভাবতে পারে ? এখন ওর বয়স অবশ্য আর অল্প নেই। পুলিন নিজেই বা কি চিন্তার মধ্যে এবার পড়বে ? আশ্চর্য, যতটা ভয় সে দুজনের দেখা হলে পাবে ভেবেছিল তা কিন্তু পাচ্ছে না।

"কাশীনাথ এটা বরং তুমি নিয়ে যাও। এখানে নাই বা খেলে, বাড়িতে খাওয়াও তো খাওয়া। আর একদিন ওকে এনো, কেমন। আর খাটটা আমি আলাদা সরিয়ে রাখছি। বিয়ের পর তো লাগবে।"

কাশীনাথ ভাঁড় হাতে দোকান থেকে নামল। তার পিছনে ছায়া। ওকে পৌঁছে দিয়ে কাশীনাথ ফিরে আসবে। পুলিন তাকিয়ে রয়েছে। পিছন থেকে ছায়াকে অচেনা লাগছে তার। ছাব্বিশ বছরের শরীর থেকে মুখটা বাদ দিলে কিছুই তার চেনা নয়। হাঁটার ধরনটাও বদলে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ছায়া পিছনে তাকাল। মন্মথ বস্ত্রালয়ের সাইনবোর্ডের আলো মুখের একধারে পড়া সত্ত্বেও পুলিন ওর চোখ দেখতে পেল না।

ছায়া আর একবার তাকাল কাশীনাথের বকবকানি শুনতে শুনতে। আপনা থেকেই পুলিনের ডান হাতটা উঠে গেল। কেন যে উঠল, কেন যে সেটা নাড়ল, তার কোন কারণ তার জানা নেই। তবে সে খুব হালকা বোধ করছে। শরীরের কিছু কিছু অংশের উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে।

রথতলার মোড় ঘুরে ওরা চলে যাবার পরও পুলিন দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাগাজিনের লেখাটা,এক জায়গায় আছে : জীবনকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য যেন আকুলি বিকুলি করছে লতিকার মন। আর এক জায়গায় : মনে হল,কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।

"গদাই বন্ধ করে দে।"

পুলিন শোবার ঘরে এল। আলমারি থেকে ম্যাগাজিনটা বার করে কোণ মুড়ে রাখা পাতাটা খুলল। ছায়ার ছবির দিকে তাকিয়ে সে জীবনকে নিবিড় করে পাওয়ার মানেটা ধরার চেষ্টা করল।

আট বছর শাস্তি পেয়েছে ছায়া। জেলে কত রকমের, কত বয়সের অপরাধী সে দেখেছে, তাদের কথাবার্তা শুনেছে আর পরিণত হয়ে উঠেছে। তার প্রতি ছায়ার ঘৃণা, শোধ নেবার ইচ্ছা হয়তো প্রথম দিকে ছিল। থাকা স্বাভাবিকই।

তার এক একসময় মনে হত কোনদিন তাদের দেখা হলে ছায়া কোমরে গোঁজা ছুরি বার করে পেটে ঢুকিয়ে দেবে কিংবা ঝাঁপিয়ে গলা টিপে ধরবে, চিৎকার করে গালাগালি দিতে থাকবে। অশ্লীল একটা নাটক দেখতে লোক জমে যাবে।

আজ সকাল থেকে কি ধকলটাই না তার মনের উপর দিয়ে দাপিয়ে গেল।

সুকুমার তার পিসতুতো বোনের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে আরো কয়েকবার জ্বালাতন করবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওকে ধমকই দিতে হবে।

ক্ষেত্রনাথ ছবি দুটোয় নিশ্চয় দিন দুয়েকের আগে হাত দেবেনা। বাঁধিয়ে ফেলার আগেই ফেরত নিয়ে আসতে হবে। তুষারকণার ছবিটা যদি বাঁধিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া যায়!··· দরকার কি, ভাববে ওর সম্পর্কে এখনো দুর্বলতা রয়েছে।

শম্ভুকে কালই পাঁচশো কি হাজার টাকা দিয়ে আসতে হবে। অনেক দিনই এখন কাজে বেরোতে পারবে না, মাসে মাসেই দিতে হবে, ও ছাড়া রোজগেরে আর তো কেউ নেই।··· অনুকে কলকাতায় কোন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে। পেটে ঘুঁষি মেরেছিল, ভিতরে কোন গোলমাল হয়ে যেতে পারেই।

'ভাইবোন কি পাগল হয়ে গেলি!' হয়তো হয়েছে, আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য নিগ্রহ বরণ করছে। ছায়াও বোধহয় বুঝতে পেরেছে পুলিনের বৌ হওয়ার জন্য যে কাজটা করেছে তাতে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা যায় না।

রথতলা, এমনকি বাগুইপাড়ার বড়বাজারও, যদি তাকে নিয়ে কানাকানি করে তাহলে কি এখান থেকে সে পালিয়ে যাবে? শক্ত পাহারা থাকলে পালান যাবে না

পুলিনের ডান হাত নিজের বুকে উঠে এল।

'আপনি কি নিজের কাছে পরিষ্কার?'

'নিশ্চয় পরিষ্কার।' ··· 'কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ।' কিন্তু কখনো কখনো তো সাধারণের গণ্ডি ছাড়িয়েও···

"কিরে গদাই?"

"রাজভোগের দামটা।"

"এত রাতে দাম!··· দাঁড়া।"

"বলেছি আজই দিয়ে যাচ্ছি।"

এটাও আত্মমর্যাদা!··· এতটুকু ছেলের। যে পাঞ্জাবিটা পরে কলকাতায় গেছল তার পকেটে টাকা আছে। তারপর মনে পড়ল, যা ছিল সবই শম্ভুকে দিয়ে এসেছে।

www.BanglaBook.org

"দোকানে চল, ড্রয়ারে খুচরো আছে। আটটা আটটাকা তো?"

"হ্যাঁ।"

চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল ভাঁজকরা একটা হলুদ কাগজ। ভাঁজ খুলল। কলি যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত আর্বিভাব।' কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মেঝেয় ফেলল।

গদাইকে টাকা দিয়ে সে ঘরে এল। ম্যাগাজিনটা খাটের উপর, পাতা খোলা।

তার কি কোন দুর্বলতা রয়েছে ছায়া সম্পর্কে?

এখনো কি ছায়াকে ঘিরে কামনা বাসনা··· ওর দেহ!

'অসভ্যতার একটা সীমা আছে।'

পুলিন বাঁ গালে হাত রেখে বিস্ফারিত চোখে ছায়ার ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। তীব্র ভর্ৎসনা কি ছায়ার চোখে? ও কি ভয় পাচ্ছে না? যদি ওর অতীতকে কাশীনাথ কিংবা নার্সিং হোমের মালিক জানতে পারে? জেলখাটা খুনীর স্বামী কেউ হতে চাইবে··· চাকরিতে কি কেউ রাখবে?

কে আর জানে ছায়ার অতীত! জানলেও তাকে প্রমাণ দিয়ে এতবড় অপরাধটার সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটা মেয়ের জীবন ধ্বংস করা সোজা কথা!

অনু হেসে বলেছিল, 'আমরাও।'

ছায়ার অতীত এখানকার কেউ জানে না। দশ বছর আগে মামলার খবর বেরিয়েছিল, মাঝে মাঝে জেরার বিবরণ··· কোথাও ওর ছবি বেরোয়নি। শ্যামপুকুরের পাড়ার লোকেরা ওকে দেখেছে, অফিসের দু'তিনজন, কোর্টের লোক, ওর গ্রামের লোক··· আর কে ওকে সনাক্ত করতে পারে?

কিন্তু দশ বছর পর ওকে তো আর চেনাও সম্ভব নয়। পুলিন নিজেও ওকে চিনতে পারত না যদি না ছবিটা আর লেখাটা···

হিম হয়ে এল পুলিনের বুকের মধ্যেটা। শুধু সেই জানে শুধু সেই পারে প্রমাণ সহ···।

মিনিট পনেরো পর পুলিন দালানে ঝাঁট দিয়ে ম্যাগাজিনের ছাইগুলো একধারে সরিয়ে রেখে স্নান করতে গেল।

॥ বারো ॥

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে পুলিন এগারোটা-দশের ট্রেন ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। কাল প্রায় মাঝ রাতে স্নান করে পাখা চালিয়ে ঘুমিয়ে মাথাটা ভার

লাগছে। স্নান করার কোন দরকারই ছিল না। সারাদিন ঘামলে সে মাথা বাদ দিয়ে গায়েই জল ঢালে। কিন্তু হঠাৎ কি যে তার মনে হল, সারা শরীর ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হবার একটা ইচ্ছা থেকেই সে হুড়হুড় করে মাথায় জল ঢেলে ফেলল। ইচ্ছেটা কি অতীতকে ধুয়ে ফেলার জন্য ? জল ঢেলে যাবতীয় কালিমা সাফ করার চেষ্টা ? এভাবে ছায়াকে ধুয়ে নর্দমা দিয়ে বার করে দেওয়া ?

পুলিন আপন মনে হাসল। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে কল্যাণী সীমান্ত লোকাল এসে দাঁড়িয়েছে। সে ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইল। এটা চলে গেলেই দেখতে পাবে কয়েকশো নারী ও পুরুষ সার দিয়ে মন্থর গতিতে সুশৃঙ্খলভাবে পায়ে পায়ে চলেছে। ভীড়ের কিছুটা বাঁ দিকে ওয়েটিং রুমের দিকে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে। বাকি ভীড় প্ল্যাটফর্ম প্রান্ত দিয়ে নেমে রেললাইন পার হয়ে ত্রিদিবনগর, কমলাপুরী, রথতলা অথবা আরো ভিতরে যাবার জন্য হাঁটবে বা সাইকেল রিক্সায় বা বাসে উঠবে।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যেতেই পুলিন দূরদিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকার মত নজর ফেলে, একটা অতিকায় সরীসৃপের ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবার আভাষ পেল। এই অজগরটা পোকামাকড় থেকে শুরু করে হরিণ, শুওর, সবই খায়। তুষারকণার চড় মারার খবরটা পেলেই গিলে নেবে। ছায়ার সঙ্গে তার যে ব্যাপারটা ছিল আর খুন করে ওর জেল খেটে আসার খবরটাও গিলে নেবে। অবিবাহিতা অনুর গর্ভবতী হওয়ার খবরটা গেলা হয়ে গেছে।

মাথার মধ্যে ক্রমশ একটা পাথর জমছে। ঠাণ্ডা লাগার জন্যই। ক'দিন পাখা বন্ধ রাখতে হবে, গরম জলে স্নান করতে হবে। নাক মুখ দিয়ে গরম জলের ভাপ টানলে সর্দিটা হয়তো আটকানো যাবে। পুলিন শূন্য চোখে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল শরীর স্বাভাবিক রাখার জন্য ব্যবস্থা নেবার কথা।

"এখানে দাঁড়িয়ে ? কলকাতা যাচ্ছ ?"

পুলিন চমকে উঠল। ঠিক তার পিছনেই ছায়া ! পরনে ঘন নীল তাঁতের শাড়ি, গোলাপি ব্লাউজ, পায়ে চটি। চোখে কুণ্ঠা, যার আড়ালে উদ্বেগের একটা পর্দা। পর্দাটা সরালে হয়তো, স্মৃতি জর্জরিত এক কিশোরীকে দেখা যাবে।

তাকে ছেড়ে দেবে না। কোর্টের রায় শোনার পর ছায়া একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিল জমাট ঘৃণা নিয়ে। ধকধক করছিল চোখ। পুলিনের তখনই মনে হয়েছিল ছায়া আজীবন তাকে খুঁজে বেড়াবে। খুনের মাশুল গুণে নেবে। উকিলের জেরায় সে একবারও পুলিনকে জড়িয়ে যৌন ইঙ্গিতগুলোর ফাঁদে ধরা দেয়নি। যদি দিত তাহলে পুলিনও আসামী হয়ে যেত। সে কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল। এখনো করে।

www.BanglaBook.org

"তুমি এখানে কেন ? কোথাও যাচ্ছ নাকি ?" পুলিন অস্বস্তির থেকেও বেশি পেল ভয়। প্ল্যাটফর্মে লোক ভরে উঠছে। ট্রেন আসার সময় হয়ে এল। অপেক্ষমানরা তাদের দিকে কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

"রথতলা যাচ্ছিলুম। তোমাকে দেখলুম রাস্তা দিয়ে এদিক পানে আসছ। দাঁড়িয়ে পড়লুম।"

"সে তো অনেকক্ষণ, প্রায় দশ মিনিট আগে এসেছি। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে ? কোথায় ?"

ছায়া মুখ নামিয়ে আবেগ চাপার চেষ্টা করল। পুলিনের মনে হল, এইবার হয়তো মোক্ষম কথাটা ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। 'এখন তো বৌ করতে আর কোন বাধা নেই।'

"রথতলায় যাচ্ছিলে, কাশীনাথের কাছে ?"

পুলিন দেখতে পাচ্ছে ট্রেন আসছে। আর এক মিনিট, তারপরই সে ট্রেনে ওঠার জন্য ভীড়ের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবে।

"না।"

"তাহলে ?"

"তোমার কাছে।" ছায়া চট করে পুলিনের মুখটা দেখেই চোখ নামিয়ে নিল।

"কেন ? আমার কাছে কি জন্য !"

এখন প্ল্যাটফর্মে ভীড়ের নড়াচড়া হচ্ছে। ওভারব্রিজ পেরিয়ে ট্রেন এসে পড়েছে। পুলিন পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটগুলো চেপে ধরে কামরার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সামান্য ধাক্কাধাক্কির মধ্যেই সে চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিল, ছায়া নিথর করুণ চাহনি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। পুলিনের আর কোন অনিশ্চয়তা রইল না। ট্রেন ছাড়ার ঝাঁকুনিটায় টলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম দেখার চেষ্টা করল। ছায়া তাকে ছেড়ে দেবে না। ওর মুখে একটা দাবী বেরিয়ে আসছে মিনতির মুখোশ ভেদ করে।

দমদম স্টেশন থেকে সে হেঁটেই শম্ভুদের বাড়িতে পৌঁছল। বাড়ির কাছে একটা ছোট গলির মুখে তিনটি ছেলে আড্ডা দিচ্ছে। পুলিন যখন কড়া নাড়ল, ওরা তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল। দরজার পাশে দেওয়ালে সাঁটা পোস্টার দুটো নেই। ছিঁড়ে ফেলা নয়, সযত্নে তুলে ফেলা। একটুকরো কাগজও দেওয়ালে লেগে নেই।

"কে ?"

"আমি, পুলিন···বাগুইপাড়ার পুলিন পাল।"

অনু দরজা খুলল এবং মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাকে দেখে।

"দাদা তো আপনার কাছেই আমাকে পাঠাচ্ছিল। আজ বিকেলেই যেতুম।"

"কেন?" নিশ্চয় টাকার জন্য। পুলিনের এছাড়া আর কিছু মনে এল না।

"দাদার কাছে শুনবেন।"

শম্ভু পরশুর মতই বালিশে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। দাড়িটা আজ কামিয়েছে। মুখে উদ্বেগটা কম।

"অনু চা কর পুলিনদার জন্য, আমাকেও দিস।"

"থাক, এই দুপুর বারোটায় আর চা খায় না।" শম্ভুর পায়ের পাশে খাটের উপর বসে সে বলল, "অনুকে আমার কাছে পাঠাচ্ছিলিস কেন?"

"বলছি। চা তাহলে খাবে না? আমাকেই তবে এক কাপ করে দে।"

অনু বেরিয়ে যেতেই পুলিন পকেট থেকে নোটগুলো বার করল। "কাল আর আসতে পারলাম না। এক হাজার, গুণে নে।"

"অ্যাতো! শ পাঁচেক হলেই চলে যেত।"

"শুধু সংসারের জন্যই তো নয়, তোর যা হয়েছে তাতেও চিকিৎসার জন্য লাগবে। বরং আরো দরকার হবে। ডাক্তারদের ব্যাপার তো জানিস না, এই লাগবে তাই লাগবে, এই করাতে হবে সেই করিয়ে আনো, তোকে নিংড়ে ছিবড়ে করে ছাড়বে।"

"পুলিনদা, শঙ্কর দেখা করেছিল অনুর সঙ্গে।"

"কে শঙ্কর?"

পুলিন প্রশ্নটা করেই অপ্রতিভ হল। নামটা সে মনে করে রাখতে পারেনি। বোধহয় তার কাছে নামটার কোন গুরুত্ব নেই।

"সেই ছেলেটি যে অনুকে···।"

শম্ভু শেষ করল না বাক্যটি। তাহলে বলতে হত···"প্রেগনান্ট করেছে।" বলতে বোধহয় লজ্জা করল।

"কেন দেখা করল?"

"দেখা ঠিক নয়, রাস্তায় ওর হাতে একটা চিঠি দিয়েই হনহন করে চলে যায়। চিঠিটা খুব ইন্টারেস্টিং।" শম্ভু বালিশের তলা থেকে একটা চার ভাঁজ করা কাগজ বার করল। "পড়ে দেখো!"

পুলিন ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল: অনু, আমার বাড়ির লেকেরা যে অপরাধ করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। পেটের সন্তানকে কোনক্রমেই নষ্ট করা চলবে না। আমি গঙ্গার ওপারে সালকিয়ায় একটা স্কুটার সারাইয়ের দোকানে কাজ শেখার চেষ্টা করছি। দিনে সাত টাকা মজুরি এক টাকা টিফিন। দোকানেই রাতে শোব। এ কথা কেউ

www.BanglaBook.org

জানে না, বন্ধুদের কাউকে বলিনি। চুপিচুপিই এক দিন চলে যাব। ভালভাবে কাজ শিখে আমি নিজেই একদিন একটা সারাইয়ের দোকান খুলব। সে জন্য টাকাও জমাতে হবে। হয়তো আট-দশ বছর সময় লাগবে। তারপর তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধব। ততদিন তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করবে? তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করো, ততোদিন কি তিনি বোনকে কাছে রাখবেন? শুধু তো তোমারই নয়, যে সন্তান আসছে তার খাওয়া পরার, লেখাপড়ার ভারও তো তাকে নিতে হবে। অবশ্য তুমিও রোজগার করতে পার। তোমার থেকে আমার যোগ্যতা অনেক কম। তোমার মত সাহসও আমার নেই। নিজেকে এত ছোট মনে হয় তোমার কথা যখন ভাবি। ইচ্ছে করছে তোমার তোমাদের পায়ে ধরে ক্ষমা চাই। কিন্তু তোমাদের বাড়িতে যাওয়ার মুখ আমার নেই। তোমার কিছু বলার থাকলে শনিবার এই সময় এই জায়গায় আমি থাকব। চিঠি দিয়ে জানিও। ইতি অনুতপ্ত, শঙ্কর।

পুলিন দ্বিতীয়বার পড়ল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হাতের লেখা ভাল। বানান ভুল রয়েছে। চিঠি ভাঁজ করে শম্ভুর হাতে দিয়ে সে বলল, "ছেলেটারই লেখা কি?"

"হ্যাঁ। অনু তাই বলল, ওর হাতের লেখা তো চেনে।"

"সালকিয়া যাবার কথাটা সত্যি না মিথ্যে সেটা জানব কি করে? নাও যেতে পারে। ধাপ্পা দেবার জন্য লিখেছে।"

"আমারও তাই মনে হয়েছিল।"

"হয়েছিল মানে?···এখন মনে হচ্ছে না? এইসব ছেলে কুলিমজুরের কাজ করবে বিশ্বাস করতে হবে? খাটুনি কি রকম তা জানিস? সাত টাকা ডেইলি মজুরি মানে মাসে দুশো টাকার মত, আজকের বাজারে এতে একটা ভিখিরিরও চলবে না। এসব হচ্ছে হিন্দি ফিল্ম দেখার ফল, এইসব চিন্তা, মানসিকতা···তিনদিনেই পালিয়ে আসবে ছোকরা।"

পুলিন উত্তেজিত হয়ে গলার স্বর তীব্র করে তুলল। চা নিয়ে অনু ঢুকেছে, পিছনে তার মা। শম্ভু তাকিয়ে অসহায় ভাবে।

"তাছাড়া বিয়ের কথা লেখেনি কেন? আট-দশ বছর একটা মেয়ে সন্তান নিয়ে অপেক্ষা করে থাকবে কিসের ভরসায়? বললেই কি অপেক্ষা করে থাকা যায়! এটা কি মগের মুল্লুক? যদি সিনসিয়ার হত তাহলে বিয়ের কথাটা আগে তুলত। আজই তো শনিবার···।" পুলিন অনুর দিকে তাকাল। "তুমি কি এই চিঠির উত্তর কিছু দিয়েছ?"

"বিকেলে দেবার কথা অবশ্য যদি উত্তর দিই।"

"তাহলে এই পয়েন্টটা তুলে জানিয়ে দাও, আগে বিয়ে তারপর অন্য কথা।

তারপর জানা দরকার, ও সত্যিই কাজ শেখার জন্য সালকিয়া যাচ্ছে কি না ?"

"পুলিনদা, শঙ্কর এমন একটা ব্যাপার কাল করেছে যাতে মনে হয়েছে ও সিনসিয়ার।" শম্ভু মৃদু স্বরে, গভীর চিন্তার মধ্যে যেন ডুবে যেতে যেতে বলল।

"কাল সকাল ন'টা নাগাদ তখন রাস্তা লোকে ভরা। স্কুল কলেজ যাচ্ছে, অফিস যাচ্ছে, বাজার দোকান করে ফিরছে, সেই সময় শঙ্কর আমাদের দরজার পাশে একটা হাতে লেখা পোস্টার মারে সবার চোখের সামনে। তাতে লেখা : অনুরাধা সাহার সন্তানের পিতা আমি। তলায় নিজের পুরো নাম আর ঠিকানা ! ভাবতে পার ?"

"সে কি !" পুলিন বিমূঢ় হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার সে বলল "সে কি !"

"হ্যাঁ। আমিও প্রথমে তোমার মত অবস্থায় পড়ি। বিশ্বাস করতে পারিনি। দরজার কাছে একটা ঝগড়ার মত আওয়াজ শুনে অনুকে বলি, দ্যাখ তো। ও গিয়ে দেখে পাড়ার কয়েকটা ছেলে শঙ্করকে বলছে পোস্টার তুলে ফেলার জন্য। শুধু ওরটাই নয়, আগের দুটোও ছিঁড়ে ফেলতে হবে।"

পুলিন তাকাল অনুর মুখের দিকে। একটা ফিকে তাৎপর্যময় হাসি মেয়েটির ঠোঁট বেঁকিয়ে রেখেছে।

"অনু তুই বল পুলিনদাকে।"

"ছেলেরা তো শঙ্করকে এই মারে তো সেই মারে। এইসব নোংরা কথার পোস্টার তোর বাড়ির লোক মেরে এই পাড়াটাকে বেইজ্জত করেছে। আর এখন তুই আর একটা পোস্টার মেরে আরো কাদা ছিটোবার ব্যবস্থা করছিস। ছেঁড় সব, নিজের হাতে ছেঁড়। আমি বলতে যাচ্ছিলাম তিনটেই থাকবে। যখন গুণ্ডারা দাদাকে মারছিল তখন তো একটা পাড়ার লোকও তাকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসেনি আর এখন পাড়ার ইজ্জত বাঁচাবার জন্য দলবেঁধে সবাই হামলে পড়েছে ! কিন্তু মুখ খোলার আগেই শঙ্কর পোস্টারগুলো নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলতে শুরু করল। আমার তখন রাগে গা জ্বালা করছে, দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।"

"গা জ্বালা করল কেন ?" পুলিন শান্ত গলায় জানতে চাইল। অনুকে তার এখন খুব সাধারণ মনে হচ্ছে, শম্ভুকেও।

"শঙ্কর যেন এই রকমই কিছু চাইছিল। ওগুলো ছিঁড়ে ফেলার এই সুযোগটা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।"

"ওকে প্রেসার দিচ্ছিল, যেটা আর সহ্য করতে পারছিল না।" শম্ভু বলল, "আর সে জন্যই নিজের অপরাধ স্বীকার করে লিখেছিল, অনুর সন্তানের পিতা আমি। ছেলেটা অনেস্ট, সিনসিয়ার, তাই না ?"

www.BanglaBook.org

"প্রেসার থেকেই এই অনেস্টি, সিনসিয়ারিটি। নয়তো সেদিন রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়ার জন্য এল না কেন ?" পুলিন হঠাৎ গলা চড়িয়ে ঘরের তিনজনের দিকে পরপর তাকাল। কিছু একটা ঘটছে তার মধ্যে। টগবগিয়ে জল ফুটে ওঠার আগে বুদ্বুদের ওঠা-নামার মত একটা রাগ মাথার মধ্যে নড়াচড়া শুরু করেছে। তার মনে হচ্ছে সংগ্রাম নয় এরা এখন শান্তি স্থাপনার জন্য সূত্র খুঁজছে। সিনসিয়ার, অনেস্ট এইসব বলে এরা যেন তাকে বসিয়ে দিচ্ছে।

তাহলে কি সে সংগ্রাম করবে বলে ঠিক করেছিল ! কার বিরুদ্ধে, কিসের জন্য ? ছায়ার আবির্ভাব বা পুনরাবির্ভাবে সে কি বিপন্ন ? তাকে কি লড়তে হবার কথা ভাবতে হচ্ছে ? নিজের সঙ্গে ?

"নিশ্চয় ওকে আটকে রেখেছিল তাই সেদিন আসতে পারেনি।" এতক্ষণে শম্ভুর মা কথা বললেন।

"আমারও তাই মনে হয়েছিল।" শম্ভু বলল।

তুষারকণার চড় মারার খবরটা রথতলা কি বাগুইপাড়ায় এখনো রটেনি। যদি চাউর হয় তাহলে সে কি করবে ? 'কি হয়েছিল বলুন তো ?' বলে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করতে আসবে না। শুধু মুখের দিকে করুণভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এক সময় চোখ সরিয়ে নেবে। কতদিন ধরে এই রকম চলবে ? পুলিন আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে। সাত দিন, কুড়ি দিন, এক মাস। তারপর স্টেশনের কাছে দড়িতে টানানো স্কুলের কাপড়টার মত ফিকে, ময়লা হয়ে যাবে। একদিন ছিঁড়ে গিয়ে দড়িতে ঝুলতে থাকবে। শ্যামপুকুরের লোকেদের তাকে নিয়ে কৌতূহলটা শেষ পর্যন্ত তো ঝুলেই গেছল !

"শঙ্করের বিবেক তাহলে কামড় দিয়েছে, এইটেই এখন তোমাদের মনে হচ্ছে ?" পুলিন সতর্ক গলায় বলল। এরা একটা লোকালয়ে বাস করে একটা সামাজিক ছাঁচের মধ্যে। সেটা ভেঙ্গে দেবে বলে তার ধারণা হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এরা সম্ভ্রম বজায় রেখে গেরস্ত হতে চায়। পুলিন বিরক্ত বোধ করল।

"হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হয়। বিবেক আছে বলেই তো ওর ওপর ভরসা করা যায়।"

শম্ভু কৃতজ্ঞ চোখে পুলিনের দিকে তাকাল। বিবেক শব্দটা তো পুলিনই তার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। শব্দটা আঁকড়ে আজীবন সে ভেসে থাকতে পারবে।

"আমি এবার চলি। খদ্দেরের বাড়ি যেতে হবে।"

"দুটি ভাত খেয়ে যাও।"

"না, দেরি হয়ে যাবে মাসিমা।"

ক্ষেত্রনাথের দোকানে বসে আছে একটা বছর পনেরোর ছেলে। মলাট ছেঁড়া একটা বাংলা ম্যাগাজিন কোলে রেখে ঝুঁকে রয়েছে। পুলিনের গলা শুনে চমকে মুখ তুলল।

"ক্ষেত্রবাবু বাড়িতে খেতে গেছেন।" ছেলেটি যান্ত্রিক সুরে বলল পুলিনের জুতো থেকে চুল দেখে নিয়ে।

"কখন আসবেন? তুমি ওর কে হও?"

"ওর ছেলে। কখন আসবেন ঠিক নেই। তিনটের পর আসবেন। আপনার কি দরকার?"

"দুটো ছবি বাঁধাতে দিয়েছিলাম। কিন্তু আর বাঁধাবার দরকার নেই। ফেরৎ নিতে এসেছি। যদি হাত না দিয়ে থাকেন তাহলে যেন না বাঁধান। বলে দিতে পারবে?"

ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে দোকানে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে তাকাল। পুলিন তাকে অনুসরণ করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "না, এর মধ্যে আমার ছবি দুটো নেই। তুমি বোলো, পুলিন পাল এসেছিলেন। এক সময় আমি তোমাদের বাড়িতে পড়াতাম, তোমার দাদাকে। তখন তুমি জন্মাওনি।"

"একটা হলদে খামে কি ছবি দুটো ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"বাবা ওটা বাড়ি নিয়ে গেছে। মাকে দেখাচ্ছিল।"

"তাহলে তো এখনো বাঁধানো হয়নি। তুমি বলে দিও যেন আর না বাঁধায়। আমি এসে নিয়ে যাব।"

ছেলেটি মাথা হেলাল। পুলিন ওর মুখে ক্ষেত্রনাথের আদল দেখতে পাচ্ছে না বরং যেন ওর দাদা, তার সেই ছাত্রটির নির্বোধ চাহনিই চোখে ভাসতে দেখল। এখনো তার মনে আছে, গ্রামার বা অঙ্কের সহজ নিয়মগুলো বুঝিয়ে দিয়ে যখন সে বলত 'বুঝতে পারলে?' তখন এইভাবে তাকিয়ে মাথা নাড়ত। পুলিন সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিত, কিছুই মাথায় ঢোকেনি। সে আর বোঝাবার চেষ্টা করত না।

"আমি চলি।"

এখন সে কোথায় যাবে? পুলিন ঘড়ি দেখল। একটা পঁয়ত্রিশ। খিদে বোধ করছে না। সাড়ে নটায় সে চারখানা রুটি খেয়েছে। গদাইয়ের মা রুটি করত আটখানা। নিজের আর ছেলের জন্য চারখানা। রুটিগুলো আগে লুকিয়ে রাখত। পুলিনই একদিন বলে, 'কয়েকটা বেশি করে তৈরী করো, গদাইও খাবে।' এখন আর লুকিয়ে তৈরী করতে হয় না। গদাই বুদ্ধিমান সেটা ওর চোখ

www.BanglaBook.org

দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু বহু মানুষের চোখই বিভ্রান্তিকর। ছায়ার চোখ দেখে কি সে বুঝতে পেরেছিল কত ভয়ঙ্কর ইচ্ছা সে ঢেকে রেখেছে বোকার মত চাহনির আড়ালে!

পুলিন কলেজ স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে শুরু করল। চওড়া রাস্তা, লোকজনের হাঁটা, ব্যস্ততা আর গাড়ির যাওয়া আসা বিশেষ করে ট্রামের। রথতলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানে বসে থাকার জন্যই এখন এইসব শব্দ, গতি, ব্যস্ততা তার কাছে প্রায় নতুনের মত লাগছে। সে অনেকক্ষণ এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। জীবনের নড়াচড়ার সঙ্গে, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আয়ু ব্যবহার করার সঙ্গে এখন যোগ স্থাপনের জন্য তার মন ব্যাকুল হচ্ছে।

তার ব্যবসা, দোকান, কে খাবে তার টাকা? 'শ্যাল কুকুরে খাবে', এই ধরনের কথা তো হরদমই লোকে বলে! কিন্তু সত্যিই তো, সে মরে গেলে ইউনিকের কি হবে? একটা সময় ছিল যখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে দিনরাত খেটেছে। তার পুরস্কার আজকের এই একটুকরো জমিতে পাকা আশ্রয়, দুবেলা ভাত কাপড়, দুপুরে অলস ঘুম, হাতে কিছু টাকা। নিশ্চিন্তি! তারপর কি? আরো টাকার জন্য, ইউনিককে বড় করে তোলার জন্য চেষ্টা করে যাওয়া? কিন্তু কেন?

পুলিন দাঁড়িয়ে পড়ল। বইয়ের দোকানের সামনে ঝুড়িতে পেয়ারা নিয়ে উবু হয়ে বসে আছে এক প্রৌঢ়। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। চুল কাঁচাপাকা। ঘন নীল লুঙ্গি, ময়লা গেঞ্জি। লোকটার চৌকো থুতনি, গাল দুটি চুপসে বসে গেছে। শীর্ণ হাতের লোমও সাদা। পুলিন চিনতে পেরেছে। ঘোলাটে চোখ দুটোর ভিতর থেকে একটা সরল লোভ উঁকি দিচ্ছে। 'ও মেয়েকে আমার আর দরকার নেই, আপনি আমাকে কিছু টাকা দিন। আমি আর আসব না।'

লোকটা কি তাকে চিনতে পেরেছে? পুলিন সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তোমার বাড়ি কি ক্যানিংয়ের দিকে খেজুড়ি গ্রামে? জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও সে করল না। আগে দু-চারটে কথা বলে নেওয়া যাক।

"কত করে জোড়া?"

ঝুঁকে একটা পেয়ারা হাতে নিয়ে সে বুড়ো আঙুলের নখ বসাল। চমৎকার ভাবে নখটা পেয়ারার নরম মাংসে ঢুকে গেল।

"টাকায় তিনটে, আশি পয়সা জোড়া।"

পুলিন চোখ তুলে লোকটার চোখের দিকে তাকাল। দেড় হাত ব্যবধান। মণিদুটো একটু কটা। চোখের কোণের চামড়া কুঁচকে কাকের পায়ের মত। চিনতে পারেনি কিংবা হয়তো পেরেছে। চাহনি থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

"টাকায় চারটে দেবে ?"

"না।"

মুখ ঘুরিয়ে পাশে তাকাল। মুখটা কঠিন করে ফেলেছে। সেই একগুঁয়ে ভাবটা, 'আপনি ওকে বিয়ে করবেন বলেছেন,' এখন ওর ঘাড়ের, গলার পেশীতে চেপে বসেছে। এটা আর বদলায়নি। পুলিন ইতঃস্তত করে সোজা হয়ে দাঁড়াল পেয়ারাটা হাতে নিয়েই।

"আর নখ বসাবেন না বাবু, নষ্ট হয়ে যাবে।"

পুলিনের মাথাটা ঝনাৎ করে উঠল। পেয়ারাটা ঝুড়িতে রেখে দিয়ে সে ওর মুখের দিকে তাকাল। চিনতে পারেনি। সে তাহলে কি এতটাই বদলে গেছে দশ বছরে ! কিন্তু একই কথা বলল কেন ? 'ওকে তো আপনিই নষ্ট করেছেন।' ওর মনের মধ্যে 'নষ্ট' শব্দটা হয়তো গেঁথে আছে। এরপর হয়তো বলবে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে এই ঝুড়িভর্তি পেয়ারা নিয়ে যান।

পুলিন আচমকাই হন হন করে শেয়ালদা স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার পাশ দিয়ে গতি, শব্দ, প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু তাদের স্পর্শ করার ইচ্ছাটা আর নেই। একবার সে পিছন ফিরে তাকিয়ে পেয়ারাওলাটাকে দেখার চেষ্টা করেছিল। ক্ষেত্রনাথের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় সে ছেলেটিকে ম্যাগাজিন কোলে বসে থাকতে দেখেছিল। কিন্তু কিছুই তার চেতনায় ছাপ ফেলল না। দশ বছরে সে বদলে গেছে, তাকে আর চেনা যায় না ! কিন্তু দেখামাত্রই ছায়া তাকে চিনে ফেলেছে।

ট্রেন থেকে বাগুইপাড়া স্টেশনে নেমে পুলিন প্ল্যাটফর্মের দুধারে তাকাল। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি ? বিরাট সরীসৃপটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে সে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। ওভারব্রিজে তাকিয়ে দেখে তার মনে হল না কেউ অপেক্ষা করছে। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবল, ভীড়টা কি রথতলা পর্যন্ত থাকবে ? থাকলেও কি কোন সুবিধা হবে ? ও তো তাকে পেয়ে গেছে।

ওভারব্রিজের মাঝামাঝি পৌঁছে সে ডাউন লাইনের দিকে তাকাল। একটা ট্রেন আসছে। লাউডস্পীকারে স্টেশনঘর থেকে কেউ জড়ানো স্বরে বলে চলেছে, দু নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সরে দাঁড়াবেন এখনি মেলট্রেন পাস করবে, লাইনের ধার থেকে সরে দাঁড়াবেন।...লেভেল ক্রসিংয়ের মাস্তুলের মত কাঠের খিলটা ধীরে ধীরে নেমে রাস্তা আটকে দিল। মাথা নীচু করে তার তলা দিয়ে একটা লোক গলে এল। কোন ব্যস্ততা নেই। লাইন পার হবার আগে শুধু পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল। লোকটা পেরিয়ে যাবার ছ'সাত সেকেন্ড পর ট্রেনটা ওই জায়গা দিয়ে চলে গেল। স্বস্তি ভরে, শক্ত হয়ে থাকা

www.BanglaBook.org

দুই মুঠো আলগা করে পুলিন নীচে নামতে শুরু করল।

সে কি আশা করছিল লোকটা ট্রেনে কাটা পড়বে ! বহুদিন সে মেলট্রেন চলে যাওয়া দেখেছে কিন্তু মানুষ কাটা যাওয়ার দৃশ্য দেখার আশায় কখনো দাঁড়িয়ে পড়েনি। রক্তাক্ত মৃতদেহ থেকে ফিনকি দিয়ে জীবন সম্পর্কে ধারণা বেরিয়ে আসে যেটা রোগে ভুগে মরা দেহ থেকে পাওয়া যায় না।

ধারণাটা যে কি সেটা এখনো তার কাছে স্পষ্ট হয়নি। জীবনটা শুধুই আক্রান্ত হবার একটা লক্ষ্যস্থল, বাঁচতে হলে আপোস করে চলতে হবে ! নাকি বাঁচার সুযোগ বার করার জন্য অন্ধকার অলিগলিতে খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাওয়াই জীবন ?

শিবানীর মাথাটা থেঁতলে গেছল। আঠার মত ছ'ঘণ্টার বাসি রক্তে চুল লেপ্টে ছিল কপালে। 'দড়াম করে পাল্লা খুলে বেরিয়ে এলেন পুলিনবাবু। চোখমুখ উন্মাদের মত।' 'কিছু বললেন কি তিনি ?' 'হ্যাঁ। বললেন, চীৎকার করেই বললেন, খুন, খুন, ও খুন করেছে আমার বৌকে—আঙুল দিয়ে দেখালেন ওর কাজের মেয়েটাকে—আমি করিনি। ও করেছে।'

জীবন একটা ভয়াবহ ঘটনা যাকে সর্বদা এড়িয়ে মরার ভাণ করে থাকাটাই বুদ্ধির কাজ !

"পুলিনবাবু যে, রাণাঘাট লোকালেই এলেন নাকি ?"

চমকে উঠল পুলিন। লোকটির মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সে ধীরে মাথাটা হেলাল। কোথায়, কবে এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ? আশ্চর্য, এই লোকটার থুতনিও চৌকো, মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, গাল দুটো চোপসান, ঘোলাটে চোখ ! তাহলে পেয়ারাওলাটাকেও কি সে ভুল চিনেছে ? এই লোকটাও তো হুবহু ছায়ার বাবার মতই দেখতে !

"শুনেছেন বোধহয় দাদা মারা গেছেন। পেটে ক্যানসার হয়েছিল। শ্রাদ্ধে একটা খাট দেব পুরুতকে, শ'চারেকের মধ্যে হবে কি ?"

"হবে না কেন, দেড়শো টাকাতেও হবে।"

"না না অত কমে নয়। লোকজন দেখবে তো। দাদার কাছে আমরা পাঁচ ভাইবোন চিরঋণী। বিয়েথা' না করে উনি আমাদের বড় করে তুলেছেন, বোনেদের বিয়ে দিয়েছেন। বাবা তো মারা যান যখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। দাদার স্যাক্রিফাইস ভাবা যায় না !"

"লোককে যখন দেখাতে চান তাহলে আরো চার পাঁচশো দিয়ে ভাল খাটই দিন না।"

রাস্তায় বৃষ্টির জল এখনো শুকোয়নি। দধিকর্দমের মত হয়ে থাকা জায়গাটা

পা টিপে টিপে পার হয়ে পুলিন পিছনে তাকিয়ে দেখল লোকটি দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। ওর পায়ে রবারের হাওয়াই চটি। অশৌচ পালনের এই একটা চিহ্ন সারাদেহে।

"যদি নেন তাহলে বলবেন।"

"হ্যাঁ বলব, আগে ভাইয়েদের জিজ্ঞাসা করে নি।"

পুলিন হন হন করে রথতলার রাস্তা ধরে এগোল। এই লোকটার সঙ্গে কথা বলে ভালই হল। মাথাটা পরিষ্কার করে তাকে এখন ইউনিকের মালিক বানিয়ে দিয়ে গেল।

অরুণপ্রকাশ আসছেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, পুলিনকে নিমন্ত্রণ করেননি। পুলিনের অবশ্য মনেও ছিল না। দেবুকে বলে রেখেছিল, পিছনের পাড়ার স্কুল মাস্টারের বাড়িতে ড্রেসিং টেবলটা পাঠিয়ে দিতে। দোকানে জায়গাটা খালি দেখে বুঝে গেছল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"পুলিনবাবু, খুব ব্যস্ত ছিলাম তাই···।"

"তাতে কি হয়েছে। মেয়ের বিয়েতে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা তো হবেই।"

"আপনার প্রথম কিস্তির টাকাটা এই হপ্তার মধ্যেই দিয়ে আসব।"

"দেবেন।"

পুলিন ভেবেছিল নিমন্ত্রণ না করার জন্য বোধহয় ত্রুটি স্বীকার করছে। না করে ভালই করেছে। কিছু খসে যেত। পঞ্চাশ-ষাট টাকার শাড়ি দিয়ে বদলে ক'টাকার খাবার সে খেত? অবশ্য এই সব খাওয়াদাওয়ার জায়গায় গেলে লোকজনের সঙ্গে আলাপ হয়, খদ্দের ধরা যায়। কিন্তু লোকটা কিস্তিতে সকল পাওয়ার উপকারটা পেয়েও কৃতজ্ঞতাবশতঃ নিমন্ত্রণটা তো করতে পারত!

পুলিন খিটখিটে মেজাজ আর চায় না। অরুণপ্রকাশকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য সে রত্না স্টুডিওর সামনে থেমে চেঁচিয়ে বলল, "সুকুমার, আজ সকালে বোম্বাই থেকে দেব আনন্দের লোক এসেছিল। বলল, দাদা আপনার ছবিটা কে তুলে দিয়েছে নামটা একটু বলবেন? আমি বললাম জেনে কি করবেন? বলল, বোম্বাইয়ে নিয়ে যাব। আপনার এই জাদুবানের মত চেহারাকে যে কেষ্ট ঠাকুরের মত দেখিয়ে দিতে পারে তাকে···"

"ওহ পুলিনদা, বুলির জ্বর ছেড়েছে তবে খুব শুকনো, রোগা রোগা লাগছে। তাও আজ দুটো স্ন্যাপ নিয়েছি। কালই তোমাকে দেখাব।"

সুকুমারের রসিকতা করার মেজাজ নেই। সিরিয়াস হয়ে গেছে পিসতুতো বোনের বিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু কেন? গরিব আত্মীয়ার উপকার করতে না পাশের দোকানের নিঃসঙ্গ একটি লোককে জীবন উপভোগের উপকরণ যুগিয়ে

www.BanglaBook.org

দিতে!

"আমি বিয়ে করব, একথা কিন্তু একবারও বলিনি।"

"সে কি, করবে না?" সুকুমার অবাক হয়ে প্রশ্ন করল। কাউন্টারের উপর ঝুঁকে আবার বলল, "কেন?"

"আমার দু'দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। পরশু কলকাতায় গিয়ে ইসিজি করিয়েছি। ডাক্তার বলেছে খুব শান্ত ভাবে থাকতে। একটুও উত্তেজনার মধ্যে যেন না যাই।"

"তোমার এমন অবস্থা, কই কখনো তো শুনিনি!"

"আমি কি জনে জনে বলে বেড়াব নাকি, ওগো আমার হার্টের অবস্থা খারাপ, তোমরা সব শুনে রাখ···কেউ কি অসুখবিসুখের কথা গাবিয়ে বেড়ায় নাকি?"

"কিন্তু স্ট্রোক হলো কবে?"

"প্রথমটা দশ বছর আগে, এখানে আসার আগে।"

পুলিনের বুকের মধ্যে দপদপ করে উঠল হৃদপিণ্ডটা। ছ' ঘণ্টার বাসি রক্ত যেন আঠার মত চটচট করছে বুকের মধ্যে। তার মনে হল, মিথ্যা কথার মধ্যেও অনেক সময় সত্যি লুকিয়ে থাকে। হয়তো একটা হাওয়ার বুদ্বুদ শিরার মধ্য দিয়ে এখন তার হার্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কে জানে, সেটাই হয়তো তাকে এখুনি অজ্ঞান করিয়ে মাটিতে ফেলে দেবে। জ্ঞান ফিরে নাও আসতে পারে। সে ডান হাতের চেটো বুকের বাঁদিকে চেপে ধরল।

"তোমার হলো কি পুলিনদা। এসো এসো ভেতরে এসে বসো। মুখটা কেমন কালো দেখাচ্ছে।" সুকুমার হাত বাড়িয়ে পুলিনের বাঁ হাতটা চেপে ধরে তাকে দোকানে ঢোকার সরু পথটার দিকে টানল।

"ঠিক আছি, ঠিক আছি।"

"এই জন্যই, তোমাকে দেখাশোনার, নজরে রাখার জন্য একটা লোক কাছে থাকা দরকার।"

সুকুমার বোধহয় বিশ্বাস করেছে। এত চালাক, ধূর্ত ছেলেটারও মনে হয়েছে তার হার্টে গোলমাল রয়েছে। তাহলে কি মুখে সত্যি সত্যিই ভয়, যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল? পুলিন আশ্চর্য বোধ করল। একবার কি তবে ডাক্তারের কাছে যাবে? বলা যায় না, সত্যিই হয়তো হার্টটা জখম হয়ে আছে!

"সেই জন্য কি বিয়ে করতে হবে? বৌ তাহলে কাছে কাছে থেকে পাহারা দেবে?" পুলিন কাউন্টারে হাতের ভর রেখে ঝুঁকল। মুখটা সুকুমারের দিকে এগিয়ে মৃদুস্বরে বলল।

"হ্যাঁ। বৌই সব থেকে বেশি যত্ন নেবে।" সুকুমারের বলার ভঙ্গিতে দ্বিধা

নেই।

"ডাক্তার বলেছে কোনরকম উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না। একটা কচি বৌ পেলে শরীর কি হয় সেটা বোঝার মত বুদ্ধি তোমার আছে। সেক্স বড় মারাত্মক জিনিস।"

"এখন যে ভাবে আছ পুলিনদা, তাতেও তো তোমার উত্তেজনা কম নেই। সেক্স চেপে রাখলে তাতে উত্তেজনা বাড়েই। তাতে ফল খুব খারাপ হয়।"

"কি খারাপ হয় ?"

"পারভারটেড হয়ে যায়। মনের বিকৃতি ঘটে। নিজের অজান্তেই অনেক কিছু করে বসে। দেখো না, ট্রামে বাসে ট্রেনে বয়স্ক লোকেরা কি সব কাণ্ড করে ?"

পুলিন স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সুকুমারের ভুরুর দিকে। একটা গোপন খবরের ঝাঁপ খোলার মত উঠে রয়েছে। তাহলে জেনেছে। নিশ্চয় সেই ছেলেটা যে ট্রেনে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে কেমন ভাবে যেন হেসেছিল। দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। সুকুমারকে চেনে। হয়তো এইভাবে কাউন্টারে হাত রেখে বলেছিল, 'আচ্ছা তোমার পাশের দোকানের, এই যে ইউনিক ফার্নিচার, এর মালিক লোকটা কেমন বল তো ?' 'কেন ? পুলিনদা তো লোক ভালই।' 'ভাল লোক ? জানো, সেদিন শেয়ালদায় ট্রেনে ওঠার সময় কি কাণ্ড করেছে ?···এইখানকারই এক ভদ্রমহিলার···

"পুলিনদা চলো তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি। আর দাঁড়িয়ে থেকো না, তোমার এখন শুয়ে থাকাই ভাল।"

"থাক্, সাহায্যের দরকার নেই, নিজেই যেতে পারব। তবে···পারভারটেড আমি হইনি। জীবনকে আমি সুন্দর দেখি, শ্রদ্ধা করি, ইয়েস···নোংরামিকে ঘেন্না করি।"

পুলিন সোজা হয়ে, প্রায় মার্চ করার ভঙ্গিতে ইউনিকের দিকে এগিয়ে গেল। দেবু টেবলে পা তুলে বসেছিল। তাকে দেখে দ্রুত পা নামিয়ে নিল।

"কেউ খোঁজ করতে এসেছিল ?"

পুলিন বলতে চেয়েছিল, 'কোন মেয়েছেলে।' তার বদলে বলল, 'কেউ'।

"না। তবে···।"

"আমি এখন ঘরে বিশ্রাম নেব। ডিস্টার্ব করিস না।"

॥ তেরো ॥

পুলিন অপেক্ষা করছে।

www.BanglaBook.org

ঘরের আলো নেভান। দালানের আলো গদাই সন্ধ্যাতেই জ্বেলে দিয়েছে। চিৎ হয়ে শুয়ে সে মেঝে থেকে সিলিংয়ে ওঠা আলোর প্রতিফলন দেখছে। সিনেমা হলে ধীরে ধীরে আলো নিভে এলে সাদা পদটা তখন এইরকম দেখায়। সে আশা করছে এবার সিনেমা শুরু হবে। ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে সে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে।

দোকানে একটা ডাইনিং টেবলের উপর গদাই ঘুমিয়ে রয়েছে। দোকানের পাশের সরু পথটা এসেছে পিছনের দরজায়। দরজাটা খুললেই উঠোন বা কারখানা। বন্ধ আছে কি ? গদাই রোজ কাজ করে তালা দিয়ে দেয়। চাবির রিংটা দালানের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখে।

পুলিন বিছানায় উঠে বসল। দালানে ডাইনিং টেবলের একটা কোণ, তার উপর ঢাকা দেওয়া খাবারের বাটি। খিদে পাচ্ছে না।

সন্ধ্যার পর ছায়া এসেছিল। দেবু তাকে বলে দেয়, দাদা ঘুমোচ্ছে, এখন তোলা যাবে না। ছায়া আবার এসেছিল দোকান বন্ধ করার সময়। পুলিন তখন দোকানে বসে। দেবু বাড়ি চলে গেছে, গদাই সামনের পাল্লা বন্ধ করছিল।

সেই নীল শাড়িটাই পরা ছিল। পার্টিসানের আড়ালে অফিসে বসে পুলিন গলার স্বর শুনে সামনের আলমারির আয়নার দিকে তাকায়। গদাই এমনভাবে আড়াল করেছিল যে মুখটা দেখা যাচ্ছিল না।

'দাদা এখন ঘুমোচ্ছে।' গদাই নিখুঁতভাবে নির্দেশ পালন করেছিল।

'এখনো ? অসুখ করেছে কি ?'

'না, এমনি।' সেকেন্ড চারেক ভেবে বলেছিল, 'মাথা ধরেছে।' কাল সকালে এসো।'

গদাই 'আসুন' বলেনি। কাশিনাথের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে এটা সে জানে। ছায়াকে সে বিশেষ কোন মর্যাদা দেবার দরকার বোধ করেনি। ছায়া যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে আয়নায় তাকিয়ে অফিসঘরের ভিতরটা দেখতে পাবে না। তবুও পুলিন চেয়ার থেকে উঠে পার্টিশান ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। শাড়ির একটুকরো নীল, কাঁধের কাছে ব্লাউজের শাদা হাতা আর মাগুরমাছের মত পুরোবাহুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'গিয়ে দেখো না, মাথাধরাটা যদি ছেড়ে গিয়ে থাকে।'

'এইমাত্তর দেখেছি, ঘুমোচ্ছে। কি বলার আছে আমায় বলতে পার, আমি বলে দেব দাদাকে। খাটের কথা তো ?'

'হ্যাঁ থাক, আমিই বলব।'

ছায়া সরে গেল আয়না থেকে। গদাই এসে বলল, 'এই নিয়ে দু'বার এল।

খাট আর পছন্দ হয় না।'

পুলিন বাটির ঢাকনা তুলে দেখল। আলু-ফুলকপির ডালনা করে রেখে গেছে গদাইয়ের মা। অসময়ের কপি। আঙুলের ডগা ঝোলে ডুবিয়ে জিভে ঠেকাল। গরমমশলার গন্ধ আর স্বাদ খিদে জাগিয়ে দিচ্ছে। চেয়ার টেনে বসে সে রুটি ঢাকা দেওয়া স্টিলের থালাটা তুলল।

এইভাবেই টেবলে ঢাকা দেওয়া ছিল। থালার কিনার ঘিরে এই রকমই পল তোলা। মাঝখানে উঁচু হয়ে ওঠা বৃত্ত। তার ভিতর কোম্পানির নাম। মাজামাজিতে নামটা অস্পষ্ট। ছায়া যখন অন্ধকারে জড়িয়ে ধরে তখন সে টলে যাচ্ছিল। হাতটা গিয়ে পড়ে টেবলে আর তখন থালাটা হাতে লেগে পড়ে যায় টেবলে।

তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে সে প্রথমেই পলকের জন্য টেবলের দিকে তাকিয়েছিল। ঢাকনা খোলা বাটিতে রুটি ভাঁজ করে রাখা। তার নিচের বাটিতে বোধহয় ডিমের ঝোল। এরপরই সে শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে মেঝের রক্ত দেখতে পায়।

শিবানীর মাথায় কাটারি মেরে, তারপর সে রুটি তৈরী করেছে, ডিম রেঁধেছে। ওই হাতে! ছ'ঘণ্টা কেটে গেছল শিবানীর মৃত্যু আর পুলিনকে দরজা খুলে দেওয়ার মধ্যে। আর তারই ভিতর ঠাণ্ডা মাথায় ছায়া তার নিত্য কাজগুলো করে গেছল।

পুলিন থালাটা দিয়ে রুটি ঢেকে দিল। 'স্বচ্ছদৃষ্টি তুলে ধরে খুশিয়াল কণ্ঠে এই যুবতী বলল, সামনের মাসে আমি ছাড়া পাব।' ছায়া এখন যুবতী। তাকে 'তুই' বলতে গিয়েও পুলিন সারা অবয়ব দেখে দ্বিধায় পড়ে 'তুমি' বলে ফেলে। বলতে বাধ্য হয়। পরিণত শান্ততা ছিল ছায়ার চোখে। লেখাটার দুই লেখিকা কিশোরী ছায়াকে দেখেনি! একটা বোধবুদ্ধিহীন জানোয়ার ছাড়া তখন তাকে আর কি বলা যেত? অনেকগুলো ভাইবোনের একটা। দুমুঠো ভাতও রোজ জুটত না। আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত আর মারধোর খাওয়া এই ছিল ওর জীবন।

খাওয়ার ইচ্ছাটা আর নেই। পুলিন উঠে পড়ল। দালান থেকে দোকানে যাওয়ার দরজাটা খোলা। আগে বন্ধ করে চাবি দিয়ে রাখত। গদাই দোকানে শোয়ার পর থেকে আর বন্ধ করা হয় না। জানলাগুলো বন্ধ থাকার জন্যই স্পিরিটের গন্ধে দোকানঘরটা ভরে রয়েছে। কাঠের আসবাবগুলো শরীর থেকে মানুষের মতই গন্ধ বার করে! কিন্তু আলাদা আলাদা মানুষের মতও কি ওদেরও গন্ধ আলাদা?

গদাই বুকের কাছে হাঁটু ছুঁইয়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরটার বাতাস স্থির,

www.BanglaBook.org

অস্বাস্থ্যকর। পুলিন একটা জানলা খুলে দিতেই টাটকা বাতাস তার মুখে ঝাপটা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। রাস্তার আলোটা জ্বলছে না। ব্যবসায়ী সমিতিটা গড়লে মিউনিসিপ্যালিটিকে চাপ দিয়ে আলোর ব্যবস্থাটা করা যাবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়া মানে সর্বসমক্ষে আসা। সেটা আর সম্ভব নয়। দশ বছর ধরে নিজেকে সে গুটিয়ে নিয়েছে। ভীড়ের মধ্যে মুখ নামিয়ে চলে যাবে বাকি জীবন।

ওপারের শ্রীময়ী টেলর্সের শাটারের রূপোলি রঙ আবছা দেখাচ্ছে। তুষারকণাকে আর সে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সলিলের সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি। ও কি সত্যিই ধরে নিয়েছে শেয়ালদা প্ল্যাটফর্মে বদ উদ্দেশ্যে সে তার উপর হুমড়ি খেয়ে জড়িয়ে ধরেছিল? তখন তার শরীরে অনুভব করার মত কোন সাড় ছিল না। ইন্দ্রিয়গুলো শুধু একটা উদ্দেশ্যেই ব্যস্ত হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল একটি বিন্দুতে—তুষারকণার নিরাপত্তা। এটা কি ও পরেও বুঝতে পারেনি? বোধহয় পারেনি। তাহলে আলমারিটা ফেরৎ চাইত না। ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বললে কি বুঝবে?

'দেখুন সেদিন আপনি যেভাবে ভীড়ের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, তাতে আপনি মারা পড়তেন।'

'কি জানি, তখন মাথার মধ্যে কি যে হল, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ট্রেনটা অ্যাতো দেরি করে এল, তাছাড়া বুলুর জন্যও ভাবনা হচ্ছিল। ছেলেটা কাল বঁটিতে আঙুল কেটেছে, পরশু চেয়ার উল্টে মেঝেয় পড়ে কপাল থেঁতলেছে। এইসব কথা ভেবে তখন মরীয়া হয়ে গেছলাম। তার ওপর—'

'কি তার ওপর?'

'আপনি যে ভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন।'

'আমি পারভারটেড নই। জীবনকে সুন্দর দেখি, শ্রদ্ধা করি। আপনাকেও শ্রদ্ধা করি।'

'আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। অত লোকের মাঝে আপনাকে চড় মেরেছি ভেবে আমার নিজেকে খুব বিশ্রি লাগছে। এখানকার অনেক লোক হয়তো তখন দেখেছে, তারা কি যে ভাবছে আপনার সম্পর্কে!'

'ভাবুক গে আমি কেয়ার করি না। আপনি যে কিছু ভাবছেন না এটাই আমার কাছে বড় জিনিস।'

'এক কাজ করুন। আপনি রোজ আমাকে ট্রেনে তুলে দেবেন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকেরা সবাই দেখবে। ট্রেনে ভীড় থাকবেই, আপনি পিছন থেকে ঠেলে তুলে দেবেন। হ্যাঁ, পিঠে হাত দিয়েই ঠেলবেন। কালই—'।

কালই! পুলিন হেসে উঠল শব্দ না করে।

কালই আসবে ছায়া, বদলে গেছে ওর বাইরেটা। দশ বছরে ষোল থেকে ছাব্বিশ! একটা ঘেরা জায়গায়, সুশৃঙ্খল শাসনের মধ্যে আট বছর ছিল। সেখানে বয়স্ক গৃহিনী খুনী অপরাধীরাও ছিল। ছায়াকে ছবিতে দেখেছে এমব্রয়ডারির কাজ করতে। হয়তো মাজাঘষায় ওর আচরণ বদলেছে। কিন্তু মনের কাজ? জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল কি? নিশ্চয় বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে। কিংবা নিজেই আর লজ্জার বোঝা টানতে না পেরে এখানে এসেছে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে। খুন করা আর চড় খাওয়ার লজ্জার মধ্যে ফারাক কতটা!

কয়েকটা কুকুর রথতলার মোড়ের কাছে ঝগড়া করছে। পুলিন জানলা থেকে সরে এসে একটা চেয়ারে বসে আর একটা চেয়ারে পা দুটো তুলে দিল। গদাইয়ের ভারী শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে ছেলেটা বিড়বিড় করে উঠল। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে সে প্লাইউডের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, কাল নয়তো পরশু ও আসবেই।

কিন্তু কি জন্য? কাশীনাথের সঙ্গে তো বিয়ে পাকা হয়েই গেছে। করুক। খাট কিনে, ঘর গুছিয়ে, সংসার করুক, চাকরি করুক। ছেলেপুলে হবে। তাদের মানুষ করুক। একটা বাঁধাধরা মসৃণ জীবন ছায়ার সামনে, তাই ধরেই হেঁটে যাক! এখানে ওর অতীত জানে তো শুধু একজনই। যদি আমাকে উদ্ব্যস্ত না করে তাহলে মুখে চাবি দিয়ে রাখব। হয়তো এইরকম একটা বোঝাপড়া করার জন্যই ও দেখা করতে চাইছে। মনে ভয় তো আছে! বিয়ে ভেঙ্গে যাবে, চাকরিটা তো খাবেই। বাগুইপাড়া কি রথতলায় বাস করাই ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

কিন্তু মাত্র দুটো কথা ছায়া জিজ্ঞাসা করেছিল। কাশীনাথ যখন পছন্দ করা খাটটা দেখিয়ে দেবার জন্য দোকানের কোণের দিকে সরে গেছল তখন শুধু তারা দুজনই নিঃসঙ্গ মুখোমুখি হল। দশ বছর পর প্রথম।

'বিয়ে করেছ?'

'না।'

'একা থাকো?'

'হ্যাঁ।'

দুই যড়যন্ত্রীর মত চাপা স্বরে, দ্রুত, ফিসফিস। শুধুই কি মেয়েলি কৌতূহল ছিল প্রশ্ন দুটোয়? উত্তর পেয়েই ওর চোখে নিশ্চিন্ত হবার মত একটা ভাব কি ফুটে ওঠেনি? একটা নিভে যাওয়া পিদিমের সলতেয় আবার দেশলাই জ্বেলে দেওয়া। ওর রাগ, আর জেদের আড়ালে অভিমানের শিখাটিকে পুলিন দেখতে

www.BanglaBook.org

পেয়েছিল।

সে কি বিচলিত বোধ করেনি? নাহলে ছায়ার প্রশ্নের জবাবে সে সত্যি কথা বলল কেন! বলতে পারত, 'হ্যাঁ বিয়ে করেছি,' 'না একা থাকি না।' কাশীনাথের সামনে যেমন অপরিচয়ের অভিনয় করল, তেমন ভাবেই ছায়ায় সঙ্গেও অভিনয় করে পিদিমটার জ্বলে ওঠার সুযোগ নষ্ট করে দিতে পারত।

তাহলে এখনো সে ছায়াকে কামনা করে!

পুলিন অস্বস্তিতে নড়ে উঠল। পায়ের উপর পা তুলে, শরীরটা আর একটু এগিয়ে দিয়ে, সামান্য কাত হল। ঘুম আসছে না। চেষ্টা করে ঘুম আনা যায় না। আপনা থেকেই আসে। শিবানীর পোস্টমর্টেম হবার রাতে চেষ্টা করেও তার ঘুম আসেনি। ম্যাজিস্ট্রেটের রায় দেবার রাতেও এইরকম হয়েছিল। সারা শরীর শক্ত বোধ হচ্ছিল আর জ্বালা করছিল।

'আপনি ওকে বিয়ে করবেন বলেছেন।'

ছায়ার বাবা কিংবা ওই পেয়ারাওলাটা সেদিন বলেছিল। জেলে দেখা করেছিল মেয়ের সঙ্গে তখন নাকি ছায়া তাকে খবরটা দেয়। হ্যাঁ, পুলিন বলেছিল। মুখে ছিল কাঁচা পেঁয়াজ আর ভাতের গন্ধ, গায়ে সর্ষের তেলের গন্ধ। তখন ছায়া হাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। গোলাপি প্লাস্টিকের মত মাড়ি বেরিয়ে, অসমান কিন্তু ঝকঝকে সবল দাঁত, পুরু ঠোঁট, নাকের মধ্যে শুকিয়ে থাকা কফ। পুলিন তখন ওর নগ্ন দেহের উপর উবুড় হয়ে নিজেকে শিথিল করতে করতে মুখ নামিয়ে আনছিল।

'বিয়ে করবে তো?'

'করবো, করবো, কতবার বলব এক কথা!'

'কবে? বৌটা কবে মরবে?'

'শিল্পিরীই মরবে। হাঁপানি রোগে কি বেশিদিন বাঁচে?'

শিবানী শিল্পিরী মরত কিনা কে জানে তবে ছায়ার আর তর সয়নি। বিয়ের সময়টা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনতে নিজের বোধবুদ্ধি দিয়ে, তার পক্ষে যা সোজা উপায় মনে হয়েছিল, তাই করেছে। সে নিজেও কি তাই করেছিল? বিয়ে করব বলার সময় নিজের বোধবুদ্ধি হারিয়ে সে ছায়ার স্তরে কি নেমে যায়নি? ওর দেহটা তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্যই কি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়নি? এই সব কথাতেই মেয়েরা আবেগপ্রবণ হয়ে বুদ্ধি হারায়।

তখন অনুরও তাই হয়েছিল। অথচ মেয়েটি সবল বুদ্ধি ধরে। পুলিনের মনে পড়ল দৃঢ় চোয়ালের পেশী স্থির রেখে বলা কথাগুলো: 'আপনি কি নিজের কাছে পরিষ্কার?' উত্তরে সে মুহূর্তে বলেছিল, 'নিশ্চয় পরিষ্কার।'

কিন্তু সত্যিই কি পরিষ্কার ? তাহলে ছায়াকে আজ প্ল্যাটফর্মে দেখে সে ভয় পেল কেন ? ছায়া কি তার চেতনায় আজও ছায়া ফেলে রয়েছে ? অনুর মনে শঙ্কর ? সব মানুষেরই কি একটা করে ছায়া থাকে ?

আহ্হহ্। পুলিন আবার সিধে হয়ে পা ছড়াল এবং চোখের পাতা নামিয়ে আনল। যখন সে আবার চোখের পাতা তুলল তখন দোকানের জানলা দিয়ে রোদ এসে তার ঝুলে থাকা হাতের আঙুল ছুঁয়েছে। গদাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

"দাদা রাতে আপনি এইভাবে ঘুমিয়ে ছিলেন ?"

জবাব না দিয়ে পুলিন চেয়ার থেকে উঠে অপারেশন হওয়া রোগির প্রথম হাঁটার মত দুর্বল অনিশ্চিত পায়ে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এখন সত্যিই তার মাথা ধরেছে।

গদাই তার পিছন পিছন ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, "জ্বর হয়েছে ? রিক্সা আনব, ডাক্তারের কাছে যাবেন ?"

"কিছু হয়নি। আর শোন্, কেউ খোঁজ করলে, কোন মেয়েছেলে খোঁজ করতে এলে এখানে নিয়ে আসবি। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা। টেবলের খাবারটা খেয়ে নিস।"

অগভীর, অস্বচ্ছ, স্বাচ্ছন্দ্যহীন তন্দ্রার মধ্যে পুলিন বহুবার ডুবে যেতে যেতে ভেসে উঠল। বারবার সে এপাশ ওপাশ করে গেল। এই ডোবা আর ভাসার ফলে তার মাথার মধ্যে ক্রমান্বয় যে টান লাগছিল তাতে এক সময় সে ক্লান্তবোধ করল। মিস্ত্রিদের কথাবার্তা, করাত ও বাটালির শব্দ অস্পষ্টভাবে সে শুনতে পেল। গদাইয়ের মা ঘর মুছে গেল, ফিসফিস করে ছেলের সঙ্গে কথা বলল, পুলিন তাও টের পেয়েছে। এ সবই তার চেতনার উপর দিয়ে বহু দূরের রেলগাড়ির শব্দের মত গড়িয়ে গেল।

এক সময় সে ঝিমিয়ে এল। ঘুমের মধ্যে ডুবতে ডুবতে তার মনে হল, কেউ একজন বোধহয় আসছে তাকে হাত ধরে তুলে নেবার জন্য।

শিবানীর মুখটা সে দেখতে পেল ট্রেনের জানলায়। পুলিন জিজ্ঞাসা করল, 'কাল অফিসে আসছেন ?' শিবানী মাথা হেলিয়ে ছিল খুকির মত। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। শিবানীর ঠোঁট নড়ছে। কি যেন বলল। পুলিন শুনতে পাচ্ছে না। একদমই শুনতে পাচ্ছে না। সে জানলার পাশে ছুটতে ছুটতে বলল, 'কি বললেন ?' শিবানীর চোখে গভীর প্রশান্তি, ঠোঁট মুচড়ে রয়েছে কৌতুকে।

'কি বললেন ?'

ট্রেনটা চলে গেল। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পৌঁছে পুলিন ঘুমিয়ে পড়ল।

www.BanglaBook.org

"হ্যাঁ, আমিই।"

পুলিনের হাতটা খোলা ড্রয়ারের মধ্যে। হাতে নোটের গোছা। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল ছেলেটির মুখের দিকে।

ত্রিদিবনগরের এক খদ্দের এইমাত্র দেড় হাজার টাকা দিয়ে গেল। জানলার ফ্রেমের জন্য প্রায় ছ'মাস বাকি পড়ে ছিল। দেবু প্রতিমাসের শেষ তারিখে গিয়ে তাগিদ দিত। নোটগুলো সে লোকটির সামনে গুণে নেয়নি। স্থানীয় লোকেরা, বেশি টাকার মাল নিলে সে এইরকম ভাবে তাদের মর্যাদা বোধ উসকে দেয়। 'আরে আপনি দিচ্ছেন যখন আবার গুণব কি ! আমি কি লোক চিনি না ?' কিন্তু নোটগুলো সে অবশ্যই পরে গুণে নেয়। কম দেবে, তা সে ভাবে না। ফাটা ছেঁড়া, ময়লা নোট ভেতরে ঢোকান থাকে যেগুলো চালাতে পরে তাকে নাজেহাল হতে হয়।

"কি দরকার ?"

"আমি দমদমের শম্ভুনাথ সাহার কাছ থেকে আসছি। এই চিঠিটা তিনি—"

পুলিন ভাঁজ করা কাগজটা নেবার জন্য হাত বাড়াল। তখন দেখল ছেলেটির হাতে মুক্তোবসান আংটি। সুশ্রী মুখ। গৌরবর্ণ, চুলের আদল ফিল্মের পোস্টারে দেখা নায়কদের মত, ছিপছিপে গড়ন। শম্ভুর কাছ থেকে আসছে শোনামাত্রই বুঝে গেল ছেলেটি কে। এই তাহলে সেই শঙ্কর !

"বোসো।"

চিঠির ভাঁজ খোলার আগে পুলিন চাহনি দিয়ে বোঝাতে চাইল সে কড়াধাতের মানুষ। শঙ্কর কুণ্ঠিত ভাবে চেয়ারের কিনারে পাছা রাখল। সামনের আলমারির আয়নাটা এমন ভাবে আড়াল করে বসল যে পুলিন নিজেকে এবং দোকানের ভিতরটা আর দেখতে পাচ্ছে না। সে চেয়ারটা ইঞ্চি দুই সরিয়ে দেখল আয়নার একটা কিনার দিয়ে শুধু নিজের আধখানা দেখতে পাচ্ছে।

চিঠিতে লেখা : শ্রীচরণেষু, পুলিনদা। এই চিঠি নিয়ে শঙ্কর তোমার কাছে যাচ্ছে। কাল তুমি চলে যাবার পর আমার মনে হয়েছে, সালকিয়ায় যে কাজটা করবে বলেছ, তা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ঝোঁকের মাথায়, এই পারব তাই পারব, এই বয়সে ছেলেরা বলেই থাকে। তোমার ব্যবসায়ের কোন কাজে যদি ওকে ঢুকিয়ে দিতে পার এই আশায় ওকে পাঠাচ্ছি। আশা করি আমাদের মুখ চেয়ে, অনুর কথা ভেবে তুমি একটা উপায় বার করবে। প্রণাম নিও। ইতি তোমার ভাই, শম্ভু। পুঃ—টাকাটা আমার অশেষ উপকারে লাগবে। তোমার

ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। প্রণত, শম্ভু।

চিঠিটা টেবলে রেখে পুলিন ভুরুটা একবার কোঁচকাল। শঙ্কর অবশ্যই চিঠিটা পড়ে নিয়েছে। সুতরাং ভণিতা না করেই প্রসঙ্গে আসা যায়। কিন্তু কতদূর পর্যন্ত তার যাওয়ার অধিকার আছে সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না। অনু যদি তার নিজের বোন হত তাহলে সে ছোকরার চুলের মুঠি ধরে প্রথমেই বলত, 'আগে চুলটা কেটে এসো।'

"শম্ভুর সঙ্গে দেখা করেছ?"

"হ্যাঁ, আজ সকালে।"

"দুটো কথা।" পুলিন চোখ নামিয়ে চিঠির উপর রাখল। নিজের অস্বস্তি কাটাতে না শঙ্করের উৎকণ্ঠিত চোখের দিকে না তাকাবার জন্য, পুলিন বুঝে উঠল না। আয়নায় আধখানা নিজেকে দেখাটা বন্ধ করার জন্য সে চেয়ারটা আবার আগের জায়গায় সরিয়ে নিল।

"তুমি কি জান এইসব মোটর, স্কুটার মিস্ত্রিরা কেমন ধরনের লোক হয়? ওখানকার পরিবেশ কেমন? তুমি ভদ্রপরিবারের ছেলে, পারবে ওদের সঙ্গে কাজ করতে?"

"চেষ্টা করব।"

গলার স্বরে একটু বেশি জোর। পুলিনের মনে হল নিজের সম্পর্কে আস্থার জোরটা পোক্ত ভিতের উপর বসান নয়। আর একটু ঠাণ্ডা স্বরে বললে সে ওর মুখের দিকে নিশ্চয় তাকাত।

"তোমায় আগে দেখিনি, আন্দাজেই শম্ভুকে বলেছিলাম তুমি পারবে না। যা ভেবেছ তা হয় না। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিকই আন্দাজ করেছি।"

"দেখেই আমাকে বুঝতে পারলেন?"

"হ্যাঁ।" পুলিন চোখ তুলল। ছেলেটার জড়তা কেটে গেছে। চাহনিতে আহত আত্মমর্যাদা।

"তুমি একটা মেয়েকে—" পুলিন থমকে একটা কম অশালীন শব্দ খোঁজার চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়ে, বলল, "তাকে বিয়ে করব বলে ভোগ করে, গা ঢাকা দিয়েছিলে। জানি জানি, বলবে বাড়ির লোক ঘরে আটকে রেখেছিল। কিন্তু তুমি পালিয়ে আসতে পারতে। যে মিস্ত্রি হতে চায়, তার মনে সাহস থাকা চাই, কষ থাকা চাই চরিত্রে। তাকে বাড়িতে বন্দী করে রাখা যায় না। সে দরজা ভেঙ্গে, পাঁচিল টপকে বেরিয়ে আসবে তার প্রেমিকার সম্মান বাঁচাবার জন্য।" পুলিন সজোরে শব্দ করে কিল বসাল টেবলে। "তুমি কি তা করেছ?"

শঙ্করের মাথা পিছনে হেলে গেল আচমকা এই বিস্ফোরণে। মৃদুস্বরে বলল,

www.BanglaBook.org

"তাই করব বলেই তো আমি বাড়ি ছাড়ব। হাতের কাজ শিখব।"

"হ্যাহ্হ্।" নাক দিয়ে কফ ঝাড়ার মত শব্দ বেরোল পুলিনের মুখ থেকে। "এখন এত কাণ্ড হয়ে যাবার পর তুমি মিস্ত্রি হবে বলছ। জান শম্ভুর অবস্থা? বাড়ির একমাত্র রোজগেরে, তোমার বাবার গুণ্ডারা ওর যা অবস্থা করেছে তাতে ও ছ'মাস বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না। এই ছ'মাস কে ওদের খাওয়াবে? অনুকে তো মেরেই ফেলছিল। ও মরে গেলে তুমি কি আর মিস্ত্রি হবার কথা বলতে? দ্যাখ বাপু, এসব সখের প্রেমিক অনেক দেখেছি। বাপের হোটেলে থেকে, বাপের পয়সায় ফুটুনি মেরে কত ধানে কত চাল হয় তার তুমি বুঝবে কি? মিস্ত্রি হতে চাও, হও। তার আগে বিয়েটা করে নিতে হবে।"

অনু আমায় তাই বলল। আমি রাজি।"

"কবে করবে?"

"আজ বললে আজই।"

"এই সন্ধ্যেবেলায় তো আর পুরুত ডেকে যোগাড়যন্ত্র করে ওঠা যাবে না, নইলে আজই দিয়ে দিতাম। তুমি কখন যে অদৃশ্য হবে তার তো ঠিক নেই!"

"এভাবে বলছেন কেন, আমাকে বিশ্বাস হয় না?"

"বিশ্বাস? তোমাকে? মৌলালিতে এক ঘণ্টা আমাদের সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে। আবার যে এ রকম ঘটবে না তার কোন গ্যারাণ্টি আছে?"

"আমার সত্যিই কোন উপায় ছিল না। ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। তালা ভেঙ্গে বেরোন সম্ভব নয়, জানলার গ্রিল ভাঙ্গার মত গায়ের জোর আমার নেই। তিনদিন আমায় খেতে দেয়নি।....আমি জানতাম না ওরা মার খেয়েছে, ওদের বাড়িতে পোস্টার মারা হয়েছে।" বলতে বলতে শঙ্করের গলা বন্ধ হয়ে এল। চোখ দিয়ে টপটপ জল পড়ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়া লরীর টায়ারের মত পুলিনের ফোলান রাগ ধীরে ধীরে সমান হয়ে গেল। ছেলেটা তার অর্ধেক বয়সী। কিন্তু আঘাত পাওয়াটা ওর দরকার। এভাবে নিশ্চয় ওকে কেউ কথা শোনায় নি। পৃথিবীতে অনেক রকম কথা তৈরী হয়, সেগুলো শোনা দরকার। হয়তো অনুকে সত্যিই ভালবাসে। এই বয়সে জীবনের বাইরে থাকারই কথা। শঙ্কর একটু তাড়াতাড়িই ভিতরে এসে গেল।

"বিয়ে করে বৌকে রাখবে কোথায়? ক'মাস পরেই তো বাবা হবে, আর একটা মুখ, খাওয়াবে কি করে?"

"অনু দাদার কাছে থাকবে বলেছে। চাকরি করবে।"

"আর তুমি বৌয়ের পয়সায় খাবে?"

"না না, আমি ওদের বাড়িতে থাকব না। দমদমেই থাকব না। অনু বলেছে ছেলের খরচ ও যেভাবেই হোক যোগাড় করবে।"

"এই নিয়ে তাহলে তোমাদের মধ্যে কথা হয়েছে।"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়ে মুখ নীচু করল। ছেলের খরচ বলল কেন, মেয়েও তো হতে পারে! শিবানীর সঙ্গে তার কি কখনো এই ধরনের কথা হয়েছিল? বোধহয় নয়। তারা ধরেই নিয়েছিল, ছেলেপুলে হলে হবে, না হলেও দুঃখ পাবে না। সে বা শিবানী পরিকল্পনা মত কখনো ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু ও গর্ভবতীও হয়নি। আশ্চর্য! শিবানী কি বাঁজা ছিল কিংবা সে নিজে!

"তুমি অন্য কোন কাজ দেখো, মোটর গ্যারেজ করার মতলব ছাড়ো। এসব লাইনে যাদের হবে তুমি সে ধরনের নও। আর শ্বশুরবাড়িতে থাকাটাও ঠিক হবে না। শম্ভু যে কাজ করছিল, তুমি সেইটেই ধরো। দালালির কাজ। মোজাইক টালি, জানলার গ্রীলের অর্ডার যেসব কোম্পানির হয়ে শম্ভু সিকিওর করত, ওর চিঠি নিয়ে তাদের কাছে যাও। গিয়ে বল, এবার তুমিই ওর হয়ে কাজ করবে। পরিশ্রম করতে হবে, ঘোরাঘুরি করতে হবে, মন যুগিয়ে কথা বলতে হবে। পার্টির যাতে বিশ্বাস হয় তোমার উপর এমন চালচলন দেখাতে হবে। পারবে?"

"পারব।" শঙ্কর মাথা হেলাল। মুখে স্বস্তি। বোধহয় মোটর মিস্ত্রি হতে পারা সম্পর্কে নিজের প্রতি সন্দিহান ছিল।

"কিন্তু সবাগ্রে বিয়ে। যদি বিয়ে না করো তাহলে কোন হেল্পই আমার কাছ থেকে পাবে না। সততা না থাকলে জীবনে কোন কাজেই উপরে উঠতে পারবে না। হ্যাঁ, অসৎ ভাবেও ওঠা যায়, বিরাট বিরাট এত যে ব্যবসায়ী দেখছ এদের একজনও বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে ট্যাক্স ফাঁকি দিইনি, ঘুষ দিয়ে কাজ হাসিল করিনি। কিন্তু ওরা আলাদা জাতের। ওরা রাতে ঘুমোবার জন্য স্লিপিং পীল খায়, ওদের রোজ ব্লাডপ্রেশার চেক করাতে হয়। কিন্তু বৌ-বাচ্চা নিয়ে আনন্দে, খাবার হজম করে, কোষ্ঠকাঠিন্য মুক্ত থেকে, মনের শান্তি নিয়ে যদি জীবন কাটাতে চাও তাহলে যতটা সম্ভব সৎভাবে তোমাকে চলতে হবে।"

পুলিন কথাগুলো বলতে বলতে অনুভব করল তার নিজেকে খুব হালকা লাগছে। যেন তৈরীই ছিল, বলার সুযোগ পেয়ে আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল। নিজেকে তাজা ঝরঝরে লাগার সুখটা সে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য চেয়ারে হেলান দিল। আর তখনই আয়নার কোণায় একচিলতে বস্ত্র সে দেখতে পেল। নীল রঙের।

"কে?....কে ওখানে?" পুলিন সোজা হয়ে চাপা স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে সে এগিয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

জড়োসড়ো হয়ে ছায়া দাঁড়িয়ে। কুণ্ঠা ভরে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

"কি ব্যাপার, কি দরকার?"

পুলিন তার স্বর যথাসম্ভব নিস্পৃহ, দোকানীসুলভ রাখার চেষ্টা করল। দোকানের বাইরে একটা টেম্পো দাঁড়িয়ে। কাঠ এসেছে। দেবু সেখানে দাঁড়িয়ে। গদাই আর একজন মিস্ত্রি কাঠ ঘাড়ে নিয়ে গলি দিয়ে পিছনে চলে গেল।

"কিছু বলবে আমায়?"

"হ্যাঁ।"

"এখন একজনের সঙ্গে দরকারী কথা বলছি। একটু পরে এসো।"

মুখ না তুলে ছায়া মাথা হেলাল। মন্থর পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দোকানের পিছন থেকে কাঠের উপর কাঠ রাখার শব্দ হল। দেবু মুখ ঘুরিয়ে ছায়ার দিকে তাকিয়ে টেম্পোর দিকে সরে গেল।

"শোনো।" পুলিন চাপা গলায় ওকে থামাল। "এখানেই বোস। আমার কথা বলা এখুনি হয়ে যাবে।"

পুলিন আবার এসে চেয়ারে বসল। শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, "খদ্দের।" কিন্তু কেন যে এটা তার বলার দরকার হল সে বুঝতে পারল না। ছায়া যে কিছু কিনতে আসেনি সেটা ভালই সে জানে। ওকে পরিচয়ের গণ্ডির বাইরে ঠেলে দিয়ে সে দূরত্ব বাড়াচ্ছে কি ভয়ে?

পুলিনকে প্রশ্নভরা চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে শঙ্কর বলল, "আপনি বলছিলেন মনের শান্তি নিয়ে থাকতে হলে....."

"ও।....যাক গে ওসব কথা। তোমায় যা বললাম সেটাই আগে করো।"

ছায়া বাইরে বসে। এখান থেকে কথা বললে শোনা যায়। নিশ্চয় শোনার চেষ্টা করছে।

"শম্ভুর চিঠি নিয়ে আগে ওইসব কোম্পানীগুলোতে যাও, তারপর আমার কাছে এস। ভাল অর্ডার ধরিয়ে দেব। এই অঞ্চলে আরো বাড়ি হবে। হু হু করে জমির দাম যেমন বাড়ছে আর তেমনি বিক্রিও হচ্ছে। এখানেই তুমি দোকান দাও, মালের স্টকিস্ট হও। আমি টাকা দেব.....অবশ্য যদি বুঝি তুমি পারবে।"

"আমি পারব।" চকচক করছে শঙ্করের চোখ। উত্তেজনায় মুখটা লালচে। ডুবন্ত মানুষের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া লাইফবেল্ট দেখার মত এখন তার অবস্থা। আঁকুপাকু করে উঠছে বাঁচার সন্ধান পেয়ে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পুলিনের মনে হল অনেকটা এই রকম চোখেই প্ল্যাটফর্মে ছায়া তার দিকে তাকিয়েছিল।

"আচ্ছা এখন এস। দোকানের মাল এসেছে, দেখতে হবে।"

শঙ্কর চেয়ার ছেড়ে উঠে, টেবলটা ঘুরে এসে প্রায় হুমড়ি দিয়ে পড়ল পুলিনের পায়ের উপর। সে আপত্তি জানাল না, বাধাও দিল না। সামনের আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল।

যাবার আগে শঙ্কর কি যেন বলল। পুলিনের মাথায় তা ঢুকল না। সে ছায়াকে দেখতে পাচ্ছে। হাঁটু জড়ো করে একটু ঝুঁকে, মাথা নামিয়ে চেয়ারে বসে। দুই হাতের কর কোলের উপর। আঙুল নাড়ানাড়ি করছে আর গভীর মনোযোগে তাই দেখছে।

ও এখন কথা বলছে। নিজের সঙ্গে। কি কথা বলতে পারে ? কথা তো ও তৈরী করেই এসেছে বোধহয় ঝালিয়ে নিচ্ছে। পুলিন ঠোঁটের দিকে নজর রাখল। নড়ছে না। ছায়া মুখ তুলে ঘরের চারপাশে তাকিয়ে রাস্তার দিকে মুখ ফেরাল। ওর বাঁ কানের পাশে গালের কাটা দাগটা কি মিলিয়ে গেছে ? বছর পনেরো আগের ব্যাপার।

পুলিন উঠে দাঁড়াল।

আট বছর বয়সে চোর-পুলিস খেলার সময় পড়িমড়ি ছুটে বুড়ি ছুঁতে গিয়ে রকের কিনারে লেগে তার থুতনি কেটে গেছল। সেখানে আধ ইঞ্চি মত দাগ হয়। ক্রমশ সেটা কমতে কমতে এখন ধানের মত হাল্কা একটা আঁচড় মাত্র হয়ে আছে। দাড়ি কামাবার সময়ই শুধু নজরে পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চামড়াও বেড়ে ওঠে কিন্তু দাগ কি পুরোপুরি মিলিয়ে দিতে পারে ?"

ছায়া উঠে দাঁড়াল।

"কি বলবে ?"

"আমি এসেছি।"

কি জন্য ? বিয়ে করবে বলেছিলে, এখন করো। এই জন্যই তো ! পুলিন ওর চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে দেখে ছায়া চোখ নামিয়ে নিল।

"তুমি তো বিয়ে ঠিকঠাকই করে ফেলেছ। কবে তোমাদের বিয়ে ?"

বাইরে গদাইয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হচ্ছে মিস্ত্রির। দেবুর হাতে চালানের কাগজ। টেম্পোর ড্রাইভারের সঙ্গে সে কথা বলছে। এবার ও দোকানের ভিতরে আসবে সই করাবার জন্য। খদ্দের আসার সময় এখনো রয়েছে। সাড়ে ন'টার ট্রেনে ফেরা অনেকেই বাড়ি যাবার পথে জিনিস দেখতে, দর জানতে দোকানে ঢোকে।

"বিয়ে করব না।" ছায়া মাথা নাড়ল।

"সে কি ! কিরকম খাটে শোবে তাও পর্যন্ত পছন্দ করে ফেলেছ আর এখন বলছ করব না ?"

www.BanglaBook.org

"করব ?"

প্রশ্ন নয়। যেন জানতে চায়, যদি অনুমতি দাও। যেন একটা গোয়েন্দা গল্পের শেষ পরিচ্ছেদ জানার ইচ্ছা ছায়ার কণ্ঠে। একটা জটিল গোলকধাঁধা, যেটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছে। যেন সে বললে তবেই বিয়ে করবে নয়তো করবে না। ছায়ার চোখে কাতর আবেদন, যেন পুলিন বলে, কোর না।

"আমি বলার কে ? তুমি এখন বড় হয়েছ, নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে, রোজগার করছ, বিয়ের পাত্রও ঠিক করে ফেলেছ····· ।"

তার কথার মধ্যে কি হতাশা ফুটে উঠল ? পুলিন সন্ত্রস্ত হয়ে কথা অসম্পূর্ণ রাখল। তিক্ততা, জ্বালা, এমন কি ঈর্ষা ? কাশীনাথকে ঈর্ষা !

"বিয়ে আমি যখন খুশি ভেঙ্গে দিতে পারি। করব বললেই করতে হবে নাকি ?" ছায়ার নাকের পাশে চামড়া কুঁচকে ভাঁজ পড়ল।

"হ্যাঁ, তা ভেঙ্গে দেওয়া যায়। ভেঙ্গে দিতে চাও নাকি ?" পুলিন দেখল দেবু দোকানে ঢুকছে। "পরে কথা বলব, এখন এসো।" পুলিন এগিয়ে গেল দেবুর দিকে।

"দেখে নিয়েছিস ?"

"হ্যাঁ।"

পুলিন চালানটা হাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পার্টিশানের ভিতরে ঢুকে গেল। একটু সময় নিয়েই কলম খুঁজে সই করল। বেরিয়ে এসে দেখল দোকানে ছায়া নেই। সে দরজার কাছে গিয়ে দু'ধারে তাকাল। আবছা রাস্তার আলোয় মনে হল হনহন করে ছায়া চলে যাচ্ছে সিদ্ধেশ্বরীর গোডাউনের দিকে। কাশীনাথ কি এখন আস্তানায় আছে ? ওখানে ছায়ার যাবার কি দরকার ?

পুলিন হঠাৎ বিমর্ষ বোধ করল। তার মনে হল সে নিজেই যেন ছায়াকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল। ছায়ারই বয়সী কিংবা ওর থেকে ছোটই হবে ছেলেটা। নির্জন গোডাউনে কাশীনাথের যদি বিশেষ কোন বদ ইচ্ছা জাগে ? ওদের মধ্যে শরীর ঘাঁটাঘাটি কি ইতিমধ্যে হয়নি ? নিশ্চয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এই নিয়ে তার মাথা-ব্যথার কি আছে যখন ওদের বিয়ে ঠিক হয়েই গেছে !

রত্না স্টুডিওর ছবির শো-কেসের অর্ধেকটা পুলিন দেখতে পাচ্ছে। তুষারকণার বাঁ কাঁধ, ব্লাউজের চেপে-বসা হাতার প্রান্তে ফুলে ওঠা মাংস, কনুই। সামনে এক পা এগোলেই সে মুখটাও দেখতে পাবে। পুলিন ইতস্তত করল। বহুদিন বহুবার ছবিটা দেখেছে। তবু আর একবার দেখার লোভ সে সামলাতে পারল না। পা বাড়িয়েই সে পিছিয়ে এল। কাউন্টারে সুকুমার কথা বলছে একটি লোকের সঙ্গে। দেখতে পেলেই জিজ্ঞেস করবে, হাঁট কেমন আছে ? ও বিশ্বাস

করেছে তার হার্টের অবস্থা খারাপ।

অনেকেই তার সম্পর্কে অনেক কিছু বিশ্বাস করে এক-একটা ধারণা বানিয়ে বসে আছে। কিন্তু যখন তারা জানতে পারবে সে শিবানীর স্বামী, একটু আগে যে মেয়েমানুষটা দোকান থেকে বেরিয়ে গেল সেই খুনী, জেল খেটে ফিরে এসেছে, আবার আসতে চাইছে তার কাছে! তখন এইসব বিশ্বাস আর ধারণাগুলো মুহূর্তে বদলে গিয়ে ঘৃণা আর ভয়ের লাঠি উঁচিয়ে তাকে কি তাড়া করবে না?

ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেও আবার কি তাকে ছায়ার মধ্যে ঢুকতে হবে? সারা জীবনই কি অনিশ্চিত ভয়ের কিনার ধরে হেঁটে যেতে হবে? বুকের মধ্যে একটা পাষাণ ভার চাপিয়ে নিজেকে কুঁজো করে ফেলার দরকার কি? শঙ্কর ছেলেটা নিজের হাতে পোস্টার লিখে অনুদের দেয়ালে সেঁটেছিল। কিন্তু সেটা কি অনুকে কলঙ্কমুক্ত করতে নাকি পাষাণটা বুক থেকে নামিয়ে নিজেকে সোজা করতে?

"দাদা এখন কি আর আমার থাকার দরকার আছে?"

"যাবি? গদাইকে বল্ দোকান বন্ধ করতে।"

"এখুনি বন্ধ করবে! এত তাড়াতাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

তুষারকনা একদিন নিশ্চয় বুঝতে পারবে সে একা ভুল ধারণা করে পুলিনকে চড় মেরেছিল। এটা বুঝলেই ওর বুকে একটা পাষাণ চেপে বসবে। কতদিন সে ভার বইতে পারবে? তখন কি তুষারকণা অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে এসে বলবে···।

"খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়্ গদাই। ভেতরের দরজাটা বন্ধ করে দিস।"

তুষারকণার স্বামী জেল খাটছে। পাঁচ বছর পূর্ণ হতে আর নাকি এক বছর বাকি। ধরা যাক সেটা আরও কম, ছ'মাস। তার মধ্যে কি পাষাণভার ওর বুকে চাপবে? আপনা থেকে চাপবে কি করে, চাপিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ বুঝিয়ে দিতে হবে তুমি নির্দোষ একটা সৎ লোককে অযৌক্তিক ভাবে শাস্তি দিয়েছ···অপমান করেছ। কিন্তু কিভাবে সে বোঝাবে? ওর সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগই সে জীবনে আর পাবে না।

পুলিন থমকে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে সে কোথায় চলে এসেছে? ডান দিকের পাঁচিলটা তুষারকণাদের। রাস্তার টিউবওয়েলের হ্যান্ডেলটা উঁচু করে কেউ তুলে রেখে গেছে। পাঁচিলের উপর দিয়ে ভিতরে দেখার চেষ্টা করল। শোবার ঘরের জানালার পাল্লার জোড়ের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। পুলিন তাকিয়ে রইল বন্ধ জানলার দিকে। সাদা সুতোর মত আলো কপাটে।

এখন যদি হঠাৎ জানলা খুলে তুষারকণা দাঁড়ায়! রক্তার শো কেসে রাখা

www.BanglaBook.org

ছবিটার মত মুখটা একটু বাঁ দিকে ফিরিয়ে, থুতনির নীচে ভাঁজ আর কানের উপর ঝুলে থাকা চুল। মনে হবে যেন স্কেচ করার জন্য দুটো আঁচড় কাটা হয়েছে। বাইরের অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ভেবে, দেখার জন্য চোখের মণি বড় করে তাকাবে।

এটা খস খস শব্দ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। পুলিন তাড়াতাড়ি টিউবওয়েলের হাতলটা নামিয়ে এনে পাম্প করতে শুরু করল। জল বেরিয়ে আসামাত্র চটি খুলে ডান পা বাড়িয়ে দিল ধোবার জন্য। এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কাউকে তার কৌতূহলী করে তোলার ইচ্ছা নেই।

একটা কালো রঙের গরু তার পাশ দিয়ে চলে যেতেই পুলিন অপ্রতিভ হয়ে চটি পরে নিল। নিশ্চয় সে ভিতরে ভিতরে টান হয়ে উঠেছে। ছায়া সেই যে দোকান থেকে তখন বেরিয়ে গেল আর ফিরে আসেনি। আসার কথা! আসবেই। একটা অসম্ভব দাবী নিয়ে ও বাঘের মত গুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে তার সামনে নীরবে দাঁড়াবে। লক্ষ্য করবে তার চোখমুখের ভাব, গলার স্বর। তারপর শিকারকে পিছু হটতে দেবে। কিন্তু ঘুরে গিয়ে ছুটে পালাতে দেখামাত্রই লাফিয়ে এসে ঘাড় কামড়ে ধরবে। শিরদাঁড়ার ঠিক উপরের একটা জায়গা আছে যেখানে আঘাত করলে সারা শরীর অবশ হয়ে যায়। ছায়া তাকে অবশ করে দেবে। ওর দেহটাকে আবার পাবার বাসনা কি তার হচ্ছে?

সিদ্ধেশ্বরীর গেটের লোহার চাদরের পাল্লা অল্প ফাঁক। একটা মানুষ গলে যেতে পারে। পুলিন থমকে দাঁড়াল। বটগাছের ছায়া পড়েছে গেটে। দুটো পাল্লার ফাঁক দিয়ে ম্লান আলোর আভাস। ভিতরে আলো জ্বলছে। এই সময় গেট খোলা থাকার কথা নয়। পুলিন রাস্তা ছেড়ে ঢালু জমিতে নেমে এগিয়ে গেল।

পাল্লা ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বালির গাদা, তার পাশে ইটের আল দিয়ে ঘিরে রাখা আছে সুরকি। টিনের চালের খুঁটি আর একটা কোদাল ছাড়া পুলিন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কোন শব্দ? সে কাণ পাতল। মনে হল গলার স্বর শুনতে পাচ্ছে। দুজনের গলা। একজনের গলায় অনুযোগ, থেমে থেমে বলছে। অন্যজনের স্বরে সান্ত্বনা। পুলিন দুটি গলাই চেনে। সে পাল্লার ফাঁক দিয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল ভিতরে দেখার জন্য।

তিন কি চার সেকেন্ড মাত্র সে দেখতে পায়। খাটিয়ায় পা ঝুলিয়ে ছায়া বসে। খয়েরি ব্লাউজের বাঁ হাতার মধ্যে বাহু ঢোকাল, মুখটা নীচু করা, কনুই মুড়ে অন্য হাতার মধ্যে ডান বাহু ঢোকাচ্ছে, সাদা ব্রেসিয়ার, কালো সায়া, শাড়িটা খাটিয়ার একধারে ঝুলছে, পায়ের কাছে চটি জোড়া। হাত দুয়েক তফাতে খালি

গায়ে উবু হয়ে বসে লুঙ্গি পরা কাশীনাথ। ডান বাহুটা ব্লাউজে ঢুকিয়ে ছায়া মুখ তুলল। পুলিন মাথাটা টেনে নিল।

তার সঙ্গে চোখোচোখি হল কি ? ছায়া মুখ তুলেই সোজা তাকিয়ে ছিল গেটের দিকে। পুলিন দ্রুতপায়ে রাস্তায় উঠে এসে দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল। হাওয়ায় ভেসে আসা মেঘের মত তার মাথার মধ্যে এখন একটা রাগ সন্তর্পণে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

তার শুধু মনে হচ্ছে সে ঠকে গেছে। ছায়া তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।একদমই বদলায়নি। আটটা বছর জেলে থেকেও কিছুইওর সংশোধন হয়নি। 'জীবনকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য যেন আকুলি-বিকুলি করছে লতিকার মন।' এই জন্যই আকুলি-বিকুলি !·····'মনে এক কৃত কর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।' এই হচ্ছে দগ্ধ হওয়ার কাজ !

পুলিন দোকানের পাশের পথ দিয়ে ভিতরে এল। গদাই আলো জ্বালিয়ে রেখে শুয়ে পড়েছে। শোয়ামাত্র ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ে। দোকানের ভিতরের দরজাটাও বন্ধ করেছে। খাবার ঢাকা রয়েছে টেবলে। পুলিন শোবার ঘরে ঢুকে পাখা চালিয়ে পাঞ্জাবি খুলল। ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে সে মনে করার চেষ্টা করল মিনিট পাঁচেক আগে সে কি দেখেছে।

ছায়ার অর্ধনগ্ন দেহটা তার চিন্তার কেন্দ্রে এসেই পিছলে সরে যাচ্ছে। সেখানে ফুটে উঠছে দশ বছর আগের ছায়া। কালো পুরু ঠোঁট, বড় বড় দাঁত, বেঁটে বেঁটে আঙুল, থ্যাবড়া পায়ের পাতা, নখে ময়লা, ফাটা গোড়ালি, মাড়ি বার করা বাসি ঘামের আর তেলের গন্ধ নিয়ে একটা মাংসালো দেহ পুলিনের চোখে ভেসে উঠছে। ওই মেয়েটাকেই সে চেনে। কোর্টের রায় শোনার পর চোখে ধকধকে আগুন নিয়ে তাকিয়েছিল ছায়া। যত ঘৃণা ষোল বছরে জমিয়েছে তার সবটুকু যেন ওই কয়েক সেকেন্ডে সে বার করে দিয়েছিল।

হয়তো শোধ নেবে। গোঁয়ার, তেজী, বুদ্ধিহীনা। দখ্‌নো অঞ্চলের মেয়ে। ওইসব দিকে খুন করাটা জলভাতের মত ব্যাপার। ছায়ার কাছে শিবানীর অস্তিত্বটা বিরক্তকর ঠেকেছিল বলে সরিয়ে দেয়। ও কি জানত না এ জন্য তার জেল হবে ? হয়তো জানত। কিন্তু আবেগের তাড়নাকে ঠেকাতে পারেনি। সেই আবেগ নিয়েই আবার ও আসবে।

খিদে বোধ করছে পুলিন। ঘর থেকে বেরিয়ে সে দালানে এল। হাত ধুয়ে খাবারের বাটির ঢাকনাটা খুলে টেবলে রাখার সময় কাগজ মাড়ানোর মত একটা হালকা শব্দ শুনে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল।

ছায়া পায়ে পায়ে এগিয়ে দালানের দরজার কাছে এসে দ্বিধা করছে।

www.BanglaBook.org

"ভেতরে এসো।"

ছায়া দালানের আলোর নীচে দাঁড়াল।

"বোসো চেয়ারটায়।"

স্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠল ওর মুখে। পুলিন ওর গাল, গলা, বাহুর উপর দিয়ে চোখ বোলাল। সেখানে কাশীনাথের প্রেমের কোন চিহ্ন রয়েছে কিনা বুঝতে পারল না। জড়োসড়ো হয়ে চেয়ারে বসে হাতের আঙুল খুঁটছে। পুলিন ওর হাতের নখে লাল রঙের পালিস দেখল।

"এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?" পুলিন প্রশ্নটা করেই মুখোমুখি টেবলে বসল।

"এই এখানেই।" ধীর উত্তর। প্রসঙ্গটা এড়াতে চায়।

"এখানে মানে তো সিদ্ধেশ্বরীর গোডাউনে।"

ছায়া উত্তর দিল না।

"কি বলবে যেন ?"

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল ও পুলিনের মুখের দিকে। খুঁজে দেখছে কিছু। চোখ নামিয়ে টেবলে রাখল। পুলিন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল।

"আমাকে আপনার কি মনে হয় ?"

"আগের মতই আছ।" কথাটা কিভাবে যে মুখ থেকে বেরিয়ে এল পুলিন বুঝতে পারল না। হাঁফ ছাড়ার সঙ্গেই বোধহয় বেরিয়েছে। তার টানটান অবস্থাটা একটু আলগা লাগছে। বিয়ে করতে হবে বলেনি।

"না নেই। আগের মত আমি নেই।"

"তাই নাকি ? একটু আগেই সিদ্ধেশ্বরীতে কি করছিলে কাশীনাথের সঙ্গে ? আমি দেখেছি।"

"অ।" ছায়া বিচলিত বা লজ্জিত হল না। "কাশীর অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, তাই মিটিয়ে দিলুম।"

"তার মানে ! মিটিয়ে দেওয়াটা কি ? আর কখনো তোমরা কি··· ?"

ছায়া মাথা নাড়াল। "আর ওকে বিয়ে করতে পারব না। ওকে আজ বললুম আমি কি রকম মেয়ে, কি কাজ করেছি, জেলে কত বছর ছিলুম।"

"আমার কথাও বলেছ ?" পুলিনের স্বর কেঁপে উঠল। সামনে ঝুঁকে সে পাথরের মত জমাট বেঁধে গেল। বুকের মধ্যে গুরগুর করছে।

"এসব শুনেও আমাকে বিয়ে করতে চাইছিল।" ছায়া অগ্রাহ্য করল পুলিনের ভয় পাওয়া অবস্থাটাকে।

"আমার কথাও কি বলেছ ?" তীক্ষ্ণ চাপা প্রায় ধমকের মত হয়ে উঠল পুলিনের কথাগুলো। "আগে এটার জবাব দাও।"

"হ্যাঁ।" সহজ ভাবে ছায়া তাকিয়ে রইল।

অসাড় হয়ে গেল পুলিন। এই ভয়টাও সে করেছিল। মাথা থেকে ভয়ের নির্দেশ বহন করে স্নায়ু মারফৎ সেটা আঙুলে পৌঁছে গেছে। সে আঙুল মুঠো করে টেবলে ঘুঁষি বসাতে চেষ্টা করল। হাতটা উঠল না।

ছায়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। মাথা নেড়ে বলল, "না, সেসব কিছু বলিনি। বলেছি আপনাকে আমি শুধু চিনি। ভাল লোক। আমাকে ভালবাসতেন।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি বলছি।"

"হ্যাঁ, আমি ভালবাসতাম। তুমিও বাসতে, তাই না?"

ছায়া মাথা হেলিয়ে স্বীকার করল। পুলিনের মনে হচ্ছে শরীরের ভিতর এত জোরে রক্ত চলাচল করলে এখুনি তার কলিজার দম ফুরিয়ে যাবে। ছায়া এত পরিণত হয়ে গেছে!

"কিন্তু এখন আমি আপনাকে ঘেন্না করি, যেমন আপনিও আমাকে করেন।"

ছায়ার কথাগুলো বজ্রের মত টেবলের উপর পড়ল। তাতে শুধু ঝলসে গেল পুলিনের মুখটা। কানের পর্দা ফেটে গেল। অন্ধের মত সে তাকিয়ে রইল। কালো ঝাপসা একটা ছায়াকে সে টেবলের ওধারে আড়াই হাত দূরে দেখতে পাচ্ছে।

"আপনাকে যে আবার জীবনে দেখতে পাব, সে আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। জেল থেকে বেরিয়ে তাই খোঁজার চেষ্টাও করিনি। ভগবানের কি ইচ্ছে দেখুন, কি ভাবে যে দেখা হয়ে গেল! তারপর থেকে আমি একটা রাতও আর ঘুমোতে পারিনি। কি যে যন্ত্রনা! বিচুটি দিয়ে সারাক্ষণ কে আমায় যেন মারছে। আমি আপনাকে দেখব বলে কতবার এই দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছি। আপনি দেখেও দেখতেন না।"

"কই আমার চোখে তো পড়েনি।"

"আমার ভাগ্য। সেদিন ইস্টিশনে আপনাকে দেখে আর থাকতে পারিনি। কিন্তু আপনার চোখে মুখে যে ঘেন্না ফুটে উঠল···।" ছায়ার কণ্ঠে কেঁপে ওঠা আবেগ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। সে সময় নিল নিজেকে নিস্তরঙ্গ করতে।

"আমার খুব তাড়া ছিল। একজন বিপদে পড়েছে তাকে টাকা দিতে···।"

"আপনাকে দেখে কেন জানি ভয় করল। মনে হল আপনি আমাকে খুন করবেন।"

www.BanglaBook.org

আবার বজ্রপাত হল টেবলে। ছায়া উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আমি বুঝতে পারি কে আমার ক্ষতি করবে, কে আমার প্রাণ নেবে। আমি লোক চিনি। আজ দোকানে আপনার দিকে তাকিয়ে দেখলুম ঘেন্নার সঙ্গে ভয়ও, আমাকেই। আমি আবার খুন করব এমন একটা ভাব যেন আপনার মুখে রয়েছে।"

ছায়া তার দিকে তাকিয়ে। পুলিন ফ্যাকাসে মুখে কিছু বলার চেষ্টায় ঠোঁট নাড়ল। গলার কণ্ঠটা শুধু ওঠানামা করল।

"কিছু বলবেন কি?" ছায়া প্রায় ফিসফিস করে বলল। ক্ষীণ মিনতি ওর গলায়। কিছু একটা আশা পাবার মত কথা যেন ও শুনতে চায়।

"আমি ভদ্রলোক। ভদ্র ভাবে আমি বাঁচতে চাই।"

"আমি আর কখনো রেল লাইনের এপারে আসব না।" মাথা নীচু করে বসে থাকা পুলিনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে নিভে এল ছায়ার চোখ।

সকালে ঘুম ভাঙল গদাইয়ের ডাকে। কানের কাছে মুখ রেখে সে চেঁচাচ্ছে, "ও দাদা, এখানে কেন ঘুমোচ্ছেন, ঘরে গিয়ে খাটে শোন।"

পুলিন চোখ খুলেই বন্ধ করে ফেলল। কিছুক্ষণ পর টেবল থেকে মাথা তুলতে গিয়ে ভার ভার বোধ করল। তখন তার মনে পড়ল, বুকে একটা ব্যথা হবার কথা আছে সেটাই বোধহয় শুরু হল।

আবার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য সে নিশ্চিন্তে মাথাটা নামিয়ে দিল টেবলে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG